বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

GIFT

গবেষক

এস. এম. রেজাউল করিম

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

402468

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এম. মোকাখখারুল ইসলাম

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

402468

জুলাই, ২০০৫ ইং

Dhaka University Institutional Repository

402468

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এস. এম. রেজাউল করিম, এম. ফিল. রেজিঃ নং ৬৯/২০০০-২০০১, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত 'বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭' গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করিনি।

গবেষক

402468

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

এস. এম. রেজাউল করিম
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এস. এম. রেজাউল করিম, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত 'বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭' গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

402468

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এম. মোফাখখারুল ইসলাম
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলায় পাট চাষ বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবি রাখে। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. মোফাখখারুল ইসলাম। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে গবেষণা কর্ম শেষ করা অসম্ভব ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা এবং সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগৃহীত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অধ্যায়নের সুযোগ দিয়েছেন যা গবেষণা কর্মটি দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। একারণে আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যারা আমার গবেষণার কাজে প্রায়শই উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার গবেষণার কাজে বিভিন্ন লাইব্রেরী ব্যবহার করতে হয়েছে। এগুলি হল বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বি. আই. ডি. এস. লাইব্রেরী প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে আমার সকল শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ 'বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭' বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যদি কিছু অবদান রাখে তাহলেই আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব। যতদূর সম্ভব অভিসন্দর্ভটি ত্রুটিহীনভাবে উপস্থাপন করার সতত চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যায় তার ব্যর্থতার দায় একান্তই আমার। সতত চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

এস. এম. রেজাউল করিম
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জুলাই, ২০০৫ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
	ভূমিকা	১
১.	প্রথম অধ্যায় ঃ পাট চাষের ঐতিহাসিক পটভূমি	৫
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পাট চাষের সম্প্রসারণ	২৮
৩.	তৃতীয় অধ্যায় ঃ পাট চাষ ও ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা	৬১
৪.	উপসংহার	৮২
৫.	পরিশিষ্ট	৯১
৬.	গ্রন্থপঞ্জি	১০৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

		পৃষ্ঠা নং
সারণি- ১	সাদাপাট এবং তোষাপাটের উৎপাদন অনুপাত, ১৯৩৭	৮
সারণি- ২	প্রতি ৫ বছরে পাট চাষহ্রাস বৃদ্ধির হার, ১৯০০-১৯৪৫	৩৩
সারণি- ৩	পাটের বার্ষিক উৎপাদন, ব্যবহার, মূল্য এবং বাড়তি বা ঘাটতি	৩৭
সারণি- ৪	পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার	৩৮
সারণি- ৫	পাটের মুল্য পতনের পরিসংখ্যান	৩৯
সারণি- ৬	পাটের বিকল্প আঁশ বিশিষ্ট কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ	৫৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে পাট চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন আমল হতে বাংলায় পাট চাষ হলেও উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক জীবনে পাট চাষ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে। পাট চাষের মাধ্যমে বাংলার কৃষক শ্রেণীর জীবনে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা আসে। অর্থাৎ পাট চাষ বাংলার কৃষক শ্রেণী তথা সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে পাট চাষের এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু ইতিপূর্বে এ বিষয়ে দু'একটি প্রবন্ধ রচনা ছাড়া বিস্তারিতভাবে কোন গবেষণা হয়নি। প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যে পাট শিল্প সম্পর্কে অনেকেই গবেষণা করেছেন। কিন্তু পাট চাষ তথা পাটের কৃষি সম্পর্কে কোন গবেষণা হয়নি। একারণেই বাংলার পাট চাষের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

'বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পাট চাষের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বাংলায় পাট চাষের ইতিহাস প্রাচীন। মনুসংহিতা, হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলীচরিত, অমরকোষ, শূন্যপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পাট থেকে প্রস্তুত 'পাটবস্ত্র', 'পাটের থলে'; এমনকি সরাসরি পাটের চাষ সম্পর্কিত তথ্যও পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে বাংলায় পাট চাষের ইতিহাস প্রাচীন। তবে প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় পাট চাষ হলেও তখন পাট চাষ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ তখন পাট চাষ হত সীমিত পরিসরে এবং উৎপাদিত পাট প্রধানত গৃহকর্মেই ব্যবহৃত হত। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাটজাত হস্তপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তা বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানি পণ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়রা সস্তায় থলে প্রস্তুতের জন্য শনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এরূপ বিকল্প কোন আঁশের সন্ধান করতে থাকে। ১৭৯১ সালে কলকাতার শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের পরিচালক ও বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রক্সবার্গ (Roxburgh) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজের দড়ি এবং সস্তায় থলে প্রস্তুতের জন্য ইউরোপীয় শনের পরিবর্তে বিকল্প আঁশ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের ভাভিতে নমুনা হিসেবে একশ টন কাঁচা পাট প্রেরণ করেন। অতঃপর দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে পাট রপ্তানি করা হয় এবং পাট থেকে যান্ত্রিকভাবে পাটজাত পণ্য সামগ্রী তৈরির নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ১৮৩২ সালে মেসার্স বেলফোর (Belfour) এবং মেসার্স মেলভেল

Dhaka University Institutional Repository

(Melvelle) কোম্পানী সর্ব প্রথম সফলতার সাথে যন্ত্রের সাহায্যে পাট থেকে সুতা তৈরী করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে যন্ত্রের মাধ্যমে গুণগত মানের পণ্য উৎপাদনের উপাদান (কাঁচামাল) হিসেবে পাট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীতে বাংলা একচেটিয়াভাবে পাট উৎপাদন করে। এর পেছনে প্রাকৃতিক কারণ ছিল সর্বপ্রধান। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলায় পাট চাষের ইতিবৃত্ত এবং পাট চাষের সঙ্গে প্রাকৃতিক কারণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাট চাষের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ক্রিমীয় যুদ্ধ, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ শুরু প্রভৃতি কারণে আন্তর্জাতিকভাবে উল্লেখযোগ্য হারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণভাবেও কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য বাংলা থেকে যে কাঁচা পাট রপ্তানি করা হত তা দিয়ে প্রধানত ডান্ডির পাটকলগুলিতে পণ্য সামগ্রী তৈরী করে ইংল্যাণ্ড সহ অন্যান্য দেশে সরবরাহ করা হত। ফলে কিছু দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ী মনে করেন যে কাঁচা পাট ডান্ডিতে রপ্তানির পাশাপাশি এদেশেই পাটকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে রপ্তানি করলে তুলনামূলকভাবে লাভ বেশি হবে। এধারণা থেকেই ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় বাংলার প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। এর অল্প সময়ের মধ্যেই পাটকলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিকে আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণভাবে চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পাটের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাংলায় পাট চাষের উল্লেযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলা এবং কুচবিহার, আসাম ও নেপালে পাট চাষ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতকের পাট চাষ বৃদ্ধির এ গতি বিংশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে পাট চাষ সামান্য বৃদ্ধি পেলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে (১৯১৪-১৯১৯) পাট চাষের গতি বেশ খানিকটা হ্রাস পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাট চাষের গতি পুনরায় বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর ১৯৩০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময়ে (১৯৩১ - ১৯৩৭) পাট চাষের গতি অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। বিশ্বব্যাপী মহামন্দার অবসানে অর্থৎ ১৯৩৮ সাল থেকে পুনরায় পাট চাষের গতি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাও দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকেনি। কারণ ১৯৩০ এর দশক থেকেই সরকার একদিকে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন এবং অন্যদিকে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে প্রচারণা শুরু করে, বিশ্বব্যাপী মহামন্দার অবসানের পরও তা অব্যাহত থাকে। উপরন্তু ১৯৪০ সালে সরকার পাট চাষ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে 'The Bengal Jute Regulating Act, 1940' নামে একটি আইন পাস করে এবং এ আইন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়। যদিও সরকার বাধ্যতামূলকভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু এ আইনের পর বাংলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাট চাষ হ্রাস পায়। উল্লেখ্য, পাট চাষের হ্রাস বৃদ্ধিতে বাংলার কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কৃষকেরা পাট চাষ বাড়িয়ে দিত এবং মূল্য পতনে পাট চাষ কমিয়ে দিত। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রেক্ষাপটে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেলে বাংলায় পাট চাষ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেত এবং মূল্য পতনে পাট চাষ হ্রাস পেত। মোটামুটিভাবে বলা যায় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরোটা সময় ধরেই এবং বিংশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে পাটের উচ্চমূল্য ছিল, তাই কৃষকেরাও এ সময় পর্যন্ত পাট চাষ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করতে থাকে। বিংশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে পাটের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও একই শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময়ে অস্বাভাবিকভাবে পাটের মূল্য পতন ঘটে। এর ফলে বাংলায় পাট চাষের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। পাট চাষের হ্রাস বৃদ্ধি তথা পাটের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলার কৃষক শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি অবনতি নির্ভর করত। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রধানত পাট চাষের মাধ্যমে বাংলার কৃষক শ্রেণী কিছুটা হলেও আর্থিক সচ্ছলতা পেয়েছিল, এমনকি অনেকে স্বাবলম্বীও হয়ে উঠেছিল। পাট চাষের মাধ্যমে বাংলার কৃষক শ্রেণী যে আর্থিক স্বচ্ছলতা পায় তার গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ কৃষক শ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতার কারণেই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়। কৃষক শ্রেণীর এ শিক্ষিত সন্তানদের থেকেই পরবর্তীকালে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে এবং বাংলার আর্থ-সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদান ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং পাট চাষ বাংলার কৃষক শ্রেণীর জীবনে ছিল আশির্বাদস্বরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়ে পাট চাষ ও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার কৃষকেরা উত্তোরত্তর পাট চাষ বৃদ্ধি করতে থাকে। এর মূল কারণ হল পাট চাষ অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক ছিল। অর্থাৎ পাট চাষ লাভজনক ছিল বলেই পাট চাষ সম্প্রসারণে কৃষকেরা উৎসাহীত হয়। কিন্তু একই সময়ে লক্ষ করা যায় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ পাট চাষের বিরোধীতা শুরু করে। পাট চাষ সম্প্রসারণের বিরোধীতা করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ এবং তাঁদের মুখপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ঢাকা প্রকাশ* নামে একটি পত্রিকা। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অংশ এবং *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা পাট চাষ বিরোধী প্রচারণা শুরু করে। ঊনবিংশ শতকে গড়ে উঠা পাট চাষ বিরোধী এ আন্দোলন বিংশ শতকে এসে নতুনভাবে গতি লাভ করে। তবে বিংশ শতকের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। অর্থাৎ বিংশ শতকে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন হলেও তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষাপট ছিল উনবিংশ শতকের আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদয়ের একটি অংশের সংকীর্ণ মানসিকতা। কিন্তু বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে গড়ে উঠা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছিল অর্থনৈতিক। বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিকভাবে পাটের মূল্য পতনের ফলে কৃষক শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই প্রধানত বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন গড়ে উঠে। বিংশ শতকের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং স্বয়ং দেশের সরকার। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন উনবিংশ শতকে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা পাট চাষের বিরোধীতা করলেও বিংশ শতকে এসে পত্রিকাটি পাট চাষ সম্প্রসারণের পক্ষে অবস্থান নেয়। যাহোক, উনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনের সার্বিক ফলাফল সম্পর্কে এক কথায় বলতে গেলে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। উনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জমিদার শ্রেণী উভয়ই ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে বরং নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যদিকে বিংশ শতকের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সময়ও জমিদার শ্রেণী নীরব ভূমিকা পালন করেছিল।

এছাড়াও উপসংহারে পাট চাষ পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক জীবনে পাট চাষের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পূর্ববাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে পাট চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি বৃটিশ শাসন আমলের শুরু থেকে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত পূর্ববাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নেও পাট চাষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং পাট চাষ বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

'বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭' শীর্ষক গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে দু'ধরণের উৎস হতে, প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)। এর মধ্যে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশ আর্কাইভসে সংরক্ষিত দলিলপত্র; ১৮৭৩, ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের জুট ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট; সমসাময়িক সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রপত্রিকা যেমন *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা, *আর্য্যদর্শন*, *বঙ্গবাণী* ও *সাধনা* পত্রিকা; ভারত সরকার, পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ার এবং W.W. Hunter, L.S.S. O'Malley সহ অন্যান্য লেখকদের সম্পাদিত ও প্রণীত গ্রন্থসমূহ। আর দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন জেলার ইতিহাস গ্রন্থসহ বিভিন্ন লেখকদের সম্পাদিত ও প্রণীত পাট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পাট চাষের ঐতিহাসিক পটভূমি

পাট এক রকম গাছ। পাট গাছের যে শুষ্কমূল ব্যবহার করা হয় তাকে 'নালিতা' বা 'পাটকাঠি' বলে এবং পাট গাছ থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় তাকে 'পাট' বলে।[১] পাটের বৈজ্ঞানিক নাম 'করকোরাস' (Corchorus)।[২] করকোরাস শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে। তবে গ্রীকরা যাকে করকোরাস বলে অভিহিত করত এবং এখন যা করকোরাস নামে পরিচিত তা এক কিনা সন্দেহ আছে। কারণ গ্রীক করকোরাস শব্দের অর্থ চক্ষুরোগবিনাশক, কিন্তু এখনকার করকোরাসে সেই গুণ নেই। অনেকের মতে পাট গাছ চক্ষু পরিষ্কার রাখত বলেই পাটের বৈজ্ঞানিক নাম করকোরাস হয়েছে।[৩]

উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের নিকট পাট করকোরাস নামে পরিচিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাট বিভিন্ন নামে পরিচিত। পাটের ইংরেজী নাম 'জুট' বা 'জিউস মেলো' (Jute or Jew's mellow); ফরাসী নাম 'জুট, মোআভ ডেস জুইফ্স, কর্ডে টেক্সটাইল' (Jute, mauve des juifs, corde textile); জার্মান নাম 'জুট'; হিন্দি নাম 'সিঙ্গিন', 'জনসচা'; সংস্কৃত নাম 'কোষ্টা'[৪]; পাঞ্জাবী নাম 'বাকুল্লি', 'কুরাত্ত', 'বোকালি', 'বাবুনা'; তামিলী নাম 'পেরান্তি কিরাই', 'পুনাকু চেন্দি'; তেলেগু নাম 'পরিন্তা', 'পেরিন্তকুরা'; সিন্ধি নাম 'বনপাট'; বার্মা নাম 'ফেটকুন্' (Phetcwoon); বোম্বাই নাম 'হিরণখোরী', 'ভূপালী'; উড়িষ্যায় 'কাউরিয়া', 'নালিতা', 'নক্করকানি'; উত্তর প্রদেশে 'হরণা'; সিন্ধুতে 'মুধিরি'; মালয়েশীয়ায় 'রাপিৎসাজিমা'; চীনে 'ওইমোয়া'; মিশরে 'মেলোকিহ্'(Mellowkych) এবং ক্রিটে মৌলটিয়া' নামে পরিচিত।[৫] বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চল ভেদে পাট বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও পৃথিবীতে সর্বমোট ৩৬

---

১. দ্রষ্টব্য, বিশ্বকোষের বিবরণ মতে 'পাট' বাংলা শব্দ, কিন্তু এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার মতে 'পাট' শব্দটি হিন্দী শব্দ থেকে এসেছে। আর পাটের ইংরেজী নাম 'Jute' শব্দটি উড়িয়া শব্দ 'জুতা' (Jhuta) বা 'জোটা' (Jota) বা 'জোট' (Jhout) বা 'জুট' (Jhut) শব্দ থেকে উদ্ভব। বিস্তারিত দেখুন, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগ, (কলিকাতা ঃ ইউ সি বসু এন্ড কোম্পানী, ১৩০৭ বং), পৃ. ১২৪; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ৫ম খন্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩২৬; *The New Encyclopædia Britannica*, Micropædia, Vol. V, (USA : The University of Chicago, 15th Edition, 1976), P. 646; Md. Wazed Ali, 'Jute Cultivation in Bengal 1870-1914,' *The journal of The Institute of Bangladesh Studies*, Vol. III, 1978, Rajshahi University, P. 49.

২. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee)*, 1934, Vol. I, (Alipore : Bengal Government Press, 1934), P. 3 ; Geo. G. Chisholm, *Handbook of Commercial Geography*, (London : Longmans, Green and Co. Ltd., 1928), P. 196 ; বিশ্বকোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩।

৩. বিশ্বকোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩।

৪. দ্রষ্টব্য, 'কোষ্টা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু অনেকের কাছে এটা ঠিক বলে বোধ হয় না। তাই কেউ কেউ মনে করেন কুষ্টিয়া জেলায় উৎপন্ন হত বলে এর নাম কোষ্টা হয়েছে। দেখুন, বিশ্বকোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাতির পাট দেখা যায়। এই ৩৬ প্রজাতির পাটের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ঘি নালিতাপাট বা সাদাপাট বা করকোরাস কেপসুলারিস (Corchorus Capsularis), ললিতপাট বা তোষাপাট বা দেশীপাট বা করকোরাস ওলিটোরিয়াস (Corchorus Olitorius), তিক্ত নালিতাপাট বা তিতাপাট বা করকোরাস একুটেঙ্গুলাস (Corchorus Acutangulus), বাকুলিপাট বা করকোসাস এন্টিকোরাস (Corchorus Antichorus), বন নালিতা পাট বা করকোরাস ফিসেইকুলারিস (Corchorus Faseicularis), করকোরাস মৌলসিয়া (Corchorus Moulchia) এবং ট্রাভেন্স করকোরাস টর্লোকুলারসি (Travense Corchorus Trlocularsii)।[৬]

এসব প্রজাতি ব্যতিত আরও কয়েক প্রজাতির পাট রয়েছে। ১৯০০ সালে পাটের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারত সরকার বাংলার পাটের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ও কয়েকজন সহকারী নিয়োগ করেন। এই গবেষক ও তাঁর সহকর্মীরা গবেষণার মাধ্যমে কয়েকটি উন্নত জাতের পাট উদ্ভাবন করেন, যেমন কাকিয়া বোম্বাই (Kakya Bombai), ডি ১৫৪ (D 154) এবং সিনসুরাহ গ্রীন (Chinsurah Green or C. Green)।[৭]

---

৬. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873;* J. Coatman, *India in 1927-28 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. X, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 109; J. Coatman, *India in 1928-29 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XI, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 91; *India in 1930-31: Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XIII, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 182; *The New Encyclopædia Britannica, Micropædia*, Vol. V, (USA : The University of Chicago, 15th Edition, 1976) P. 646; *The Encyclopedia American*, International Edition, Vol. 16, (USA : Grolier Incorporated, 1983) P. 246; *Marketing of Jute in East Pakistan*, Prepared by A Research Team of the Dacca University Socio - Economic Research Board, (Dacca : The Dacca University Socio-Economic Research Board, 1961) P. 1; M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal,' *Research Network Program (RNP) of Contemporary Economics Series*, No. 2001-01, (Japan : Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Tokyo) P. 2; W.W Hunter, *The Imperial Gazetter of India*, Vol. VI, (London : Trubner & Co., 1886), P. 494; Rakibuddin Ahmed, *The Progress of the Jute Industry and Trade 1855-1966*, (Dacca : Pakistan Central Jute Committee, 1966), P. 7; *Industrial Fibres : A Review of Production, Trade and Consumption Relating to Wool, Cotton, Man-made Fibres, Silk, Flax, Jute, Sisal and other Hemps, Mohair, Coir and Kapok*, Compiled in the Commodities Division of the Commonwealth Secretariat, (London : The Commonwealth Secretariat, 1968), P. 168; Geo. G. Chisholm, *op, cit.*, P. 197.

৭. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Fawcus Committee), 1938, Vol. I, (Alipore : Bengal Government Press, 1940), P. 83; *India in 1930-31: Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XIII, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 182; *India in 1934-35 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XVII, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 9; K.G.M. Latiful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Khulna*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division,

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, পৃথিবীতে মোট ৩৬ প্রজাতির পাটগাছ থাকলেও ভারতবর্ষে প্রায় ৮ প্রজাতির পাট গাছ উৎপন্ন হয়।[৮] এই ৮ প্রজাতির মধ্যে প্রচলিত পাটের আঁশ করকোরাস কেপসুলারিজ এবং করকোরাস ওলিটোরিয়াস নামক দু'টি আবাদি গাছের ছাল (bark) থেকে পাওয়া যায়। ১৮৭৩ সালে গঠিত Bengal Jute Enquiry Committee (Hamilton-Kerr Committee) এর অন্যতম সদস্য Hem Chunder Kerr ১৮৭৩ সালের ২৫ জুলাই একটি প্রতিবেদনে করকোরাস কেপসুলারিজ এবং করকোরাস ওলিটোরিয়াসের উৎপাদন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

> "Corchorus Capsularis is an annual plant, growing from 5 to 10 or 12 feet high, and having a straight cylindrical stem as thick as a man's finger, and seldom branching till near the top. Its leaves, which are of light-green color, are about 4 inches long by one-and-half broad towards the base, but tapering upwards into a long sharp point, and having their edges cut into saw-like teeth, the two teeth next the stalk being prolonged into bristle-like points. The flowers are small and whitish-yellow, and prouduced in clusters of two or three together opposite the leaves. The capsules are short and globular, rough, and wrinkled. It is called pat, koshta, nalita pat, and ghi-nalita pat. The other kind of Corchorus is the C. Olitorius, much resembling C. Capsularis, the principal defference existing in the seed pods, which in this species are elongated, being about two inches long, almost cylindrical, and about the thickness of a quill, totally unlike the other pod. There is a white and a reddish variety of each species of the plant. The fibre of both is soft and silky."[৯]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য করকোরাস কেপসুলারিজ দেশীয়ভাবে সাদাপাট এবং করকোরাস ওলিটোরিয়াস তোষাপাট নামে পরিচিত। অর্থাৎ বাংলায় উৎপন্ন পাট প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) সাদাপাট বা ঘি নালিতাপাট এবং (২) তোষাপাট বা ললিতপাট।

(Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1978), P. 111; বাংলাপিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭; উল্লেখ্য, কোন কোন গ্রন্থে Kakya Bombai কে Capsularis এবং Chinsurah Green কে Olitorius এর সমর্থক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. *Bundle No. 1, File No. 7 - No. 47, Progs. For July 1873;* বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

৯. *Bundle No. 1, File No. 7, No. 47, Progs. For July 1873.*

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তোষাপাটের তুলনায় সাদাপাটের জনপ্রিয়তা বেশি এবং উৎপাদনের পরিমাণও বেশি। সাদাপাট ও তোষাপাটের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে রকিবুদ্দিন আহমেদ বলেন, "The cultivation of Capsularis is more popular than that of Olitorius. In undivided India about three-fourths of the crop was under the farmer species, while only one-forth was under the latter one."[১০]

তোষাপাটের তুলনায় সাদাপাটের অধিক জনপ্রিয়তার কারণেই বাংলায় মোট যে পাট উৎপন্ন হয় তার সিংহভাগই সাদাপাট। বাংলায় উৎপন্ন সাদাপাট ও তোষাপাটের সঠিক পরিমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি একটি অনুসন্ধান পরিচালনা করে। অনুসন্ধানের ফলাফল (সারণি- ১) থেকে দেখা যায় যে, সর্বভারতে সাদা পাট উৎপাদন হয় ৭৪.৫% এবং

সারণি- ১ ঃ সাদাপাট ও তোষাপাটের উৎপাদন অনুপাত, ১৯৩৭
(অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের হার)

প্রদেশ	সাদাপাট	তোষাপাট
বাংলা	৭১.৯	২৮.১
আসাম	৯৮.৩	১.৭
বিহার	৫৯.৪	৪০.৬
উড়িষ্যা	৯৪.০	৬.০
সর্বভারতে	৭৪.৫	২৫.৫

Source : Rakibuddin, *op. cit.*, P. 8

তোষাপাট জন্মে ২৫.৫% অঞ্চলে। আর শুধু বাংলায় সাদাপাট জন্মে ৭১.৯% এলাকায় এবং তোষাপাট জন্মে ২৮.১% এলাকায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন সাদাপাট উৎপাদন হয় বাংলার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণভাগে এবং তোষাপাট উৎপাদন হয় কলকাতার নিকটবর্তী স্থানে।[১১] ১৯৩৪ সালে গঠিত Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee) এর রিপোর্টে সাদা পাট এবং তোষাপাট উৎপাদনের অঞ্চল সম্পর্কে বলা হয়, "The farmer is grown chiefly in Eastern Bengal, Northern Bengal. Bihar and Assam and is known as pat or koshta in the

১০. Rakibuddin, op.*cit.*, P. 8.
১১. বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

vernacular, and 'white jute' in the trade. The latter is mainly grown in the Presidency and Burdwan Divisions and in the southern portion of the Rajshahi Division, but it is extending fairly rapidly on high lands in Eastern Bengal. It is variously called desi, tossa and bogi."[১২] ১৯৬১ সালে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিষদের গবেষণায় দেখানো হয় যে, সাদাপাট এবং তোষাপাটের উৎপাদন অনেকটা মৃত্তিকার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে থাকে। এক্ষেত্রে পরিষদের মন্তব্য ছিল, "The Capsularis variety grows equally well on high land and low land while the Olitorius variety grows only on high land where there is sufficient drainage."[১৩]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, উৎপত্তির ভিত্তিতে পৃথিবীতে সর্বমোট ৩৬ প্রজাতির পাট থাকলেও বাংলায় প্রধানত সাদাপাট এবং তোষাপাট নামে পরিচিত দুই শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ দুই শ্রেণীর পাট আবার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ১০ ভাগে বিভক্ত। যথাঃ

প্রথমত, ভাটিয়াল পাট ঃ এ পাট মোটা তন্তুবিশিষ্ট। ভাটিয়াল পাট সাধারণত বস্ত্র উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভাটিয়াল পাট নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে নদীর চরে উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত, দেওড়া পাট বা দিয়াড়া পাট ঃ এ পাট মোটা তন্তুবিশিষ্ট। দেওড়া পাট সাধারণত রজ্জু বা রশি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। দেওড়া পাট ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) থেকে আমদানি হয়।

তৃতীয়ত, দেশী পাট ঃ এ পাট লম্বা তন্তুবিশিষ্ট, কোমল ও মসৃণ কিন্তু বর্ণ ভাল নয়। দেশী পাট সাধারণত চট তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। দেশী পাট হুগলী, বর্ধমান, ২৪পরগণা এবং যশোর জেলায় উৎপন্ন হয়।

চতুর্থত, দেশওয়াল পাট ঃ এ পাটের তন্তুসমূহ উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট ও দৃঢ় বলে সমধিক আদৃত। দেশওয়াল পাট সিরাজগঞ্জের সন্নিকটে উৎপন্ন হয়। দেশওয়াল পাট আবার দুই প্রকার। যথাঃ

ক) বিলান দেশওয়াল পাট ঃ এ পাট বিলে কিংবা জলা ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলে এর নাম বিলান দেশওয়াল পাট।

---

১২. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Finlow Committee), 1934, Vol. I, P. 3.
১৩. Marketing of Jute in East Pakistan, *op, cit.*, P. 1.

Dhaka University Institutional Repository

খ) চরণা দেশওয়াল পাট ঃ এ পাট চরে উৎপন্ন হয় বলে এর নাম চরণা দেশওয়াল পাট।

পঞ্চমত, জঙ্গিপুরী পাট ঃ এ পাট ছোট, কম দৃঢ় ও অপকৃষ্ট তন্তুবিশিষ্ট। জঙ্গিপুরী পাট সাধারণত কাগজ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ষষ্ঠত, করিমগঞ্জী পাট ঃ এ পাটের তন্তু মধ্যম রকমের, অত্যন্ত লম্বা এবং উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট। করিমগঞ্জী পাট ময়মনসিংহ থেকে আমদানি হয়।

সপ্তমত, মীরগঞ্জী পাট ঃ এ পাট অপকৃষ্ট তন্তুবিশিষ্ট। মীরগঞ্জী পাট তিস্তা নদীর তীরস্থ মীরগঞ্জ থেকে আমদানি হয়।

অষ্টমত, নারায়ণগঞ্জী পাট ঃ এ পাট কোমল ও দীর্ঘ তন্তুবিশিষ্ট এবং বয়নকার্যের বিশেষ উপযোগী। নারায়ণগঞ্জী পাট ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে আমদানি হয়।

নবমত, সিরাজগঞ্জী পাট ঃ এ পাট পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলায় উৎপন্ন হয় এবং সিরাজগঞ্জ থেকে রপ্তানি হয়।

দশমত, উত্তুরে পাট বা উত্তরিয়া পাট ঃ পাটের মধ্যে এ পাটই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানের। উত্তুরে পাটের তন্তুসমূহ দেশওয়াল পাটের ন্যায় কোমল না হলেও দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট। সিরাজগঞ্জের উত্তরে উৎপন্ন হয় বলে এ পাটের নাম উত্তুরে পাট। রংপুর, গোয়ালপাড়া, বগুড়া, ময়মনসিংহের কতকাংশে, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় উত্তুরে পাট উৎপন্ন হয়।[১৪]

উপরোক্ত ১০ প্রকার পাট সাধারণভাবে বাজারে সিরাজগঞ্জী, নারায়ণগঞ্জী, দেওড়া এবং দেশী এ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে উত্তম, মধ্যম ও চলিত ভেদে মূল্যের তারতম্যের ভিত্তিতে বিক্রি হয়।

বাংলায় পাট চাষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। তবে সর্বপ্রথম পৃথিবীর কোথায় কিভাবে পাটের উৎপত্তি ও পাট চাষের প্রচলন শুরু হয় এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রথম কিভাবে পাটের আগমন ঘটে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। যতদূর জানা যায়, খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শুরুতে মিশরে পাটের চাষ আরম্ভ হয় এবং সেখানে পাট 'মেলোকিচ্' নামে পরিচিত ছিল।[১৫] কিন্তু মতিলাল মজুমদারের মতে সাদাপাট ভারত ও ইন্দো-বার্মায়

---

১৪. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 15, Progs. For April 1873*, P. 1; *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Finlow Committee), 1934, Vol. I, P. 3; The Imperial Gagetteer of India, Coondapoor to Edwardesabad, Vol. XI, Published Under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : At the Clarendon Press, Oxford, New Edition, 1909), P. 110; W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Dacca, Bakargang, Faridpur and Maimansinh*, Vol. V, (London : Trubner & Co., 1877), P. 86; বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭; শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, (ময়মনসিংহ ঃ রিসার্স হাউস, ১৯১০), পৃ. ১০০।

১৫. বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তোষাপাট আফ্রিকায় উৎপত্তি হয়েছে।[১৬] তবে ললিতপাট বা তোষাপাট মিশর ও সিরিয়ার অধিবাসীদের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে শাকের পরিবর্তে পাট ব্যবহৃত হত। গ্রীকরা পাটকে করকোরাস বলে অভিহিত করত। তবে গ্রীকদের নিকট পাট করকোরাস নামে পরিচিত হলেও এখনকার পাটকেই তারা করকোরাস বলত কিনা তা বলা কঠিন। কারণ গ্রীক করকোরাস শব্দের অর্থ চক্ষুরোগবিনাশক, কিন্তু এখনকার করকোরাসে এ গুণ নেই। যাহোক, এ জাতীয় পাট বহুদিন পর্যন্ত আলেপ্পোর নিকট চাষ হত এবং শাক-সব্জির ন্যায় ব্যবহৃত হত।[১৭] অপর মতটি হল এই যে, চীনের ক্যান্টন নগরের নিকট বহুশতাব্দী পর্যন্ত ঘি নালিতাপাট বা সাদাপাটের চাষ হত এবং সেখানে পাট 'ওইমোয়া' নামে পরিচিত ছিল। এমতানুসারে চীনদেশ থেকেই ঘি নালিতা পাট বা সাদাপাট সর্বপ্রথম বাংলা তথা ভারতবর্ষে আসে।[১৮] আর পাট কখন থেকে বয়নযোগ্য আঁশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এটা জানা যায় যে, বাইবেল-লিখিত সময় থেকেই সব্জি হিসেবে পাটের চাষ হয়ে আসছে এবং তখন পাট জিউস মেলো (Jew's Mallow) বা দরিদ্রের খাদ্য বলে অভিহিত হত।[১৯] সুতরাং উপরোক্ত মতামত থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সর্বপ্রথম পৃথিবীর কোন স্থানে পাটের উৎপত্তি ও পাট চাষের প্রচলন হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও পাট চাষের ইতিহাস যে অতি প্রাচীন তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। উপরন্তু পাটের উৎপত্তি ও পাট চাষের প্রচলন পৃথিবীর যে অঞ্চলেই শুরু হোক না কেন, প্রাচীনকাল থেকেই যে বাংলায় পাট চাষ হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে *Marketing of Jute in East Pakistan* গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদ উক্ত গ্রন্থে বাংলায় পাট চাষের সময়কাল সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় পাট চাষ করা হয়।[২০] ১৮৭৩ সালে Bengal Jute Enquiry Committee গঠন করে পাট চাষ, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সরকার তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারের এ উদ্যোগ সফল করার লক্ষ্যে জেলা কমিশনারদেরকে পাট বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারের এ নির্দেশে সাড়া দিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার কমিশনার E. McDonell বাংলায় পাট চাষ সম্পর্কে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দেন এবং এ রিপোর্টের শুরুতে বাংলায় পাট চাষের সময়কাল সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "It would be difficult to say when *Koshtah* was first grown in this country, but we have every reason to believe that it has been used to a great extent for many centuries."[২১] ১৮৭৩ সালে হুগলী জেলার কালেক্টর বাংলায় পাট চাষের সময়কাল সম্পর্কে বলেন, স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলায় পাট উৎপন্ন হয়।

---

১৬. মতিলাল মজুমদার, *পূর্ব ভারতের ফসল*, (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ২৭৭।
১৭. বিশ্বকোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪।
১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।
১৯. মতিলাল মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭।
২০. Marketing of Jute in East Pakistan, *op, cit.*, P. 1.
২১. *Bundle No. 1, File No. 7, No. 25, Progs. For July 1873.*

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এ উৎপন্নের পরিমাণ ছিল সীমিত এবং তা প্রধানত গৃহকর্মের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত।[২২] প্রাচীনকালে রচিত মহাভারত ও মনুসংহিতায় পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে যা এতদাঞ্চলে পাট দ্রব্যের সুপ্রাচীন ব্যবহারের সাক্ষ্যবহ।[২৩] মনুসংহিতায় পাটের উল্লেখ সম্পর্কে কাজী মোহাম্মদ মিছের বলেন,

> "ভারতের প্রাচীন বাসিন্দা মনুষ্য জাতি পৌরাণিক মতবাদে বিশ্বাসী বেদ-পুরাণের অনুসারী হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানে, যাগ-যজ্ঞাদিতে দেশী উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভিন্ন বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহারের রীতি নেই। দেশজ দ্রব্যাদি জিনিষপত্র ব্যবহার করিতে তাহারা গৌরব বোধ করিত। ... হিন্দুর ধর্মীয় ক্রিয়াদিতে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত দেখে সম্ভবতঃই মনে হয় এ দেশের প্রাচীন হিন্দুরা বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিত না। কেহ কেহ বৈদিক গ্রন্থে 'ক্ষৌম বসনে বসনা' ইত্যাদি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিবাহে ব্যবহৃত উক্ত ক্ষৌম বস্ত্রকেই রেশম বলিয়াছেন। পরবর্তী স্মৃতি-সাহিত্যে যেখানে ক্ষৌম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেখানে প্রাচীন টীকাকারেরা ক্ষৌম শব্দের অর্থ শণ নির্মিত বস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথর্ব্ব বেদীয় কৌশিক সূত্রে 'ক্ষৌমকীং বৈশ্যায়' অর্থাৎ বৈশ্যাকে ক্ষৌম নির্মিত মেখলা দিবে। এই ক্ষৌম শব্দ দেখে কেউ কেউ রেশম কল্পনা করেন। কিন্তু মনুসংহিতাকার স্বয়ং ঐ ক্ষৌম শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যাস্য শণতান্তবী' অর্থাৎ বৈশ্যের শণতন্ত্র মেখলা হবে। ক্ষৌম শব্দে পট্ট বস্ত্র বুঝায়, তবে এই পট্টবস্ত্রের অর্থ শণের পাট; রেশম নহে।"[২৪]

বস্তুত প্রাচীনকাল থেকে এদেশীয় লোকদের নিকট যদিও পাট পরিচিত ছিল, তারপরও এখন আমরা যাকে পাট বলি, তা প্রাচীনকালের লোকেরা জানত কিনা সন্দেহ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর মতে, প্রাচীনকালের হিন্দুরা শণ জানতেন এবং শণী, পাট তন্তি (এক প্রকার মোটা কাপড়ের নাম) প্রভৃতি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তাঁরা পাট ও শণের প্রভেদ বিশেষ জানতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হতেই পাট শব্দ তার বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে।[২৫] সুতরাং প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে পাটের চাষ এখনকার মত বিস্তৃত না হলেও ছিল যে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, নীহার রঞ্জনের মতে, প্রাচীন বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রশস্তশিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প। পাটবস্ত্র বা পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল এবং নানা উপলক্ষ্যে, বিশেষকরে পূজা, ব্রত, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারেরও খুব প্রচলন ছিল। আর পাটের কচিপাতা বা নালিতা শাক এখনকার মত তখনও বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ছিল।[২৬]

---

২২. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873,* P. 2.

২৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, অর্থনৈতিক ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৬।

২৪. কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস,* ১ম খন্ড, (ঢাকা : সৈয়দা হোসেনে আরা বেগম, ১৯৬৫), পৃ. ৩৭-৩৮।

২৫. বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫।

২৬. নীহার রঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বং), পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাপিডিয়ায়ও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, "প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে পাটের চাষ হয়ে আসছে। এক সময়ে এটি বাগানের উদ্ভিদ হিসেবে বিবেচিত হতো। তখন এর ব্যবহার ছিল সীমিত; কেবল পাতা সব্জি ও চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হত।"[২৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা তথা ভারতে পাটের চাষ হত। তবে এ চাষ ছিল সীমিত পরিসরে এবং তা সাধারণভাবে গৃহকর্মের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। এছাড়াও দরিদ্র লোকেরা নিজ গৃহে বসে পাটের মোটা কাপড় প্রস্তুত করে তা পরিধান করত। শুধু তাই নয়, প্রাচীন বাংলায় পাট চাষের যে জনপ্রিয়তা ছিল তার প্রমাণ মেলে 'পাটলীপুত্র নগর'[২৮] এর নামকরণ এবং সংস্কৃত কবিতার পংক্তিমালায় পাট বা পট্র শব্দের বহুল ব্যবহার দেখে। পাট চাষ ও পাটের উপর ভিত্তি করে নগর সৃষ্টি সম্পর্কে হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলীচরিতে বলা হয়েছেঃ

"করোটি কর্পরস্যান্তস্তস্যান্য স্মিংশ্চ বাসরে।
ন্যপতৎ পাটলাবীজং দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥
করোটিকর্পরং ভিন্দংস্তদীয়াদ্দক্ষিণাদ্ধনোঃ।
উদগতঃ পাটলীতরুর্বিশালোহয়মর্তুৎ ক্রমাৎ ॥
পাটলাদ্রুঃ পবিত্রোহয়ং মহামুনিকরোটিভূঃ।
একাবতারোহস্য মূলবীজশ্চেতি বিশেষতঃ ॥
তদত্র পাটলিতরোঃ প্রভাবমবলম্ব্য চ।
দৃষ্টাচাষনিমিত্তং চ নগরং সন্নিবেশতাম ॥
একো নৈমিত্তিকশ্চোচে সর্ব্বনৈমিত্তিকাজ্ঞায়া।
দাতব্যমাশিবাশব্দং সূত্রং পুরনিবেশনে ॥
প্রমাণং যুয়মিত্যুক্তা তান্নিমিত্তবিদো নৃপঃ।
অধিনগরনিবেশং সূত্রপাতার্থমাদিশৎ ॥
পাটলীং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা পশ্চিমাং তত উত্তরাম্।
ততোহ পি চ পুনঃ পূর্ব্বাং ততশ্চাপি হি দক্ষিণাম্ ॥

---

২৭. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

২৮. দ্রষ্টব্য, জৈণতিগর স্থবিরাবলীচরিতে উল্লেখ আছে, পুষ্পভদ্রপুরে পুষ্পকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তার পত্নীর নাম ছিল পুষ্পবতী। পুষ্পবতীর গর্ভে পুষ্পচুল ও পুষ্পচুলা নামে এক পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এই পুষ্পবতী জৈনাগম ভিন্ন আর সকলই কষ্টপ্রদ বলে শ্রাবকী ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে কতকগুলো শ্রাবকের সাথে গঙ্গাতীরে প্রয়াগ তীর্থে আসেন, এই তীর্থ দেবগন বিধান করেছিলেন। এ স্থানে গঙ্গাগর্ভে অন্নিকাপুত্রের দেহ পর্যবসিত হয়। তাঁর মস্তক মকরাদি জলজন্তু কর্তৃক নদীতীরে নীত হয়। কোন একদিন দৈবযোগে তাঁর এ মস্তকে পাটলাবীজ বা পাটের বীজ নিপতিত হয়, কিছুদিন পরে মাথার খুলি ভেদ করে এক পাটলা বৃক্ষের (পাটগাছ) উৎপত্তি হয়। এ পাটলা তরু (পাটগাছ) ক্রমে বিশাল হয়ে উঠে। কোন এক নৈমিত্তিক (ঋষী বা মুনিকায়) পাটলীতরুর প্রভাব অবগত হয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, এ স্থান নানা প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন হবে। রাজা উদায়ী (কুসুমপুর নগরের রাজা, পাটালীপুত্র নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বনাম) এটা জানতে পেরে ঐ পাটলাক্রম পূর্বদিক করে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ক্রমে একটি চতুরস্রপুর স্থাপন করেন। পাটলীবৃক্ষ হতে এ নগরের যাত্রা শুরু হয়েছিল বলে এ নগর পাটালীপুত্র নামে বিখ্যাত। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দেখুন, বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিবাশব্দাবধিং গত্বা তেহথ সূত্রমপাতয়ন্।
চতুরস্রঃ সন্নিবেশঃ পুরস্যৈবমভূত্তদা ॥
তত্রাঙ্কিতে ভূপ্রদেশে নৃপঃ পুরমকারয়ৎ।
তদভূৎ পাটলী নাম্না পাটলীপুত্রনামকম্ ॥"[২৯]
(হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলীচরিত ষ ১৭-১৮)

অর্থঃ কোন একদিন দৈবযোগে মস্তকে পটলা বীজ নিপতিত হয় এবং কিছুদিন পরে মাথার খুলি ভেদ করে এক পাটলা বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। কোন এক নৈমিত্তিক (ঋষী বা মুনিকার) পাটলীতরুর প্রভাব সম্পর্কে অবগত হয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, এ স্থান সকল প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন হবে। এটা জানতে পেরে রাজা সেখানে চাষাবাদ ও নগর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নগর তৈরীর উদ্দেশ্যে পাটলাক্রম পূর্বদিক করে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ক্রমে একটি চতুরস্রপুর স্থাপন করেন। পাটলাবৃক্ষ হতে এই নগরের উৎপত্তি বলে এই নগরের নাম রাখা হয় পাটলীপুত্র নগর। এছাড়াও প্রাচীনকালের বাংলা সাহিত্যে পাট সম্পর্কিত আরও অনেক কবিতা (পরিশিষ্ট -১.ক) রচিত হয়েছিল যা প্রমাণ করে ঐ সময় পাট চাষ বেশ জনপ্রিয় ছিল।

মধ্যযুগেও বাংলার পাট চাষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তিবাসী জ্যোতিরীশ্বর তাঁর *বর্ণরত্নাকর* গ্রন্থে 'মেঘ উদুম্বর', 'গঙ্গা-সাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'সিলহট' (শ্রীহট্টজাত), 'গাঙ্গেরী' প্রভৃতি পট্ট ও নেতবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[৩০] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ সুপ্রচুর। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকের প্রসিদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিত বিরচিত *শূন্যপুরাণ*, চর্তুদশ শতকের চণ্ডীদাস (বড়ু চণ্ডীদাস) বিরচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*, চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগের কবি বিদ্যাপতি বিরচিত *বৈষ্ণব পদাবলী*, সপ্তদশ শতকের মানিকরাম বিরচিত *ধর্মমঙ্গল* এবং অষ্টাদশ শতকের ভরতচন্দ্র বিরচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের বিভিন্ন পংক্তিমালায় পাট সম্পর্কে বিস্তর বিবরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মধ্যযুগেও পাট চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বস্তুত সাহিত্য হচ্ছে সমসাময়িক দর্পণস্বরূপ। সমসাময়িককালে যা কিছু জনপ্রিয়, যা কিছু ঘটে, যা কিছু উৎপন্ন হয় তাই সাহিত্যে স্থান পায়। মধ্যযুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মধ্যযুগেও পাট চাষ এবং পাটজাত দ্রব্য (পাটবস্ত্র, দড়ি প্রভৃতি) জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং একারণেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাট সম্পর্কিত অনেক জনপ্রিয় কবিতা (পরিশিষ্ট -১.খ) রচিত হয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পাট সম্পর্কিত কবিতাসমূহ প্রমাণ করে সমসাময়িক সময়ে পাট চাষ জনপ্রিয় ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ন্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কবি-সাহিত্যিকরাও পাট সম্পর্কে অসংখ্য কবিতা, প্রবাদ মালা প্রভৃতি (পরিশিষ্ট -১.গ) রচনা করেছেন। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রচিত পাট সম্পর্কিত

২৯. বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬।
৩০. নীহার রঞ্জন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

এসব কবিতা-পংক্তিমালা থেকে সমসাময়িক সময়ের সাধারণ মানুষ বিশেষত বাংলার কৃষক শ্রেণীর আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

যাহোক, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য সম্পর্কে কবিতা রচনা দেখে অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগে পাট চাষ ও পাটজাত দ্রব্য সাধারণ মানুষের নিকট বেশ জনপ্রিয় ছিল। মতিলাল মজুমদারের মতে, চতুর্দশ শতকের চন্ডীদাসের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও পাট থেকে প্রস্তুত 'পট্টবস্ত্র', 'পাটের থলে' প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩১] কামরুন্নেসা ইসলাম বলেন, মধ্যযুগের শেষ দিকে রচিত বাংলা সাহিত্যেও পাটজাত দ্রব্য, বিশেষ করে 'পাট-সাড়ী' সহ বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র উৎপাদনের নিদর্শন পাওয়া যায়।[৩২] এছাড়াও আইন-ই-আকবরী এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, মুগল আমলে পাট উৎপন্ন হত। তেসলিম চৌধুরীর মতে, মুগল আমলে বাংলার কৃষিপণ্যের মধ্যে পাটের স্থান ছিল বিশিষ্ট।[৩৩] একই কথা বলেছেন ইরফান হাবিবও। তাঁর মতে, মুগল আমলে যে পাট উৎপাদন হত তা স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করত। তিনি আরও বলেন, মুগল আমলে শুধুমাত্র বাংলায়ই নয়, বরং বাংলার বাইরে জাবতি প্রদেশ (Zabti Provinces) সমূহেও (লাহোর থেকে বিহার পর্যন্ত) পাট উৎপন্ন হত।[৩৪] মুগল আমলের শেষ দিকে অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করে। ইউরোপীয়রা এদেশে এসে পাট চাষ ও পাটজাত দ্রব্যের সাথে পরিচিত হয়। তবে ইউরোপীয়রা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমন করলেও প্রথম দিকে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেনি। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে বাংলার পাট ও পাটজাত দ্রব্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি হত এবং স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন পূরণ করত।

এমন কি উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি পাটের আবাদ ছিল অতিশয় সামান্য।[৩৫] অর্থাৎ পাট বাণিজ্যের ইতিহাস এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এদেশে পাটের উৎপাদন ও বাণিজ্যের সূচনা করে। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা তথা ইংরেজরা এদেশে আসার বহু পূর্বে প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও বাংলায় পাট চাষ হত। এম. মোফাখখারুল ইসলাম ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব থেকে বাংলায় পাট চাষ ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে বলেন, "From references in the Sanskrit texts of ancient times and medieval Bengali

---

৩১. মতিলাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭।

৩২. Kamrunnesa Islam, *Aspects of Economic History of Bengal, C. 400 - 1200 A.D.*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1984), P. 39.

৩৩. তেসলিম চৌধুরী, *মধ্যযুগের ভারত ঃ মুগল আমল ১৫২৬-১৭০৭*, (কলকাতা ঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬), পৃ. ৪২০-৪২১।

৩৪. Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India 1556-1707*, (New Delhi : Oxford University Press, Second Revised Edition, 1999), P. 46, 227.

৩৫. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

literature it is clear that jute had been grown, spun and woven in Bengal for many centuries prior to the establishment of British rule."[৩৬]

সুতরাং ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব থেকেই বাংলায় পাট চাষ এবং পাটজাতদ্রব্য উৎপাদন হলেও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমনকারী ইউরোপীয়রা এদেশে এসেই এদিকে নজর দেয়নি বা গুরুত্ব দেয়নি। অষ্টাদশ শতকে এসে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়রা সস্তায় থলে প্রস্তুতের জন্য শনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এরূপ বিকল্প কোন আঁশের সন্ধান করতে থাকে।[৩৭] ১৭৯১ সালে কলকাতায় শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের পরিচালক ও বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ রক্সবার্গ (Roxburgh) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজের দড়ির জন্য এবং সস্তায় থলে প্রস্তুতের জন্য ইউরোপীয় শনের পরিবর্তে বিকল্প আঁশ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের ভান্ডিতে নমুনা হিসেবে একশ টন কাঁচা পাট প্রেরণ করেন।[৩৮] অতঃপর দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে পাট রপ্তানি করা হয় এবং পাট থেকে যান্ত্রিকভাবে পাটজাত পণ্য সামগ্রী তৈরির নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ১৮৩২ সালে মেসার্স বেলফোর (Belfour) এবং মেসার্স মেলভেল (Melvelle) কোম্পানী সর্ব প্রথম সফলতার সাথে যন্ত্রের সাহায্যে পাট থেকে সুতা তৈরী করতে সমর্থ হয়।[৩৯] অবশ্য সফলতার সাথে পাট থেকে সুতা বের করা হলেও তা তুলনামূলকভাবে শক্ত ও অনমনীয় হওয়ায় যান্ত্রিকভাবে তা দিয়ে পণ্য উৎপাদনে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং তখন প্রধানত মোটা এক প্রকার দ্রব্যসামগ্রী (Coarsest goods) তৈরীতে পাটের আঁশ ব্যবহৃত হয়।[৪০] ১৮৩৮ সালে তৈল ও পানি মিশিয়ে পাটের আঁশের সুতা নরম ও ব্যবহার উপযোগী করার মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয় এবং বাজারে বিক্রয় উপযোগী পণ্য তৈরী শুরু হয়।[৪১] মতিলাল মজুমদার এর মতে, "ভান্ডির শন কলগুলিকে সংস্কার করে পাটের আঁশ থেকে বস্ত্রাদি প্রস্তুতের উপযোগী করা হয়।"[৪২] এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে পাটের উপর নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে ইউরোপীয় শনের চেয়ে ভাল মনে হওয়ায় তাত সরকার শনের পরিবর্তে পাট দিয়ে কফির জন্য প্রয়োজনীয়

---

৩৬. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute cultivation in Unidivided Bengal,' *op. cit.*, P. 2.

৩৭. মতিলাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭।

৩৮. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934* , Vol. I, P. 5; A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal 1900-1939*, (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1982), P. 157; শেখ মাকসুদ আলী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর ঢাকা (প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক ইতিহাস)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৩), পৃ. ১৯৩; মতিলাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭।

৩৯. A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op. cit.*, P. 157.

৪০. Vera Anesty, *The Economic Development of India*, (London : Longmans, Green & Co., 1929), P. 279.

৪১. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934* , Vol. I, P. 5; A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op. cit.*, P. 157.

৪২. মতিলাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাগ তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৩] অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে যন্ত্রের মাধ্যমে গুনগত মানের পণ্য উৎপাদনের উপাদান (কাঁচামাল) হিসেবে পাট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ. জেড. এম. ইফতিখার-উল-আউয়াল বলেন, "The Dutch Government specified bags made of jute instead of flax for moving their East India coffee. This helped to establish jute in the eyes of the cloth and bag manufacturers and gave a fresh impetus to the industry."[৪৪]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীতে বাংলা একচেটিয়াভাবে পাট উৎপাদন করে। এর পেছনে প্রাকৃতিক কারণ ছিল সর্বপ্রধান। বস্তুত কৃষিপণ্য চাষের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ করে মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি এবং আবহাওয়া তথা বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাট একটি কৃষিপণ্য। স্বাভাবিকভাবেই পাট চাষের ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষিপণ্য হিসেবে পাট প্রধানত উষ্ণমণ্ডল ও উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় বিভিন্ন জলবায়ুর পরিবেশে উৎপন্ন হয়।[৪৫] Geo. G. Chisholm তাঁর *Handbook of Commercial Geography* গ্রন্থে বলেন, পাট প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের দেশসমূহ, যেমন ভারত, চীন, সিরিয়া, সিলন ও মিশরে উৎপন্ন হয়।[৪৬] ১৯৬৮ সালে লন্ডন থেকে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের উদ্যোগে প্রকাশিত *Industrial Fibres* শিরোনামের একটি গ্রন্থে বলা হয় ভারতবর্ষের বাংলা, বিহার ও আসাম এবং ভারতবর্ষের বাইরে নেপাল, থাইল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, বার্মা, চীনের হুনান (Hunan), কিয়াংসি (Kiangsi), ফুকিয়েন (Fukienn) ও চেকিয়াং (Chekiang) প্রদেশ, তাইওয়ান ও ব্রাজিলের অংশ বিশেষে পাটের চাষ করা হয়।[৪৭] তবে ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাট চাষের প্রচেষ্টা চললেও বাংলা তথা ভারত ছাড়া অন্যসব অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট চাষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি এবং বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা পাট চাষের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেনি। এ থেকে আমরা বলতে পারি যে, চীন, সিরিয়া, সিলন, মিশর, আমেরিকা, ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দো-চীন, ফরমোজা, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, নেপাল ও বার্মাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাট চাষের প্রচেষ্টা

---

৪৩. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 4.

৪৪. A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op. cit.*, P. 158.

৪৫. Industrial Fibres, *op, cit.*, P. 168; বাংলাপিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

৪৬. O. J. R. Howarth, *A Commercial Geography of the world : The Oxford Geographies*, (London : Oxford Clarendon Press, 1921), P. 71; Geo. G. Chisholm, *op, cit.*, P. 196.

৪৭. Industrial Fibres, *op. cit.*, P. 168.

Dhaka University Institutional Repository

চলেছে অথবা পাটের চাষ হত, কিন্তু লাভজনক না হওয়ায় চাষ বন্ধ করে দিয়েছে।[৪৮] Mr. Halsey বলেন, আমেরিকার বিভিন্ন অংশে পরীক্ষামূলকভাবে পাট চাষের প্রচেষ্টা চলেছে কিন্তু সফল হয়নি।[৪৯] একইভাবে ইন্দো-চীন এবং ফরমোজায়ও পাট চাষের চেষ্টা চলেছে কিন্তু সফল হয় নি, এমন কি সামান্য পরিমাণে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করতেও ব্যর্থ হয়।[৫০] বার্মায় পাট চাষের প্রচেষ্টা চলেছে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে সফল হয়নি। কারণ প্রথমত, গুণগতমানের পাট উৎপাদনে ব্যর্থ হয় এবং দ্বিতীয়ত, খরচ অতিরিক্ত হওয়ায় পাটের চাষ বন্ধ করে দিতে হয়েছে।[৫১]

সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাট চাষের প্রচেষ্টা চললেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়া উপযোগী না হওয়ায় ভারতের বাইরে পাট চাষ সফল হয়নি। এমনকি ভারতের সব অঞ্চলেও পাট চাষ সফল হয়নি। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, সিন্ধুসহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট চাষের প্রচেষ্টা চললেও সফল হয়নি। কারণ প্রথমত, উৎপাদন ছিল যৎসামান্য এবং দ্বিতীয়ত, খরচ ছিল অতিরিক্ত।[৫২] Dr. Royle উত্তর ভারতে পাট চাষ সফল না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, উত্তর ভারতে যে পাট উৎপন্ন হত তার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৪-৫ ফুট, যেখানে বাংলার পাটের দৈর্ঘ্য ছিল ১২ ফুট, প্রধানত একারণেই উত্তর ভারতে বাণিজ্যিকভাবে পাটের উৎপাদন লাভজনক ছিল না।[৫৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি এবং বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার পার্থক্যগত কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাট চাষের প্রচেষ্টা চললেও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে ব্যর্থ হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে পৃথিবীর পাট উৎপাদন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল কোথায় এবং এ অঞ্চলের মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য কি ছিল, যার ফলে শুধুমাত্র এ অঞ্চলেই পাট চাষ সফল হয়েছিল? ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত *The Imperial*

---

৪৮. *Bundle No. 1, File No. VII. No. 15, progs. For April 1873*, P. 1; *Bundle No. 1, File No. VII, No. 15, Progs. For April 1873*, P. 3; The Encyclopedia American, *op, cit.*, P. 246; Industrial Fibres, *op, cit.*, P. 168; M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 2; Geo. G. Chisholm, *op, cit.*, P.196; O. J. R. Howarth, *op, cit.*, P. 71; Karl J. Pelzer, *Population and Land Utilization : An Economic Survey of the Pacific Area*, Part I, (New York : Institute of Pacific Relations, International Secretariat and Publications Office, 1941), PP. 57, 74; বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪-১২৬; বাংলাপিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬; ঢাকা প্রকাশ, ২ এপ্রিল ১৯৩৯ (১৯ চৈত্র ১৩৪৫), পৃ. ৫।

৪৯. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 15, Progs. For April 1873*, P. 1.

৫০. Karl J. Pelzer, *op, cit.*, pp. 126, 135.

৫১. বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৫৩. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873*, P. 3.

Dhaka University Institutional Repository

Gazetteer of India গ্রন্থে পৃথিবীর বৃহত্তম পাট চাষ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়, "The tract in North and East Bengal which lies between 23^0 and 26^0 $30^/$ N. and 88^0 and 91^0 E. is by far the largest jute-growing area in the world."[৫৪]

বস্তুত ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই পৃথিবীর পাট উৎপাদন অঞ্চল হিসেবে ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ বিশেষত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম পরিচিত। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণের উল্লেখ করে ১৯২৮ সালে গঠিত Royal Commission on Agriculture in India এর একটি রিপোর্টে বলা হয়, পাটের চাষ শুধুমাত্র বাংলাতেই নয়, বাংলা ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামেও পাটের চাষ করা হয়ে থাকে।[৫৫] তবে J. Coatman এর মতে, পৃথিবীর মোট উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮৫ ভাগ পাটের চাষ হয় বাংলায় এবং বাকি অংশের চাষ হয় বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং যুক্তপ্রদেশের গাঙ্গার এলাকায়।[৫৬] ১৯৩৪ সালে গঠিত Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee) এর রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্য এবং আসামে পাটের চাষ করা হয়, এর মধ্যে এক বাংলাতেই শতকরা ৯০ ভাগ পাট উৎপন্ন হয়।[৫৭] প্রায় একই ধরণের মন্তব্য করেন সুনীল সেন। তাঁর মতে, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যায় সামান্য কিছু পাট উৎপাদন হলেও মূলত পাট হল বাংলার একচেটিয়া ফসল। তিনি আরও বলেন শুধু তাই নয়, পাট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হল বাংলা বিশেষ করে পূর্ববাংলা এবং এই পূর্ববাংলাতেই পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ পাট উৎপন্ন হয়।[৫৮] একইভাবে এম. আজিজুল হক উল্লেখ করেন, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, কুচবিহার এবং ত্রিপুরা রাজ্যে সামান্য কিছু পাটের আবাদ হলেও পাটের আবাদ প্রধানত বাংলাতেই একচেটিয়াভাবে হয়ে থাকে। তবে তিনি এও বলেন যে, এতদভিন্ন দুনিয়ার অন্য কোথায়ও পাটের আবাদ হয় না।[৫৯] যাহোক, পাট চাষের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অধিকাংশের মত হল এই যে, ভারত বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ বাংলা তথা পূর্ববাংলা

---

৫৪. *The Imperial Gazetteer of India*, Bareilly to Berasia, Vol. VII, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : Oxford Clarendon Press, New Edition, 1908), P. 246; *Imperial Gazetteer of India*, Bengal, Provincial Series, Vol. I, (Calcutta : Superintendent of Government Printing, 1909), P. 60.

৫৫. *Royal Commission on Agriculture in India* : Abridged Report, (Bombay : Government Central Press, 1928), P. 609.

৫৬. J. Coatman, *India in 1928-29* : Political, Social and Economic Developments (A Statement prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V, Chap. 61), Vol. XI, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 91.

৫৭. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Finlow Committee), 1934, Vol. I, P. 3.

৫৮. ছায়া দাশগুপ্ত (অনুবাদিকা), *ভারতে কৃষি সম্পর্ক ১৭৯৩-১৯৪৭*, (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃ. ৬১।

৫৯. এম. মোফাখখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলার কৃষক*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পৃথিবীতে একচেটিয়াভাবে পাট উৎপন্ন করে।[৬০] ভৌগোলিক অবস্থা উল্লেখপূর্বক ভারত বিশেষ করে বাংলায় পৃথিবীর সিংহভাগ পাট উৎপাদনের কারণ সম্পর্কে O. J. R. Howarth বলেন, "This is essentially product of the lands of Indian type, or more narrowly, of India itself, which supplies the best quality. Hot and moist conditions are required. The plant is an annual, and too heavy rain in the early stages of growth is bad for it, but stands flooding, and is grown on alluvial lands, as in Bengal, where the crop is not liable to be spoiled by long drought."[৬১]

ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়ার পার্থক্যগত কারণে এক এক ধরণের কৃষিপণ্য এক একটি এলাকায় উৎপন্ন হয়। অন্যান্য কৃষিপণ্যের ন্যায় পাট চাষের উপযোগী মৃত্তিকা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা থাকার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাট চাষের প্রচেষ্টা চললেও শুধুমাত্র বাংলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাটের চাষ করা সম্ভব হয়। E. G. R Taylor এবং Dudley stamp বলেন, গাঙ্গেয় বদ্বীপের মৃত্তিকার সুবিধার জন্যই ভারত বিশেষ করে বাংলায় একচেটিয়াভাবে পাটের চাষ সম্ভব হয়েছিল এবং শুধুমাত্র তা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

---

৬০. L. Dudley stamp, *An Intermediate Commercial Geography* : The Economic Geography of the Leading Countries, Part II, (London : Longmans, Green & Co., Fourth Edition, 1934), P. 551; E. G. R. Taylor, *Production and Trade* : A Geographical Survey of all the Countries of the World, (London : George Philip & Son Ltd., 1930), P. 261; Royal Commission on Agriculture in India, *op. cit.*, P. 631; L. F. Rushbrook Williams, *India in 1920* : Political, Social & Economic Developments (A Report Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap, 61), Vol. III, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 107; L. F. Rushbrook Williams, *India in 1921-22* : Political, Social & Economic Developments (A Report Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. IV, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 136; L. F. Rushbrook Williams, *India in 1924-25* : Political, Social & Economic Developments (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. VII, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 190; L. F. Rushbrook Williams, *India in 1925-26* : Political, Social & Economic Developments (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. VIII, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 277; J. Coatman, *India in 1927-28* : Political, Social & Economic Developments (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. X, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 108; *India in 1931-32*: Political, Social & Economic Developments (A Staement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XIV, (Delhi : Anmol Publications, 1985), P. 95; George Patterson, *Geography of India : Physical, Political and Commercial*, Part II, India in Provinces and States, (London : The Christian Literature Society for India, 1909), P. 14.

৬১. O. J. R. Howarth, *op. cit.*, P. 71.

Dhaka University Institutional Repository

ছিল।[৬২] ভৌগোলিকভাবে অবস্থানগত কারণেই গাঙ্গেয় বদ্বীপের মৃত্তিকা উর্বর শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সুবাদে এখানে পাটের লম্বা গাছ উৎপন্ন হয় যা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন লাভজনক ছিল এবং একারণেই পৃথিবীর $\frac{৯}{১০}$ অংশ পাট বাংলায় উৎপন্ন হয়।[৬৩] Lionel W. Lyde এর মতে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলা নদীমার্তৃক দেশ এবং একারণে বাংলায় উন্নতমানের পাটের চাষ সম্ভব হয়েছে।[৬৪] এম. মোফাখখারুল ইসলাম ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়ার সুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেন, "Jute was virtually a monopoly of Bengal. The humid Climate and the rich delta lands of the Brahmaputra and Ganges create favorable conditions for the extensive cultivation of the crop in this province."[৬৫]

সুতরাং আমরা একথা বলতে পারি যে, মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি এবং বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার সুবিধার কারণে শুধুমাত্র বাংলা পাট চাষের উপযোগী ছিল এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট উৎপন্ন হয়েছে। অন্যদিকে মৃত্তিকা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা উপযোগী ছিল না বলেই বাংলার বাইরে পাট চাষের প্রচেষ্টা চলেছিল বটে, কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনে সফল হয়নি। এ সম্পর্কে C.H. Grant বলেন, "The Greeks used the plant, but not for its fibre. It grows chiefly in India, and attempts to grow it elsewhere, as in America and in Egypt, have not hitherto been very successful. The climate for it must be hot and moist, with a fair amount of rain, but not too much at the beginning of the period of growth, and Eastern and Northern Bengal satisfy these conditions admirably."[৬৬]

অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলার মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি পাট চাষের উপযোগী ছিল। গঠনগত দিক থেকে বাংলার মৃত্তিকা প্রধানত চার শ্রেণীর। যথাঃ

(১) এঁটেল মাটি (Clay soil),
(২) দো-আঁশ মাটি (Loamy Soil),
(৩) বেলে মাটি (Sand Soil) এবং

---

৬২. E. G. R. Taylor, *op. cit.*, P. 261; L. Dudley Stamp, Part II, *op. cit.*, P. 551.
৬৩. L. Dudley Stamp, *An Intermediate Commercial Geography* : Commodities and World Trade, Part I, (London : Longmans, Green and Co., Fifth Edition, 1934), P. 182.
৬৪. Lionel W. Lyde, *A Short Commercial Geography*, (London : A. & C. Black Ltd., Fifth Edition, 1919), P. 201.
৬৫. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal,' *op. cit.*, P. 2.
৬৬. C.H. Grant, *Commercial Geography*, (London : sir Isaac Pitman & sons Ltd.), P. 98.

Dhaka University Institutional Repository

(৪) ল্যাটারাইট মাটি (Laterite Soil).[৬৭]

মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এঁটেল মাটি, দো-আঁশ মাটি ও বেলে মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু ল্যাটারাইট মাটি পাট চাষের উপযোগী নয়। চাষাবাদের দিক থেকে অন্যান্য দেশের মত বাংলার মৃত্তিকা চার শ্রেণীভুক্ত হলেও গাঙ্গেয় বদ্বীপের নদীমার্তৃক দেশ হিসেবে বাংলার মৃত্তিকার প্রায় সবই পলিমাটি (Alluvial) শ্রেণীর অন্তর্গত।[৬৮] পলিমাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এ মাটিতে পর্যাপ্ত ও উন্নতমানের ফসল উৎপন্ন হয়। কারণ এ মাটি অন্যান্য শ্রেণীর মাটি থেকে ভিন্ন। ১৯২৮সালে গঠিত Royal Commission on Agriculture in India এর রিপোর্টে বলা হয়, "Alluvial soils can, as a rule, be irrigated with great advantage and, with a moderate and well distributed rainfall, are capable of growing a wide variety of crops as the depth of the soil secures great fertility. The amounts of nitrogen and organic matter in these soils vary but are usually low. Potash is adequate and phosphoric acid, though not plentiful, is generally less deficient than in other Indian soils."[৬৯]

গঠনগত দিক থেকে বাংলার পলিমাটি আবার দুই শ্রেণীর। যথাঃ

(১) পুরাতন পলিমাটি (Old Alluvium) এবং

(২) নতুন পলি মাটি (New Alluvium)।[৭০]

পুরাতন পলিমাটির রং লালচে এবং তা নতুন পলিমাটি থেকে ভিন্ন। পুরাতন পলিমাটিতে চুন ও ফসফেট নামক পদার্থের পরিমাণ কম, কিন্তু পটাশ নামক ক্ষার পদার্থ বেশি থাকে এবং অত্যন্ত অম্লরসাক্ত।[৭১] মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুরাতন পলি মাটির তুলনায় নতুন পলি মাটি পাট চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

---

৬৭. Royal Commission on Agriculture in India, *op. cit.*, PP. 70-73; Wazed Ali, *op. cit.*, P. 50; শ্রী সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, *জমি ও চাষ*, (কলিকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫২ বং), পৃ. ৩৬।

৬৮. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1902), PP. 44-88; *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1913), PP. 74-108; Royal Commission on Agriculture in India, *op. cit.*, P. 72; George Patterson, *op. cit.*, P. 13; শ্রী সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

৬৯. Royal Commission on Agriculture in India, *op. cit.*, P. 73.

৭০. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, PP. 44-88; *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, PP. 74-108; শ্রী সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

৭১. শ্রী সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবার অঞ্চল (ecological zones) ভিত্তিক মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলার মৃত্তিকা অঞ্চলকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. পুরাতন বদ্বীপ (Old Delta) অঞ্চল ঃ পুরাতন বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, মিদনেপুর, বাঁকুড়া, বীরভুম, হুগলী, হাওড়া, ছোটনাগপুর প্রভৃতি জেলাসমূহ এবং মধ্য বাংলায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলাসমূহ। এ অঞ্চল প্রধানত পলি ও ল্যাটারাইট শ্রেণীর মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এবং অধিকাংশ অঞ্চল উর্বর হওয়ায় ফসল উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী ।

২. নতুন বদ্বীপ (New Delta) অঞ্চল ঃ নতুন বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হল পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাসমূহ। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানত নতুন পলি দ্বারা গঠিত।

৩. গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্রের দোয়াব (Ganges-Brahmaputra Doab) অঞ্চল ঃ গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্রের দোয়াব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হল উত্তরবঙ্গের দর্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদাহ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি জেলাসমূহ। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানত পুরাতন পলি দ্বারা গঠিত।[৭২]

অর্থাৎ বাংলায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল তথা এক জেলা থেকে অন্য জেলার মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। কৃষিপণ্য হিসেবে পাট চাষের ক্ষেত্রে এই অঞ্চল ভিত্তিক মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা যায় এর উপর নির্ভর করেই পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, মিদনেপুর জেলার পূর্বাংশ এবং বাকুড়া জেলার একটি ছোট অংশের মৃত্তিকা পলি এবং উর্বর শ্রেণীর।[৭৩] এখানে পাট চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল। অন্যদিকে বর্ধমান ও মিদনেপুর জেলার পশ্চিমাংশ, বীরভুম ও বাকুড়া জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ল্যাটারাইট মৃত্তিকার শ্রেণীভুক্ত।[৭৪] হুগলী ও হাওড়া জেলার

---

৭২. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, PP. 44-82; *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, PP. 82-108; *Census of India 1921*, Bengal, Report, Vol. V, Part I, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923), PP. 58-76; Royal Commission on Agriculture in India, *op. cit.*, PP. 72-74; Sugata Bose, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Great Britain : Cambridge University Press, 1986), PP. 38-39.

৭৩. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, PP. 44, 46, 47; *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, PP. 82, 85, 86; Wazed Ali, *op. cit.*, P. 51.

৭৪. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 44-47; *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, PP. 82-86; Wazed Ali, *op. cit.*, P. 51.

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্তিকা উর্বর কিন্তু সম্পূর্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকা দো-আঁশ শ্রেণীর নয়। এখানে সামান্য পরিমাণে পাটের চাষ করা হয়।[৭৫] এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের ছোট নাগপুর জেলার মৃত্তিকা শিলা শ্রেণীর (Rocky) এবং পাট চাষের জন্য অনুপযোগী ছিল।[৭৬]

মধ্যবাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাংশ পলি দ্বারা গঠিত এবং উর্বর, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ ল্যাটারাইট মৃত্তিকার শ্রেণীভুক্ত।[৭৭] পুরাতন বদ্বীপের নদীয়া জেলার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই বেলে মাটি দ্বারা গঠিত এবং ভূমি উর্বর হওয়ার পাট উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী।[৭৮] যশোর জেলার পুরাটা অংশের মৃত্তিকাই উর্বর, কিন্তু উর্বর হলেও সম্পূর্ণ অংশের মৃত্তিকা দো-আঁশ নয়।[৭৯] তারপরও এখানে পাটের চাষ বেশ লাভজনক ছিল। ২৪ পরগণা জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চল বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকা বনভূমি দ্বারা পূর্ণ এবং এ জেলার মৃত্তিকা নতুন পলি শ্রেণীর অন্তর্গত।[৮০] এ জেলার একটি ছোট অংশে পাটের চাষ হয় এবং প্রধানত স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়াও সুন্দরবনের একটি ছোট অংশে সফলতার সাথে পাটের চাষ করা হয় বলে Mr. Morell উল্লেখ করেন।[৮১]

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অধিকাংশই পার্বত্য এলাকা এবং খুব ছোট একটি অংশ দো-আঁশ শ্রেণীভুক্ত।[৮২] জলপাইগুড়ি জেলার একটা বড় অংশ জুড়ে বনভূমি এবং চাষাবাদের জন্য খুব সামান্যই ব্যবহৃত হয়।[৮৩] মালদাহ জেলার মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত মহানন্দা নদী প্রবাহিত হওয়ার সুবাদে ভূমি উর্বর এবং এঁটেল মাটির শ্রেণীভুক্ত।[৮৪] দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশের মৃত্তিকা হালকা ছাই রঙের বেলে দো-আঁশ এবং দক্ষিনাংশের মৃত্তিকা শক্ত এঁটেল ও উর্বর মৃত্তিকার শ্রেণীভুক্ত। জেলার সর্ব দক্ষিণে বরেন্দ্র অঞ্চল অবস্থিত এবং এ এলাকার উঁচু অংশের মৃত্তিকা সাধারণভাবে অনুর্বর।[৮৫] নদী বিধৌত রংপুর জেলা পলি গঠিত

---

৭৫. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 48, 50; *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, P. 87.

৭৬. Wazed Ali, *op. cit.*, P. 51.

৭৭. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 54.

৭৮. *Ibid*, P. 53.

৭৯. *Ibid*, P. 56.

৮০. Wazed Ali, *op. cit.*, PP. 50-51.

৮১. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of the 24 Parganas and Sundarbans*, Vol. I, (London : Trubner & co., 1875), PP. 143. 326; L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : 24 Parganas*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1914), P. 4.

৮২. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 62.

৮৩. *Ibid*, PP. 11, 13.

৮৪. *Ibid*, P. 67.

৮৫. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 59; মুকুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : দিনাজপুর (বর্তমান দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১), পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

সমভূমি। জেলার ভূমি গঠনে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, করতোয়া ও ধরলা নদী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অসংখ্য নদী বিধৌত রংপুর জেলার মৃত্তিকা খুবই উর্বর শ্রেণীর এবং পাট চাষের বিশেষ উপযোগী।[৮৬] ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার পূর্বদিকে করতোয়া ও বাঙালী নদী প্রবাহিত হওয়ায় বগুড়া জেলার মৃত্তিকা পলি শ্রেণীভুক্ত। শুধু তাই নয় এখানকার পলিমাটি এতই উর্বর যে, বছরে দুই বা তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। এ সম্পর্কে J. N. Gupta বলেন, বগুড়া জেলার মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী এবং এতই উর্বর যে, পাট কাটার পর এখানে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে ধান উৎপাদন করা হয়।[৮৭] উত্তরবঙ্গে পাট উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত অন্যতম একটি জেলা হল পাবনা। পাবনা জেলার মৃত্তিকা নতুন পলি শ্রেণীভুক্ত।[৮৮] ১৯০১ সালের Census of India এর রিপোর্টে পাবনা জেলার মৃত্তিকা এবং জেলায় পাটের চাষ সম্পর্কে বলা হয়, "It thus receives the benefit of an annual deposit of silt from the Jamuna, but at the same time, when the floods subside, the water readily flows off and does not stagnate as it does further east. The climate is consequently far more healthy than that of the south western half of the district. Jute is the main crop and the people are very prosperous. Apart from the climate and the fertility of the soil, the variations in the population depend largely on fluvial action."[৮৯]

পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার মৃত্তিকা পুরাতন পলি শ্রেণীভুক্ত।[৯০] মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে এ দুই জেলার মৃত্তিকা এঁটেল, কিন্তু খুবই উর্বর শ্রেণীর। মৃত্তিকার বিশেষ উর্বরতার জন্য এখানে পাট চাষ লাভজনক ছিল এবং একারণে এ দুই জেলায় পাট প্রধান ফসল হিসেবে স্থান দখল করে।[৯১] ফরিদপুর জেলার মৃত্তিকা পলি দ্বারা গঠিত। ফরিদপুর জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে

---

৮৬. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 63; নূরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : রংপুর (বর্তমান রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০), পৃ. ৮৫।

৮৭. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, PP. 64-65; J. N. Gupta, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Bogra*, (Allahabad : The Pioneer Press, 1910), P. 58.

৮৮. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Pabna*, (Calcutta : The Bengal Secreteriat Book Depot, 1923), P. 48.

৮৯. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 66.

৯০. *Census of India 1921*, Bengal, Report, Vol. V. Part I, PP. 74, 76.

৯১. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, PP. 70-71, *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, P. 108; S. N. H. Rizvi (ed.), *East Pakistan District Gazetteers : Dacca*, Government of East Pakistan, Services and General Administration Department, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), P. 136.

পদ্মা নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে জেলার মৃত্তিকা উর্বর এবং পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।[১২] খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলাসমূহের উত্তরাংশ পলি দ্বারা গঠিত এবং উর্বর হওয়ায় পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। অন্যদিকে জেলাসমূহের অবশিষ্ট অংশ বিশেষ করে উপকূলবর্তী দক্ষিণাংশ ও দ্বীপসমূহের মৃত্তিকা লবণাক্ত হওয়ায় চাষের অনুপযোগী।[১৩] উপরন্তু বাখরগঞ্জ জেলায় ধানের প্রাচুর্যহেতু কৃষকেরা পাট চাষে তুলনামূলকভাবে কম আগ্রহী ছিল।[১৪] পূর্ববঙ্গের মধ্যে পাট চাষের উপযোগী আরেকটি জেলা হল ত্রিপুরা। ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম পাশ দিয়ে মেঘনা নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে এ অংশের মৃত্তিকা বেলেমাটি দ্বারা গঠিত এবং জেলার পূর্বাংশ গভীর পলি শ্রেণীর বেলে ও এঁটেল মাটি দ্বারা গঠিত। পলি শ্রেণীর বেলে ও এঁটেল মাটি দ্বারা গঠিত ত্রিপুরা জেলা ফসল উৎপাদনের জন্য ছিল খুবই উর্বর এবং এ কারণে এখানে পাটের চাষ লাভজনক ছিল।[১৫] আর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার খুব সামান্য অংশ পলি দ্বারা গঠিত হলেও জেলার প্রায় সমগ্র অংশই ল্যাটারাইট মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এবং পাহাড় ও ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ফলে এখানে পাট চাষের জন্য উপযোগী নয়।[১৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই সার্বিকভাবে বাংলায় পাট চাষের উপযোগী ছিল। তবে এর মধ্যে জেলা ভেদে কম বেশী উৎপাদনের তারতম্য অস্বাভাবিক ছিল না। সুগত বসু জেলা ভিত্তিক মৃত্তিকার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলার প্রধান পাট চাষ অঞ্চল সম্পর্কে বলেন, "It was the rich alluvial tract of the upper Gange-Brahmaputra delta in Dacca, Mymensingh, Faridpur and Tippera, along with the Jamuna catchment area in Rangpur, Pabna and a part of Rajshahi further north that proved to be especially suitable for multiple cropping and emerged as the principal jute-growing districts of Bengal."[১৭]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন বাংলায় পাট চাষের মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি আবহাওয়া অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার গুরুত্বও কম ছিল

---

১২. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, PP. 72-73.

১৩. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, PP. 74-76; *Census of India 1921*, Bengal, Report, Vol. V, Part I, P. 58.

১৪. Md. Habibur Rashid (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Bakerganj*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dacca : Bangladesh Government Press, 1981), P. 87; মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ. লতিফ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার : বাখরগঞ্জ (বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার পুনর্বিন্যাসের পূর্ব বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৮৪), পৃ. ৬৮।

১৫. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 87.

১৬. *Ibid*, PP. 79, 81.

১৭. Sugata Bose, Agrarian Bengal, *op. cit.*, P. 39.

Dhaka University Institutional Repository

না। বস্তুত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন উপযোগী লম্বা পাট গাছ উৎপন্নের জন্য উর্বর পলি মাটির সাথে সাথে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, গুণগত ও পর্যাপ্ত পাট উৎপন্ন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে আবহাওয়া তথা বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার উপর।[৯৮] বিনয়ভূষণ চৌধুরী পাট চাষের উপর আবহাওয়ার গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "১৮৮১ সালে পাটের আবাদ বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়া ছিল অনুকূলে। ফলে সে বছর পাটের পচুর ফলন হয়। ঢাকা বিভাগে পূর্ববর্তী দশ বছরের তুলনায় সবচেয়ে বেশী ফলন হয়।"[৯৯] যাহোক, বাংলায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১৫০০ মি মি বা ততোধিক এবং পাট চাষের সময়কালীন মার্চ, এপ্রিল ও মে পর্যন্ত প্রতিমাসে সর্বনিম্ন ২৫০ মি মি যা পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।[১০০] উপরন্তু পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রাও বিদ্যমান ছিল। ওয়াজেদ আলীর মতে, পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার হার হল শতকরা ৭০ থেকে ৯০ ভাগ এবং প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার হার হল সর্বনিম্ন ৬০° ফারেনহাইট থেকে সর্বোচ্চ ১০০° ফারেনহাইট।[১০১] প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকায় বাংলায় পাট চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলায় পাট চাষের ক্ষেত্রে উর্বর পলি মাটি, প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় বাংলায় পাট চাষের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন পর্যাপ্ত পানির নিশ্চয়তা, কম মূল্যে সহজে জমির প্রাপ্যতা, সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা, সস্তায় শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা ইত্যাদি।[১০২] উপরোক্ত সুযোগসুবিধাবলীর উল্লেখ করে ১৮৭৩ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কমিশনার E. McDonell বলেন, "Our rural population who manipulate the fibre without the aid of hired labour, our low land-rent, plenty of water near our fields, with large rivers to carry away a bulky article, will possibly give Bengal advantages Possessed by no other country."[১০৩]

---

৯৮. Industrial Fibres, *op, cit.*, P. 168.

৯৯. বিনয়ভূষণ চৌধুরী, 'কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ', বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৩৬৪।

১০০. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬।

১০১. Wazed Ali, *op, cit.*, P. 51.

১০২. বিস্তারিত দেখুন, *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873*, PP. 1-5; *Bundle No. 1, File No. 7, No. 25, Progs. For July 1873*, P. 2-3;

১০৩. *Bundle No. 1, File No. 7, No. 25, Progs. For July 1873*, P. 3.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাট চাষের সম্প্রসারণ

বাংলায় পাট চাষের ইতিহাস প্রাচীন। তবে প্রাচীনকাল থেকে পাট চাষ হলেও এর ব্যাপ্তি ছিল সীমিত এবং তা প্রধানত গৃহস্থালীর প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলা যায় প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পাট চাষ ও তার উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটিভাবে এরকমই। তাই তখন পাটের তেমন কোন বাণিজ্যিক আকর্ষণ ছিল না। অষ্টাদশ শতকে এসে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে পাট থেকে পণ্য প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে এবং এর ফলস্বরূপ উনবিংশ শতকে এসে পাট থেকে সফলভাবে পাটজাত পণ্য প্রস্তুত শুরু হয়। অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাট চাষ ও উৎপাদন শুরু হয়। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি পাট চাষ ও উৎপাদন ছিল খুবই সামান্য। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাট গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং তখন থেকেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাট চাষ শুরু হয়।[১] একারণেই বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেন, 'পাট তুলনামূলকভাবে একটি নূতন ফসল এবং অর্থকারী ফসল হিসেবে এর আবির্ভাব ১৮৫০-এর মাঝামাঝি দিকে।'[২] এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় পাট চাষ হলেও একটি প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে পাটের আবির্ভাব ঘটে ইংরেজ শাসনামলে।[৩] সুতরাং বলা যায় বাংলায় পাট চাষের সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও ইংরেজ শাসন আমলেই বাণিজ্যিকভাবে পাটের উৎপাদন শুরু হয় এবং একটি প্রধান অর্থকারী ফসল হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে ইংরেজ শাসন আমলে বিশেষ করে উনবিংশ শতকের দ্বিতায়ার্ধে বাণিজ্যিকভাবে পাট চাষ শুরু হলেও এর চাষে প্রবৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি এবং অল্প সময়ের মধ্যে পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কাঁচা পাটের বাণিজ্যিকীকরণ তথা পাট রপ্তানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বর্দ্ধিত হয়। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৬০ এর দশকে কাঁচা পাটের রপ্তানিমূল্য ৪.১ মিলিয়ন থেকে ২০.৫ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়[৪] এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার পাট একটি শক্তিশালী অবস্থান করে নেয়। একারণেই সুগত বসু মন্তব্য করেন যে, পাটের মাধ্যমে বাংলার কৃষি অর্থনীতি বিশ্ব বাজারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়।[৫]

---

১. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal,' *op, cit.*, P. 2.

২. Binay Bhushan Chaudhuri, 'Commerciallization of Agriculture,' *History of Bangladesh 1704-1971*, Economic History, Vol. Two, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, Second Edition,1997), P. 315.

৩. এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' *ইতিহাস ঃ সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে...*, (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ২০০৪), পৃ. ১৪।

৪. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩।

৫. Sugata Bose, 'General Economic Conditions Under the Raj,' *History of Bangladesh 1704-1971*, Economic History, Vol. Two, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, Second Edition,1997), P. 93.

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য হিসেবে পাটকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ১৮৫৪-৫৬ সালের ক্রিমীয় যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রিমীয় যুদ্ধ পাটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং পাট সম্পর্কে বিশ্ববাসীর পূর্বধারণা তিরোহিত করতে সহায্য করে।[৬] কারণ দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ায় উৎপন্ন শন দিয়ে পরিবহনযোগ্য ব্যাগ ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য তৈরী হত। এতদিন ধরে ইউরোপসহ বিশ্ববাসীর ধারণা ছিল একমাত্র শন দিয়েই উন্নত মানের ব্যাগ তৈরী করা সম্ভব এবং এর বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় রাশিয়া শন রপ্তানি বন্ধ করে দেয়।[৭] এর ফলে ডান্ডির ব্যাগ উৎপাদনের মিলগুলি মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু ব্যাগ উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে পণ্য পরিবহনেও সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ সময় ডান্ডির মিল মালিকেরা ব্যাগ তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে শনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এরূপ বিকল্প কোন আঁশের সন্ধান করতে থাকে। পাটের জন্য এটা ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ। ১৮৫৪-৫৬ সালের ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় রাশিয়া থেকে শন সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ফলে ডান্ডির মিল মালিকেরা ব্যাগ তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে শনের পরিবর্তে পাটকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কেননা মিল মালিকেরা বুঝতে পারে শনের বিকল্প হিসেবে পণ্য উৎপাদনে পাট যথেষ্ট উপযোগী। উপরন্তু শনের তুলনায় পাট ছিল সস্তা এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষ বৃটেনের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে এখান থেকে পাট সরবরাহ ছিল নিশ্চিত। একারণেই ডান্ডির মিল মালিকেরা শনের পরিবর্তে ব্যাগ উৎপাদনের জন্য পাটকে বেছে নেয় এবং পাট আন্তর্জাতিক কৃষিপণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এভাবে পাট দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। ১৯৩৪ সালে গঠিত Jute Enquiry Committee (Finlow Committee) এর রিপোর্টে ক্রিমীয় যুদ্ধের কারণে পাটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়, "Having established itself, jute made steady progress in Dundee, and in the crimean war, which shut off all Russian flax supplies, jute became supreme."[৮]

পাটের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল ১৮৬১-৬৫ সালের আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। এ. জেড. এম. ইফতিখার-উল-আউয়াল বলেন, "The American civil war (1861-65) gave further impetus to the jute trade, for the supplies of American cotton was much restricted and

---

৬. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 4.

৭. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873*, P. 5; *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934*, Vol. I, P. 5; M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 4; A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op, cit.*, P. 158; Vera Anstey. *op, cit.*, P. 279; Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India c. 1757 - c. 1970*, vol. 2, (Great Britain : Cambridge University Press, 1983), P. 325.

৮. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934* , Vol. I, P. 5-6.

Dhaka University Institutional Repository

consumers had to make use of jute."[৯] ১৯৩৪ সালে গঠিত Jute Enquiry Committee (Finlow Committee) এর রিপোর্টে বলা হয়, প্যাকিং সামগ্রী উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে পাটকে দৃঢ় করতে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[১০] এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পুনর্বার পাটের অবস্থান শক্তিশালী করতে অর্থাৎ পাটকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।[১১] সুতরাং আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) পাটের অবস্থান আরও শক্তিশালী করে এবং পৃথিবীর প্যাকিং সামগ্রীর মধ্যে চটের তৈরী কাপড় সবার উপরে স্থান পায়।[১২]

বস্তুত ১৮৫৪-৫৬ সালের ক্রিমীয় যুদ্ধ এবং ১৮৬১-৬৫ সালের আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পাটকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এ. জেড. এম. ইফতিখার-উল-আউয়াল বলেন, "In both these cases, the industry acquired new users who did not return to flax or cotton when it was again possible to get supplies of the fibres. The main reason for this permanent change over to jute seems to have been its comparative cheapness as a wrapper to other fibres in use."[১৩] যাহোক, এ দু'টি ঘটনার পর পাটজাত সামগ্রী এত জনপ্রিয়তা পায় যে, ডান্ডিতে অনেকগুলি পাটকল গড়ে উঠে। পাশাপাশি আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, ইতালী, স্পেন এবং ব্রাজিলেও অসংখ্য পাটকল প্রতিষ্ঠা পায়।[১৪] এভাবে পাটজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং অসংখ্য পাটকল প্রতিষ্ঠার কারণে বাংলা থেকে কাঁচাপাট রপ্তানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৩৮/১৮৪৩ থেকে ১৮৬৮/১৮৭৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাঁচাপাট রপ্তানি ৪১ গুণ বৃদ্ধি পায়।[১৫]

আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবেও কাঁচা পাটের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলা থেকে রপ্তানীকৃত কাঁচা পাট দিয়ে প্রধানত ডান্ডির পাটকলগুলিতে পণ্য সামগ্রী তৈরী করে ইংল্যাণ্ড সহ অন্যান্য দেশে সরবরাহ করা হত। ফলে কিছু দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ী মনে করেন যে, কাঁচা পাট ডান্ডিতে রপ্তানি করে পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি এদেশেই পাটকল প্রতিষ্ঠা করে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে রপ্তানি করলে তুলনামূলকভাবে লাভ বেশি হবে। এ ধারণা থেকেই ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় বাংলার প্রথম পাটকল

---

৯. A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op. cit.*, P. 158.
১০. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934* , Vol. I, P. 6.
১১. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 4.
১২. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934* , Vol. I, P. 6.
১৩. A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op. cit.*, P. 158.
১৪. Md. Wazed Ali, *op. cit.*, P. 49.
১৫. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 4; Binay Bhushan Chaudhuri, 'Commerciallization of Agriculture,' *op. cit.*, P. 317.

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপিত হয়।[১৬] ১৮৫৫ সালে কলকাতায় প্রথম পাটকল স্থাপনের পর কারখানার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৩ সালে পাটকলের সংখ্যা ১২৫০ টি তাঁতসহ ৫টি থেকে ১৮৭৫ সালে ৩৫০০টি তাঁতসহ ১৩টিতে বৃদ্ধি পায়। আর ১৯৩৮-৩৯ সাল নাগাদ পাটকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৯,০০০ তাঁতসহ ১১০টি।[১৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলায় পাটকল প্রতিষ্ঠার পর তৈরীকৃত পাটজাত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির পাশাপাশি কিছু পরিমাণ পণ্য দেশের অভ্যন্তরেও ব্যবহার শুরু হয়। তবে রপ্তানিকৃত পণ্যের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। ১৮৭৩ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কমিশনার E. McDonell বাংলার লেফট্যানেন্ট গভর্ণরকে বাংলার পাট সম্পর্কে লিখিত বিবরণ (Memorandum on the Subject of Jute) দেবার সময় পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, বাস্তবতা হচ্ছে পাটের আন্তর্জাতিক রপ্তানি বা বাণিজ্যের থেকে বরং পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১৮] ১৯০১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে বাংলায় উৎপন্ন পাটের ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, আন্তর্জাতিক রপ্তানির পাশাপাশি পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয় বাংলায় মোট যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তার অর্ধেক রপ্তানি হয় এবং বাকি অর্ধেক দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত হয়।[১৯]

সুতরাং একদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ করে ডান্ডির পাটকলগুলিতে এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণভাবে অর্থাৎ কলকাতার পাটকলগুলিতে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাংলায় উল্লেখযোগ্য হারে পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটে। অর্থাৎ বাংলায় পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটে প্রধানত দু'টি কারণে, (১) বিদেশে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি এবং (২) অভ্যন্তরীণভাবে কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি।[২০] এ দু'টি কারণে পাট আন্তর্জাতিকভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাটজাত পণ্য সমাগ্রী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর ফলস্বরূপ বাংলায় পাট চাষের ক্ষেত্রে সূচিত হয় আমূল পরিবর্তন। সুতরাং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বাংলায় পাট চাষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে।

---

১৬. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Finlow Committee), 1934, Vol. I, P. 6; G. B. Jathar (et al.), *Indian Economics : A Comprehensive and Critical Survey*, Vol. Two, (London : Oxford University Press, 1941), P. 42; A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *op, cit.*, P. 157; Vera Anstey, *op, cit.*, P. 279; বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫; বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২; এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪; মজিদ্যান মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭; ছায়া দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০। উল্লেখ্য, ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে কলকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় বাংলার প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা করেন জর্জ অকল্যাণ্ড। আরও উল্লেখ্য, *বিশ্বকোষ* গ্রন্থ মতে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৪ সালে এবং *ভারতে কৃষি সম্পর্ক ১৭৯৩-১৯৪৭* গ্রন্থ মতে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে।

১৭. History of Bangladesh 1704-1971, Economic History, Vol. Two, *op, cit.*, P. 316; বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩।

১৮. *Bundle No. 7, File No. 7- No. 25, Progs. For July 1873*, P. 1.

১৯. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, P. 8.

২০. এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তবে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় পাট চাষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটলেও ঠিক কি পরিমাণ পাট চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা জানা দুষ্কর। কারণ এটা জানার জন্য প্রয়োজন পাট চাষের বছর ওয়ারী পরিসংখ্যান (Time series data)। কিন্তু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ তথা ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত সময়ের ক্রমানুসারে পাট চাষের বছর ওয়ারী পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। অবশ্য এর পরবর্তী সময় থেকে অর্থাৎ ১৮৯২ সাল থেকে পাট চাষের বছর ওয়ারী পরিসংখ্যান (পরিশিষ্ট- ২) পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত সময়ের বছর ওয়ারী পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও ঐ সময়ে বিশেষ বিশেষ জেলায় কি পরিমাণ পাট চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল সে সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। জেলা ওয়ারী প্রাপ্ত এসব খণ্ড চিত্র থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় পাট চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলা এবং কুচবিহার, আসাম ও নেপালে পাট চাষ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।[২১] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে) বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশী। একটি হিসেব থেকে দেখা যায় এ সময় শুধু পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে পাট চাষ বৃদ্ধি পায় রংপুরে ১৭৭%, ত্রিপুরায় ১৭৯%, ফরিদপুর ৫২৫%, ময়মনসিংহ ৫১৭% এবং রাজশাহীতে ৫১৪%। আর উনবিংশ শতকের শেষ ৩০ বছরে বাংলায় পাট চাষের জমির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এই বৃদ্ধি বিংশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় বিংশ শতকের প্রথম দিকে শুধু বাংলায় প্রতি বছর গড়ে ২০ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হত।[২২]

বিংশ শতকের পাট চাষের গতি প্রকৃতি থেকে দেখা যায় যে, ১৯০০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়ে পাট চাষের জমির পরিমাণ খুব সামান্য আকারে ০.৩% হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু প্রতি একরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ০.৪%। আর সার্বিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ০.২%।[২৩] অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পাট চাষের আওতায় জমির পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে পাট চাষের গতি প্রকৃতি (সারণি- ২) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিংশ শতকের প্রথম ১৫ বছরে (১৯০১-১৯১৫) পাট উৎপাদনের হারের সূচক ছিল উপরের দিকে। কিন্তু পরবর্তী ১০ বছরে (১৯১৫-১৯২৫) এই গতি হ্রাস পেতে থাকে।[২৪] পাট চাষের গতি হ্রাস পাওয়ার কারণ ছিল মূল্য পতন। যাহোক, পরবর্তী পাঁচ বছরে (১৯২৫-১৯৩০) পাটের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং এই প্রেক্ষাপটে পাট চাষেরও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে, এ সময় পাট চাষের সম্প্রসারণ সর্বোচ্চ সূচকে গিয়ে পৌঁছায়।[২৫] তবে ১৯২৫-২৬

---

২১. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 4.
২২. এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।
২৩. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 4.
২৪. *Ibid*, P. 5.
২৫. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

সালে পাটের মূল্য বৃদ্ধি সর্বোচ্চ সূচকে পৌছালেও পরের বছর থেকেই মূল্য পতন ঘটে এবং তা অব্যাহত থাকে। পাটের মুল্য পতনের এ সমস্যা বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন হয়। বিশ্বব্যাপী মহামন্দার শুরুতে বাংলার কৃষিপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য পতনের ফলে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। দীর্ঘদিন ধরে যে সব কৃষকেরা পাট চাষ করে

সারণি- ২ ঃ প্রতি ৫ বছরে পাট চাষহ্রাস বৃদ্ধির হার, ১৯০০-১৯৪৫

সময়	ভূমি	উৎপাদন
১৯০১ - ১৯০৫	১০০	১০১
১৯০৬ - ১৯১০	১০৩	১১৬
১৯১১ - ১৯১৫	১২৫	১২৮
১৯১৬ - ১৯২০	৯৭	১০৪
১৯২১ - ১৯২৫	৮৫	৯৩
১৯২৬ - ১৯৩০	১২৭	১২৫
১৯৩১ - ১৯৩৫	৮৬	১০৭
১৯৩৬ - ১৯৪০	১২০	১৩২
১৯৪১ - ১৯৪৫	৮৩	৯৮

উৎস ঃ পরিশিষ্ট ২।

কিছুটা হলেও সচ্ছল জীবনযাপন করে আসছিল, তাদের জীবনেও নেমে আসে চরম দারিদ্রতা। কারণ এ সময় পাটের মূল্য এত বেশি হ্রাস পেয়েছিল যে, কৃষকেরা পাট উৎপাদনের জন্য যে মূলধন খরচ করে, পাট বিক্রি করে সেই মূলধনও ঘরে তুলতে পারছিল না। বরং পাট চাষ করে কৃষকদের লোকসান হচ্ছিল। ১৯২৯-৩০ সালের Bengal Provincial Banking Enquiry Committee এর নিকট বঙ্গীয় সরকারের কৃষি ডিরেক্টরের পাঠানো একটি রিপোর্টে কৃষকদের পাট চাষে লোকসান সম্পর্কে বলা হয়,

> "এক একর জমিতে পাট চাষের জন্য একজন মানুষের ৮২ রোজ এবং একখানি লাঙলের ২৯ রোজের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। লাঙলের সঙ্গে একজন মানুষ ও একজোড়া বলদ ধরে নিতে হবে। মানুষের রোজ আট আনা এবং লাঙলের রোজ যদি দশ আনা ধরা হয় এবং এক একর জমিতে যদি ১৬ মণ পাট উৎপন্ন হয়, তাহলে মণ প্রতি উৎপাদন খরচ পড়ে প্রায় ৪ টাকা। এই হিসাবের মধ্যে জমির দাম বা খাজনা, ইউনিয়ন রেট, মহাজনের সুদ, সারের দাম বা অন্য কোনো খরচ

Dhaka University Institutional Repository

ধরা হয়নি। একর প্রতি গড় উৎপাদন যদি ১৪ $\frac{১}{২}$ মণ ধরা যায়, তাহলে মণপ্রতি খরচ পড়ে প্রায় ৪ টাকা ৪ আনা। খাজনা, রেট, কর, বীজ, সার ও জমির দাম যদি ধরা হয় এবং পাটের বাজারদর যদি মণপ্রতি ৫ টাকার কম হয়, তাহলে পাট চাষে লোকসান ছাড়া আর কিছু হয় না।"[২৬]

তবে এর অর্থ এ নয় যে, বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় শুধুমাত্র পাটের মূল্য পতন হয়েছিল এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে মূল্য স্বাভাবিক ছিল। বস্তুত মহামন্দার সময় পাট ছাড়াও অন্যান্য ফসল যেমন ধান, গম, ছোলা, তিসি, রাই, সরিষা, আখ, তামাক প্রভৃতির মূল্যেরও ব্যাপক হ্রাস ঘটেছিল। তবে অন্যান্য ফসলের তুলনায় পাটের অবস্থা একটু বেশি খারাপ ছিল। এক্ষেত্রে কাঁচা পাটের মূল্য প্রস্তুতকারক পাটজাত পণ্যের তুলনায় আরও অনেক বেশি খারাপ ছিল। অবশ্য এ সময় আউশ ও আমন ধানেরও মূল্য পতন ঘটে, তবে তার হার ছিল কম এবং তা খুব ধীর গতিতে।[২৭] অর্থাৎ অন্যান্য ফসলের তুলনায় পাটের মূল্যের অবস্থা বেশি খারাপ ছিল। অন্যদিকে কৃষকেরা দীর্ঘদিন ধরে পাটের উপর একটু বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। সাধারণত কৃষকেরা ধান ও অন্যান্য ফসলের আবাদ করে খাবার কাজ চালালেও পাট বিক্রি করে খাবার সঙ্কটের সময় ধান ক্রয়সহ পরিবারের অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়, খাজনা প্রদান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করত। কিন্তু পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনে কৃষকদের পূর্বের ন্যায় পাট বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। অর্থাৎ পাটের মূল্য পতনের কারণে সার্বিকভাবে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, পাট চাষ সীমিত করে অন্যান্য ফসলের চাষ বৃদ্ধি করতে পারলে কিছুটা হলেও কৃষকেরা রক্ষা পাবে। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু হয়। অর্থাৎ বিংশ শতকের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল পাট চাষ সীমিত করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

যদিও বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর পূর্বেই বাংলায় পাট চাষ সীমিত করার প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হয়। পাট চাষ সীমিত করার প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হলে কংগ্রেস নীতিগতভাবে এর পক্ষে অবস্থান নেয় এবং বিংশ শতকের বিশের দশকে পাট চাষ সীমিত করার লক্ষ্যে কংগ্রেস প্রচারণা শুরু করে। ১৯২৮ সালের শুরুতে কংগ্রেসের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু

---

২৬. এম. মোফাখখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলার কৃষক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২।

২৭. M. Mufakharul Islam, 'Bengal Agriculture During the Inter-War Depression', *The Unfinished Agenda : Nation-Building in South Asia*, (New Delhi : Manohar Publishers & Distributors, 2001), P. 512.

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পাট চাষ সীমিত করার উদ্দেশ্যে প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচারণা শুরু করেন।[২৮] ১৯২৮ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা প্রকাশে কংগ্রেসের পাট চাষ সীমিত করার প্রচারণা সম্পর্কে বলা হয়, "বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বাংলার পাট সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি এক ইস্তাহারে পাট চাষ প্রধান জেলা সমূহের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহকে পাট চাষ কমানর প্রয়োজনয়িতা সম্বন্ধে চাষীদের ভিতর অবিলম্বে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।"[২৯]

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের পাট চাষ সীমিত করার লক্ষ্যে প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল পাট চাষ সীমিত করতে পারলে পাটের চাহিদা থাকবে এবং এর ফলে কৃষকেরা পাটের ন্যায্য মূল্য তথা উচ্চমূল্য পাবে। আর পাট চাষ সীমিত না করলে অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের কারণে কৃষকেরা পাটের ন্যায্য মূল্য পাবে না। অর্থাৎ কৃষকেরা যাতে পাটের ন্যায্য মূল্য তথা উচ্চমূল্য পায় সে লক্ষ্যেই কংগ্রেস পাট চাষ সীমিত করতে প্রচারণা শুরু করে। ১৯২৮ সালের ২৫ মার্চ পাট চাষ সীমিত করতে কংগ্রেসের প্রচারণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঢাকা প্রকাশে বলা হয়, "সুভাষচন্দ্রের যুক্তি এই যেহেতু বহুলক্ষ গাঁট পাট উদ্বৃত্ত থাকিবে, চাহিদা অপেক্ষা পাট উৎপন্ন হইবে, পাটের দর কমিয়া যাইবে, সুতরাং হে চাষী পাট কমাও, বেশি দর পাইবে।"[৩০]

স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠে বিংশ শতকের বিশের দশকে কংগ্রেসের পাট চাষ সীমিত করার যুক্তিটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল? অর্থাৎ পাট চাষ সীমিত করলে কৃষকেরা পাটের উচ্চমূল্য পাবে যুক্তিটি কতটুকু যৌক্তিক ছিল? বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে যুক্তিটি আদৌ কি যৌক্তিক ছিল? উত্তরে বলা যায় কংগ্রেস কর্তৃক পাট চাষ সীমিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা ছিল বাস্তবভিত্তিক। কারণ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার উপর নির্ভর করত পাটের উচ্চ মূল্য ও নিম্ন মূল্য। ফলে অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পাটের মূল্য পতন হত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অতিরিক্ত উৎপাদন হলে বাজারের চাহিদা পূরণ শেষেও অবশিষ্ট পাট মহাজনের ঘরে অথবা পাট কলের গুদামে থেকে যেত। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণেই দেখা যায় তারা ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রয়োজনে তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পাটের ক্ষেত্রে দেখা যায় কৃষকেরা পাট ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দিলেও বাজারের চাহিদা পূরণ শেষে অবশিষ্ট পাট মহাজনের ঘরে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে

---

২৮. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 7.

২৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ মার্চ ১৯২৮ (১২ চৈত্র ১৩৩৪), পৃ. ৩। দ্রষ্টব্য, পাট চাষ সম্পর্কিত *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার প্রতিক্রিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩০. *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

কমমূল্যে ক্রয়কৃত পাট মিল মালিকদের গুদাম ঘরে সংরক্ষিত থেকে যায়। ফলে পরবর্তী বছরে এসে দেখা যায় পূর্বের বছরের সংরক্ষিত পাটের কারণে নতুন বছরের পাটের বাজার মূল্য অনেকটা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রেও মহাজনেরা এবং পাটকলের মালিকেরা পূর্বের ন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে। একারণেই কংগ্রেসের পাট চাষ সীমিত করার প্রচারণা যৌক্তিক ছিল।

বিংশ শতকের বিশের দশকে কংগ্রেসের পাট চাষ সীমিত করার প্রচারণা যদিও যৌক্তিক ছিল কিন্তু অনেকের মতে কংগ্রেসের প্রচারণা সর্বোতভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ উৎপাদন বেশি হলেই মূল্য পতন হয় এবং উৎপাদন কম হলে মূল্য বৃদ্ধি পায়, এ কথা সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। আজিজুল হকের মতে, "অনেকে মনে করেন যে, উৎপাদন কম বেশি হওয়ার কলেই পাটের মূল্য ওঠানামা করে থাকে; এবং উৎপাদন অতিরিক্ত হলেই দাম পড়ে যায়। প্রত্যেকটি কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনই বিভিন্ন বছরে কমবেশি হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশের কৃষি বর্ষা ও আবহওয়ার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল বলে এখানকার কমবেশি হওয়ার মাত্রাও একটু বেশি। পাটের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সমানভাবে প্রযোজ্য; তথাপি উৎপাদনের তারতম্যের তুলনায় পাটের মূল্যের তারতম্যের মাত্রা অনেক বেশি।"[৩১] অর্থাৎ বাংলায় পাট উৎপাদনের সঙ্গে পাটের মূল্যের তারতম্যের মাত্রা একটু বেশি ছিল। সারণি-৩ ও সারণি-৪ এ দেখা যায় যে অনেক সময় পাটের উৎপাদন কম হলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সময় উৎপাদন কম হলেও মূল্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরং মূল্য পতন হতে পারে। সারণি- ৩ থেকে দেখা যায় যে, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে বাড়তি উৎপাদনের সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মূল্য পড়ে যায়, কিন্তু পরের দু'টি ঘাটতি বছরে, অর্থাৎ ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে সেই অনুপাতে মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। আবার ১৯৩১ সালে ঘাটতি বছর হওয়া সত্ত্বেও ঐ সময় যে মূল্য ছিল, তা ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালের বাড়তি বছরের মূল্যের চেয়েও কম। একইভাবে ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের ঘাটতি বছরেও আনুপাতিক হারে মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ বিভিন্ন বছরের উৎপাদন ও ব্যবহারের তারতম্য লক্ষ করলে মূল্যের ওঠানামা হয়ত অনেকখানি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা যেতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে হারে ওঠানামা হয়েছে, তাকে আদৌ যৌক্তিক বলে গণ্য করা যাবে না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উৎপাদনের পরিমাণ মূল্যকে প্রভাবিত করলেও পাটের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিশেষ কারণ আছে, যার ফলে পাটের মূল্য তুলনামূলকভাবে সাধারণ মূল্যমানেরও নিচে নেমে যায়। অন্যদিকে সারণি- ৪ এ দেখা যায় যে, ১৯২২-২৩ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ এই ১৫ বছরে গড়পড়তা

---

৩১. এম. মোফাখখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলার কৃষক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩ ঃ পাটের বার্ষিক উৎপাদন, ব্যবহার, মূল্য এবং বাড়তি বা ঘাটতি

বছর	উৎপাদন লক্ষ বেলের হিসেবে	ব্যবহার লক্ষ বেলের হিসেবে	কাটার সময় প্রতি টনের মূল্য	উৎপাদনে ঘাটতি বা বাড়তি লক্ষ বেলের হিসেবে
১৯২২-২৩	৬৪	৮০	২৭৩ টাকা	- ১৬
১৯২৩-২৪	৯৪	৯৩	২৪৫ "	+ ১
১৯২৪-২৫	৯১	৯৮	৩২৭ "	- ৭
১৯২৫-২৬	৮৪	৯৪	৫১৮ "	- ১০
১৯২৬-২৭	১২৪	১০৮	২২৫ "	+ ২১
১৯২৭-২৮	১৩০	১০৬	২২৫ "	+ ২৪
১৯২৮-২৯	১০৫	১০৮	২৪৫ "	- ৩
১৯২৯-৩০	১০৯	১১২	২১৮ "	- ৩
১৯৩০-৩১	১০২	৮৪	৯৭ "	+ ১৮
১৯৩১-৩২	৬৬	৭৭	১১৬ "	- ১১
১৯৩২-৩৩	৮৮	৮৩	৯৫ "	+ ৫
১৯৩৩-৩৪	৮৭	৮৯	৯৫ "	- ২
১৯৩৪-৩৫	৯৮	৯৩	৯৫ "	+ ৫
১৯৩৫-৩৬	৮৬	৯৫	১১৪ "	- ৯
১৯৩৬-৩৭	১০৪	১১৩	১১৪ "	- ৯

উৎস ঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলার কৃষক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫।

বার্ষিক ৯৫ লক্ষ বেল পাট ব্যবহার করা হয়েছে এবং ৯৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ সময় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য হ্রাস পায় এবং তার ফলে পাটের চাহিদাও কমে যায়। কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ এ অবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও পাটের উৎপাদন শেষ পর্যন্ত বাজারের চাহিদার চেয়ে বেশি হয়নি। সুতরাং উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে পাটের মূল্য হ্রাস হয় বলে যুক্তি দেখানো হলেও তা সব সময় সঠিক নয়।

যাহোক, বিংশ শতকের বিশের দশকে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে বাংলায় পাট চাষ সীমিত করার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন শুরু হয় তা একই শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত হয় এবং দেশব্যাপী পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রচারণা শুরু

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪ ঃ পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার (লক্ষ বেলের হিসেবে)

বছর	মোট আনুমানিক উৎপাদন	অনুমানের চেয়ে কম বা বেশি উৎপাদন	চটকলের ব্যবহার	কলকতা ও চট্টগ্রাম থেকে রপ্তানি	স্বদেশে ব্যবহার	মোট উৎপাদন	মোট ব্যবহার	কাটার সময় প্রতি টনের মূল্য
১৯২২-২৩	৪২.২৬	+২১.৫২	৪৬.১৫	২৯.০২	৫	৬৩.৮৯	৮০.১৭	২৭৩ টাকা
১৯২৩-২৪	৬৯.৯৬	+২৩.৯১	৫০.০৪	৩৭.৭১	৫	৯৩.৮৭	৯২.৭৫	২৪৫ "
১৯২৪-২৫	৮০.৪৫	+১০.৬৬	৫৫.১৯	৩৮.২২	৫	৯১.১১	৯৮.৪১	৩২৭ "
১৯২৫-২৬	৭৮.৫১	+১৫.০০	৫৩.৪৪	৩৫.১৬	৫	৮৩.৫১	৯৩.৬০	৫১৩ "
১৯২৬-২৭	১০৮.৮৯	+১৪.৯৪	৫৩.৭৪	৪৪.৪৮	৫	১২৩.৮৩	১০৩.২২	২২৫ "
১৯২৭-২৮	১০২.৩০	+৯.২০	৫৬.৩৩	৪৪.৮৬	৫	১২৯.৫০	১০৬.১৯	২২৫ "
১৯২৮-২৯	৯৯.১৬	+৫.৬৭	৫৮.৭৯	৪৪.২৮	৫	১০৪.৮৩	১০৮.০৭	২৪৫ "
১৯২৯-৩০	৯৭.৬৭	+১১.৪১	৬২.৪৬	৪৪.৪৬	৫	১০৯.০৮	১১১.৯২	২১৮ "
১৯৩০-৩১	১১২.৩১	-১০.৭৮	৪৪.৩৭	৩৪.২৭	৫	১০১.৬১	৮৩.৬৪	৯৭ "
১৯৩১-৩২	৫৫.৬৬	+৯.৮৯	৪১.৫০	৩০.৫৩	৫	৬৫.৫৫	৭৭.০৩	১১৬ "
১৯৩২-৩৩	৭০.৯৭	+১৬.৯৯	৪২.৪৫	৩৫.৬৭	৫	৮৭.৯৬	৮৩.১২	৯৫ "
১৯৩৩-৩৪	৮০.১২	+৭.০২	৪১.৯৭	৪২.২৫	৫	৮৭.১৪	৮৯.২২	৯৫ "
১৯৩৪-৩৫	৭৯.৬৪	+১৮.২৯	৪৪.৫৪	৪৩.৫২	৫	৯৭.৯৩	৯০.০৬	৯৫ "
১৯৩৫-৩৬	৭২.৩৯	+১৩.১৪	৪৮.৭৩	৪১.৪০	৫	৮৫.৫৩	৯৫.১৩	১১৪ "
১৯৩৬-৩৭	৮৭.৩৫	+১৬.২৯	৫৮.৯৩	৪৮.৭১	৫	১০৩.৬৪	১১২.৬৪	১১৪ "
						৯,৪২১.০০	১,৪২৮.১৭	

গড় বার্ষিক উৎপাদন ৯৪ $\frac{১১}{১৫}$ লক্ষ বেল

গড় বার্ষিক ব্যবহার ৯৫ $\frac{১}{৫}$ লক্ষ বেল

উৎস ঃ এম. মোফাখখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলার কৃষক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

হয়। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় সরকার কৃষকদের কল্যাণার্থে পাটের মূল্যবৃদ্ধি ও তা স্থিতি রাখার উদ্দেশ্যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে প্রচারণা শুরু করে। প্রাসঙ্গিকক্রমে প্রশ্ন উঠতে পারে প্রকৃতপক্ষে সরকার কি কৃষক শ্রেণীর কল্যাণার্থেই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণা শুরু করেছিল, নাকি পাটের মূল্য বৃদ্ধি ও তা স্থিতিশীল রাখার পেছনে সরকারের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? অর্থাৎ বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে যদিও বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও তা স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে প্রচারণা শুরু করে এবং প্রচারণায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রধানত কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থেই এ পদক্ষেপ, তবুও প্রশ্ন উঠে এর পেছনে সরকারের অন্য কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ জড়িত ছিল কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় হ্যাঁ, অবশ্যই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে সরকারের স্বার্থ জড়িত ছিল। যদিও পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও তা স্থিতিশীল রাখতে পারলে কৃষক শ্রেণী উপকৃত হত সন্দেহ নেই; কিন্তু এর ফলে শুধুমাত্র কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা হবে বলে প্রচার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সরকার

Dhaka University Institutional Repository

নিজের সার্থেই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণা শুরু করে। অর্থাৎ শুধুমাত্র কৃষক শ্রেণীর স্বার্থের কথা প্রচারণায় উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সরকার এ প্রচারণা শুরু করে। কারণ পাটের মূল্য পতনে কৃষকদের থেকে সরকারের ক্ষতির পরিমাণও কম ছিল না। উপরন্তু পাটের মূল্য পতনে কৃষকদের ক্ষতি হল কি লাভ হল তাতে বৃটিশ সরকারের খুব বেশি কিছু আসে যেত না, কিন্তু এ কারণে সরকার আর্থিকভবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারের প্রশাসনিক খরচ চালাতে কষ্ট হত। কারণ প্রশাসন পরিচালনায় সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এ অর্থ সরকারকে বিভিন্ন খাত থেকে সংগ্রহ করতে হয়। অর্থ সংগ্রহের একটা খাত বন্ধ হলে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তা অবশ্যই সরকারকে ভাবিয়ে তুলত। পাট থেকে সরকারের প্রশাসন পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থের একটা বড় অংশ সংগৃহীত হত। কাজেই পাটের মূল্য পতনে সরকার বিব্রত হয় এবং পাট থেকে অর্থ সংগ্রহ নিশ্চিত ও স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যেই সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে প্রচারণা শুরু করে। উল্লেখ্য বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতন (সারণি- ৫) শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আন্তর্জাতিক বাজারেও মূল্য পতন ঘটেছিল। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা হ্রাস ও মূল্য

সারণি- ৫ ঃ পাটের মূল্য পতনের পরিসংখ্যান

সময়	প্রতি মণ পাটের মূল্য (আনা)
১৯২৫-২৬	২৯৬
১৯২৬-২৭	১৪১
১৯২৭-২৮	১৩৮
১৯২৮-২৯	১৩৭
১৯২৯-৩০	১৩৪
১৯৩০-৩১	৫৯
১৯৩১-৩২	৬৭
১৯৩২-৩৩	৫২
১৯৩৩-৩৪	৫৬
১৯৩৪-৩৫	৫৬
১৯৩৫-৩৬	৭৪
১৯৩৬-৩৭	৭৮
১৯৩৭-৩৮	৮৪
১৯৩৮-৩৯	৮৭

Source: M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 6.

Dhaka University Institutional Repository

পতনের কারণেই দেশের অভ্যন্তরে পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতন ঘটে। এর ফলে সরকার অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মহামন্দার কারণে সরকারের সমস্যা সম্পর্কে Dietmar Rothermund বলেন, "A national government on the subcontinent would have perhaps risen to the challenge of the depression by undertaking public works, devaluing the currency, and following a policy of stabilizing prices and securing credit."[৩২]

বিশ্বব্যাপী মহামন্দার পেক্ষাপটে পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনের কারণে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত, পাট ছিল একটি অর্থকারী ফসল এবং প্রধানত রপ্তানি নির্ভর। ফলে পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ (Foreign currency inflow) কমে যায়। ফলে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতিতে (Foreign reserve money) নেতিবচাক প্রভাব পড়ে এবং এতে করে স্থানীয় মুদ্রারমান পড়ে যায়। আর যেহেতু বৃটিশ সরকার বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য আমদানি করে দেশের চাহিদা পূরণ করত, তাই আমদানির ক্ষেত্রে সরকার মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়। সিরাজুল ইসলামের মতে, বাংলার রপ্তানির চেয়ে আমদানি অধিক হওয়ায় বাণিজ্যিক ঘাটতি পরিশোধ করার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং এ নগদ অর্থ সংগৃহীত হত পাট থেকে।[৩৩] ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত 'পাটের কথা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলা হয় "এই যে প্রায় পোনে ছত্রিশ কোটি টাকা আমরা বিদেশ হইতে পাই বলিয়া কোনরূপ জীবন ধারন করিতেছি, ইহার প্রায় সমস্ত অংশই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য। এই কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাটই আমাদের সর্ববপ্রধান অবলম্বন। এক পাট দ্বারা আমরা বিদেশ হইতে ছয় কোটি টাকা প্রতি বর্ষে আনিয়া থাকি।"[৩৪] অর্থাৎ সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হত তার একটা বড় অংশ আসত পাট রপ্তানির মাধ্যমে। কিন্তু পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনের কারণে সরকার একদিকে যেমন আমদানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে তেমনি অর্থ সংগ্রহের পথেও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। স্বাভাবিকভাবেই এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বার্থে সরকার পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও স্থিতিশীল রাখতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণা শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনের কারণে একদিকে যেমন দেশে উৎপাদন হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার

---

৩২. M. Mufakharul Islam, 'Bengal Agriculture During the Inter-War Depression', *op, cit.*, P. 509.

৩৩. সিরাজুল ইসলাম, 'ভূমিকা', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ২২।

৩৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সাল (৮ আশ্বিন ১২৯৫ সন), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

অভাবে পাটের রপ্তানি পূর্বের চেয়ে অনেক হ্রাস পায়। আর পাটের রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় সরকারের রপ্তানি শুল্ক তথা রাজস্ব আয়ও হ্রাস পায়। সুনীল সেনের মতে, সরকারের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল, কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানির উপর আরোপিত করের ফলে যে বিস্তর রাজস্ব পাওয়া যেত তা অস্বাভাবিক মূল্য পতনে হুমকির সম্মুখীন হয়।[৩৫] অর্থাৎ পাটের রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় রপ্তানি শুল্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস পায়, এটা সরকারের জন্য মোটেই কাম্য ছিল না। সুতরাং নেতিবাচক প্রভাব থেকে উত্তরণের স্বার্থেই সরকার পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও স্থিতিশীল রাখতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণা শুরু করে।

তৃতীয়ত, বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শাসনের উদ্বৃত্ত স্বদেশে প্রেরণ।[৩৬] ঔপনিবেশিক সরকারের সব সময় চেষ্টা ছিল সম্পদ পাচারের পথ প্রশস্ত করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঔপনিবেশিক সরকার ইংল্যাণ্ডের সরকারকে পাট রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিত। ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশের একটি প্রবন্ধে বলা হয়, "যদি গবর্ণমেন্ট ও ইংরেজ জাতি এদেশ হইতে খরচবাদে প্রতিবর্ষে অন্যূন তের কোটি টাকা না লইয়া যাইতেন, তবে বিদেশী বাণিজ্যে আমাদের প্রায় এগার কোটি টাকা লাভ দাঁড়াইত।"[৩৭] কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা হ্রাস ও মূল্য পতনে ঔপনিবেশিক সরকারের সম্পদ পাচারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে ঔপনিবেশিক সরকার স্বদেশে পূর্বের ন্যায় অর্থ প্রেরণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়ে পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও স্থিতিশীল রাখতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণা শুরু করে।

চতুর্থত, বাংলা তথা ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত শিল্পজাত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা। অর্থাৎ বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের বাজার সৃষ্টি করা এবং পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও স্থিতিশীল রাখতে পারলে কৃষকদের হাতে নগদ অর্থের সমাগম ঘটত এবং কৃষক শ্রেণীর লোকেরা ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত শিল্পজাত পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারত। এর ফলে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত পণ্য সামগ্রীর আমদানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনে বাংলার কৃষক শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের বাজার সংকুচিত হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই বাজার বৃদ্ধির ব্যাপারে ঔপনিবেশিক সরকারের উপর ইংল্যাণ্ডের সরকারের চাপ ছিল। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থেই সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণা শুরু করে।

---

৩৫. ছায়াদাশ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।
৩৬. নিয়াজুল ইসলাম, 'ভূমিকা', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১।
৩৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সাল (৮ আশ্বিন ১২৯৫ সন), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সরকার তাদের সহযোগী হিসেবে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে। জমিদাররা সরকারকে নিয়মিত যে কর বা রাজস্ব দিত তা সংগৃহীত হত কৃষকদের নিকট থেকে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকলে জমিদাররা নিয়মিত খাজনা পেত। অন্যথায় জমিদাররা নিয়মিত খাজনা পেত না এবং এর ফলে জমিদাররাও সরকারকে নিয়মিত কর বা রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হত। একারণেই সরকার সব সময় চাইত জমিদাররা যেন নিয়মিত খাজনা পায়। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করে পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও স্থিতিশীল রাখতে পারলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে লাভবান হত এবং সহজেই জমিদারদের খাজনা পরিশোধ করতে পারত। এর ফলে জমিদার ও সরকার উভয়েরই লাভ হত। একারণেই সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণা শুরু করে।

ষষ্ঠত, বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনের কারণে বাংলার আর্থ-সমাজিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের শাসন ব্যবস্থা অটুট রাখতে বাংলার আর্থ-সামাজিক অস্থিতিশীল পরিবেশ মোটেই কাম্য ছিল না। বিশেষ করে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে এ সময় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছিল এবং বৃটিশদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ সে আন্দোলনে যোগদান পূর্বক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পাটের অস্বাভাবিক মূল্য পতনের কারণে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন প্রবাহ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে এ ধারণার জন্ম হওয়া অমূলক ছিল না যে, বৃটিশ শাসন-শোষণের কারণেই তাদের এ দুর্গতি। বিশেষ করে বাংলার অধিকাংশ মানুষ যেখানে অশিক্ষিত ও কৃষিনির্ভর ছিল, ফলে তাদের মনে এ ধারণার জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখতে স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা বৃটিশদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা অটুট রাখার স্বার্থেই বৃটিশ সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে প্রচারণা শুরু করে এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত করে বৃহত্তর কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাপূর্বক বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখা।

সুতরাং বৃটিশ সরকার অনেকটা নিজের স্বার্থেই পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও স্থিতিশীল রাখতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু করলেও প্রচার করে যে, শুধুমাত্র কৃষকদের কল্যাণার্থেই সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী। অর্থাৎ সরকারী প্রচারণায় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পাট চাষ সীমিত করার মাধ্যমে পাটের উচ্চমূল্য নিশ্চিত ও স্থিতিশীল করা এবং এর মাধ্যমে বাংলার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষক শ্রেণীর কল্যাণ সাধন করা।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, ১৯৩০ সাল থেকে সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচারণা শুরু করে।[৩৮] এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে, বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে সরকার ১৯৩২ সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাট চাষ সীমিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা শুরু করে। তাঁর মতে অবশ্যই এর উদ্দেশ্য ছিল পাটের মূল্য বৃদ্ধি করা এবং তা স্থিতিশীল রাখা।[৩৯] ১৯৩৫ সালের ৩০ জুন ঢাকা প্রকাশে 'বঙ্গদেশে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "বিগত ২০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় সরকার সংবাদপত্রের মারফত এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে পাট চাষ সংযত করিবার জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই বৎসর পাট চাষীদিগকে তাহাদের পাট বপন সংযত করিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে বিস্তৃত প্রচারকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছে, পাট চাষের ভূমির পরিমাণ হ্রাস করাই ঐ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। এই বৎসরের প্রথম ভাগে পাট চাষ সংযত করিবার জন্য এই পরিকল্পনার পক্ষে বিস্তৃতভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। এখনও পাট চাষ হ্রাসের পরিমাণ কত তাহা সঠিক অনুমান করা অসম্ভব হইলও এই পরিকল্পনায় অধিক সংখ্যক পাট উৎপাদকগণ যে সহযোগিতা করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যে পরিমাণ পাট হ্রাস করার ব্যবস্থা হইয়াছিল সেই পরিমাণ পাট চাষ হ্রাস হইবে। পাট চাষের হ্রাসের বর্ত্তমান পরিকল্পনার বিষয় সকলে অবগত আছেন। পাট উৎপাদকদিগকে তাহাদের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ানই ইহার উদ্দেশ্য। সম্প্রতি পাটের মূল্য যে দিকে ঝুকিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ঐ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হইবে।"[৪০] একইভাবে ১৯৩৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকা প্রকাশে সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "পাট বাঙ্গালার এক বিশেষ সম্পত্তি; সেকালে বাঙ্গালার চাষী পাট বিক্রয়লব্ধ অর্থে অনেক সম্পদ লাভ করিতেছিল বলিয়া ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া উহার উৎপাদন কেবল বাড়াইয়া চলিয়াছিল। অবেশেষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপাদিত হওয়াতে এবং পাট চাষীদিগের অর্থাভাব ও ঐক্যের অভাবে উহার মূল্য এত হ্রাস পাইতে থাকে যে, উৎপাদনের ব্যয়ও কৃষকগণ লাভ করিতে পারে না। ঋণগ্রস্থ কৃষকগণের সেই দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যেই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের আরম্ভ হয়।"[৪১]

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে পাটের মূল্য বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে সরকার যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু করে তা সফল করতে সর্বোতভাবে চেষ্টা করা হয়। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সার্বিকভাবে সফল করতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যথাঃ

---

৩৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯ (১৫ মাঘ ১৩৪৫), পৃ. ২।
৩৯. M. Mufakharul Islam, 'Bengal Agriculture During the Inter-War Depression', *op. cit.*, P. 516.
৪০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ জুন ১৯৩৫ (১৫ আষাঢ় ১৩৪২), পৃ. ৫।
৪১. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ (২৭ ভাদ্র ১৩৪৪), পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সফল করার উদ্দেশ্যে সরকার পাট চাষ হ্রাস এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে কৃষক শ্রেণীকে অবহিত করে তাঁদেরকে স্বেচ্ছায় পাট চাষ হ্রাস করতে উৎসাহিত করে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। এছাড়াও একই সাথে সরকারী কৃষি বিভাগে পাটের পরিবর্তে অন্য কোন শস্যের চাষ প্রবর্তন করা সম্ভব কি না সে সম্পর্কেও গবেষণা চলতে থাকে এবং পাটের বিকল্প হিসেবে অন্য শস্যের উৎপাদনে এগিয়ে আসতে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ প্রচারাভিযানে সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষ করে কৃষি বিভাগের কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত, সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সফল করার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে ধান, চিনাবাদামের বীজ, ইক্ষু প্রভৃতি বিতরণ করে। এসব বীজ বিতরণের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকেরা যেন পাটের পরিবর্তে এসব ফসলকে পাটের বিকল্প হিসেবে চাষ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।[৪২] সরকার কৃষকদের মধ্যে পাটের বিকল্প এসব বীজ নিয়মিত সরবরাহের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ করে। একটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে, সরকার কৃষকদের মধ্যে বীজ ক্রয় করে বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে ২০,০০০ টাকা এবং ১৯৩৯ সালে ৪,০০০ টাকা ব্যয় করেছিল।[৪৩] এই দুই বছরের বীজ ক্রয়ে সরকারী ব্যয়ের হিসেব থেকে ধারণা করা যায় যে, বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন শুরু করে তাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যয় হয়েছিল।

তৃতীয়ত, সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সফল করতে পাটের পূর্বাভাষ প্রচার, উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ এবং অন্যান্য গবেষণার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় পাট কমিটি গঠন করা হয়।[৪৪]

চতুর্থত, সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সফল করতে এবং পাট চাষীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে সরকার 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' ঘোষণা করে। 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল পাটকলগুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে পাটের মূল্য বৃদ্ধি করা। কারণ পাটকল মালিকেরা তাঁদের ইচ্ছামত পাট পণ্য উৎপাদন করত এবং একচেটিয়াভাবে পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। উল্লেখ্য ন্যায্য মূল্যে পাট বিক্রিতে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পাটকল মালিকদের সমিতি Indian Jute Mill Association.[৪৫] পাটকল মালিকদের এ

---

৪২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ (৩ আশ্বিন ১৩৪৪), পৃ. ৪।
৪৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ (৩ আশ্বিন ১৩৪৪), পৃ. ৪; ২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯ (১৫ মাঘ ১৩৪৫), পৃ. ২।
৪৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ (৩ আশ্বিন ১৩৪৪), পৃ. ৪।
৪৫. ১৮৮৪ সালে পাটকল মালিকদের উদ্যোগে ও স্বার্থে The Indian Jute Manufacturers Association (IJMA) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০২ সালে এ সংস্থা The Indian Jute Mill Association (IJMA) নাম গ্রহণ করে। ছায়াদাশ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

সমিতি বাংলায় উৎপাদিত পাটের প্রায় ৬৫% পাট ক্রয় করত। বলা যায় এ সমিতি একচেটিয়াভাবে পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। শুধু তাই নয়, সমিতি পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সমিতি প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করত। প্রথমত, প্রতি সপ্তাহে পাট ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ পাট ক্রয় এজেন্সিগুলিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত হয়ে পাটের শ্রেণী অনুসারে মূল্য নির্ধারণ করত। দ্বিতীয়ত, মৌসুমের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান অনুসারে ইচ্ছামত পাটের মূল্য নির্ধারণ করত এবং তা পরিবর্তন করত। তৃতীয়ত, সমিতি মহামন্দার প্রেক্ষাপটে কতিপয় কঠোর নিয়ম চালু করেছিল, যেমন প্রতি সপ্তাহে পাটকলগুলির জন্য ৪০ ঘণ্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক ও তাদের তাঁতের পরিমাণ ১৫% বন্ধ রাখা।[৪৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২৭-৩১ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে পাটকলগুলির তাঁতের সংখ্যা গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫.১% এবং পাটকলগুলিতে কাঁচা পাটের ব্যবহার (consumption) বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১.৮%। পরবর্তী চার বছরে কাঁচা পাটের ব্যবহার ১৬.৩% হ্রাস পায়।[৪৭] যাহোক, পাটকল মালিক সমিতি মহামন্দার সময় প্রস্তাব করে যে, সমিতির অন্তর্ভুক্ত এবং সমিতির বহির্ভূত সকল পাটকলসমূহে একই নিয়ম চালু করতে। কিন্তু সমিতির বহির্ভূত পাটকলের মালিকেরা ঐ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর পাটকল মালিক সমিতি সকল পাটকলসমূহে একই নিয়ম (প্রতি সপ্তাহে পাটকলগুলির জন্য ৪০ ঘণ্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক ও তাঁদের তাঁতের পরিমাণ ১৫% বন্ধ করা) চালু করতে সরকারের নিকট আবেদন করে। কিন্তু সরকার এ ধরণের হস্তক্ষেপে অসম্মতি জানায়। অবশ্য পরবর্তীতে বাংলার গভর্ণর স্যার জন এ্যান্ডারসনের মধ্যস্থতায় পাটকল মালিক সমিতি এবং সমিতির বহির্ভূত পাঁচটি বড় পাটকল[৪৮] মালিকদের মধ্যে পাঁচ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাঁচ দফা চুক্তির মধ্যে ছিল সমিতির অন্তর্ভুক্ত পাটকলগুলিতে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক ও তাদের তাঁতের পরিমাণ ১৫% বন্ধ রাখবে; সমিতির বহির্ভূত পাটকলগুলিতে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক ও তাঁদের তাঁতের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে না ইত্যাদি।[৪৯] কিন্তু স্বেচ্ছা প্রণোদিত এ চুক্তি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। কারণ চুক্তির বহির্ভূত বাকি ১৯ টি পাটকলের মালিকগণ এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। উল্লেখ্য চুক্তির বহির্ভূত বাকি ১৯ টি পাটকলের তাঁত সংখ্যা ছিল ৬,০০০ টি এবং এ ১৯ টি পাটকলের মালিকগণ সপ্তাহে ১০৮ ঘণ্টা তাদের তাঁত চালু রাখে।[৫০] উপরন্তু পাটকলগুলির মুনাফা ক্রমোশঃ হ্রাস পায়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৩৮

---

৪৬. M. Mufakharul Islam, 'Bengal Agriculture During the Inter-War Depression', *op. cit.*, P. 512-513.

৪৭. *Ibid*, P. 513.

৪৮. পাটকল পাঁচটি হল যথাক্রমে Adamjee, Agarpara, Gagalbhai, Ludlow and Shree Hanuman. দেখুন, Omkar Goswami, *Industry, Trade, and Peasant Society : The Jute Economic of Eastern India, 1900-1947*, (Delhi : Oxford University Press, 1991), P. 141.

৪৯. বিস্তারিত দেখুন, Omkar Goswami, *op. cit.*, P. 141.

৫০. Omkar Goswami, *op. cit.*, P. 142.

Dhaka University Institutional Repository

সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সরকার 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' (Bengal Jute Ordinance) ঘোষণা করে।[৫১] 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' ঘোষণা সম্পর্কে সরকারের ব্যাখ্যায় বলা হয় 'যেহেতু বর্ত্তমানে বাঙ্গালার আইনসভাগুলির কোন অধিবেশন হইতেছে না, এবং যেহেতু গভর্ণর মনে করিতেছেন যে, জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক, তজ্জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন; সেহেতু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনের ৮৮ ধারার (১) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গভর্ণর 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' জারী করিতেছেন।"[৫২] 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' এর পঞ্চম ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, এ অর্ডিন্যান্স আমলে আসার পর প্রধান পরিদর্শকের (Chief Inspector) লিখিত অনুমতি না নিয়ে পাটকলে তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে না অথবা কোন তাঁত পরিবর্তন করে নতুন তাঁত বসানো আইন সিদ্ধ হবে না। এছাড়াও এ অর্ডিন্যান্সে নিষিদ্ধ সময়ে পাটকল চালানোর শাস্তি, নতুন কলকব্জা বসানোর শাস্তি ইত্যাদি ধারা উল্লেখ করে বলা হয়, এর মাধ্যমে পাট চাষী ও পাটকলের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা হবে।[৫৩] ১৯৩৮ সালের ৬ নভেম্বর ঢাকা প্রকাশে 'সরকারী বিবৃতি' উল্লেখ করে বলা হয়, "১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় জুট অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে সরকার বাহাদুর শ্রমিকগণের যাহাতে পরিশ্রমের সময় নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার ফলে কাঁচামাল ও পাট দ্বারা প্রস্তুত মাল উভয়ের মূল্যই বর্দ্ধিত হইবে। যখন পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, গুদামে রক্ষিত পাট তখন বিক্রয় করিলে মহাজন ও কৃষকগণ উভয়েই বিশেষ লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।"[৫৪] অনেকের মতে ১৯৩৬-৩৭ সালে পাটকলগুলির মুনাফা হ্রাসের কারণেই সরকার ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' ঘোষণা করে এবং এর মাধ্যমে পাটকলগুলির মুনাফা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' সম্পর্কে কলকাতার 'বেঙ্গল চেম্বার' এর মন্তব্য ছিল, 'নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন অনিবার্যভাবে পাটের দামকে প্রভাবিত করবে; জুট অর্ডিন্যান্সের আশু ফল হল কাঁচা পাটের দর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।"[৫৫]

পঞ্চমত, বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে পাটের মূল্য বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল রাখতে সরকার যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু করে তা সফল করতে সরকারের গৃহীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল দু'টি অভিজ্ঞ পাট অনুসন্ধান কমিটি (Bengal Jute Enquiry Committee) গঠন। পাট চাষীদের ও পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারকদের সমস্যা নির্ধারণ, পাটের মূল্য পতনের কারণ নির্ধারন, পাট চাষের পরিবর্তে

---

৫১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ (১ আশ্বিন ১৩৪৫), পৃ. ৭।
৫২. *প্রাগুক্ত*।
৫৩. দ্রষ্টব্য, 'বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স' সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ (১ আশ্বিন ১৩৪৫), পৃ. ৭।
৫৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ নভেম্বর ১৯৩৮ (২০ কার্ত্তিক ১৩৪৫), পৃ. ৬।
৫৫. হায়দাল গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাটের বিকল্প লাভজনক চাষ অর্থাৎ পাটের চেয়ে বেশি লাভজনক অন্য কিছু উৎপাদন করা সম্ভব কি না ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য ১৯৩৪ সালে মিঃ ফিনলোকে প্রধান করে ফিনলো কমিটি এবং ১৯৩৮ সালে মিঃ ফাওকাসকে প্রধান করে ফাওকাস কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করে এ দু'টি কমিটি (Finlow & Fawcus Committee) সরকারকে তাদের রিপোর্ট প্রদান করে। দু'টি কমিটির রিপোর্টের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল পাটের বিকল্প চাষ ও পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত সুপারিশ।

ফিনলো কমিটি পাট চাষের বিকল্প সুপারিশ করতে গিয়ে অভিমত দেয় যে, পাট চাষের বিকল্প হল ধান চাষ। কিন্তু মহামন্দার প্রেক্ষাপটে ধানের মূল্যেরও পতন ঘটেছে এবং সেক্ষেত্রে ধান চাষীরা পাট চাষীদের তুলনায় আরও বেশী অখুশী।[৫৬] এক্ষেত্রে কমিটি মন্তব্য করে যে, "We believe that the *raiyat* is an intelligent farmer who appraises the situation to the best of his knowledge and grows the crop which, on the information at his disposal, he thinks will pay him best."[৫৭]

ফিনলো কমিটি পাট চাষের বিকল্প হিসেবে আখ চাষের উল্লেখ করে অভিমত দেয় যে, আখ চাষও পাট চাষের বিকল্প, কিন্তু মাত্র ১,০০,০০০ একর আখ চাষ বৃদ্ধি করলেই প্রদেশের চিনি বা গুড়ের চাহিদা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি এই ১,০০,০০০ একর জমিতে আখ চাষ বৃদ্ধি করা হয় তাহলেও পাট চাষ খুবই সামান্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।[৫৮] এছাড়াও ফিনলো কমিটি পাট চাষের বিকল্প হিসেবে তামাক চাষের উল্লেখপূর্বক মন্তব্য করে যে, "Tobacco of course is a *rabi* or cold weather crop, and would not normally replace jute; unless a fine tobacco were being grown, for which it would pay the cultivator to fallow, or to green manure, his land in the preceding *kharif* season. Much the same applies to other *rabi* crops."[৫৯]

১৯৩৮ সালে গঠিত ফাওকাস কমিটিও পাটের বিকল্প চাষ সম্পর্কে ফিনলো কমিটির মতই একইভাবে অভিমত দেয় যে, ধান চাষ বৃদ্ধিই পাট চাষের বিকল্প।[৬০] এছাড়াও ফাওকাস কমিটি ফিনলো কমিটির সঙ্গে একমত হয়ে আখ চাষকে পাট চাষের বিকল্প হিসেবে উল্লেখ করে। তবে ফাওকাস কমিটি আখ চাষ সম্পর্কে ফিনলো কমিটির থেকে একটু ভিন্ন অভিমত

---

৫৬. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934*, Vol. I, P. 9.
৫৭. *Ibid.*
৫৮. *Ibid.*
৫৯. *Ibid*, P. 11.
৬০. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (*Fawcus *Committee), 1938*, Vol. I, P. 33.

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। আখ চাষের ক্ষেত্রে ফাওকাস কমিটির অভিমত ছিল, আখ চাষ বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আখ চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চিনিকলও প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যা প্রায় অসম্ভব এবং একারণেই কৃষকদেরকে আখ চাষ বৃদ্ধি করতে বলা নিরর্থক। তবে কমিটি এও বলে যে, অধিকসংখ্যক চিনিকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদেরকে আখ চাষ বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে একদিকে যেমন পাট চাষ হ্রাস পাবে, অন্যদিকে তেমনি পাট চাষীদের সমস্যাও কিছুটা দূরীভূত হবে।[৬১] সুতরাং ফিনলো কমিটি ও ফাওকাস কমিটি উভয়ই পাটের বিকল্প চাষ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে গিয়ে জটিল সমস্যায় পড়ে। এর কারণ ছিল এই যে, উভয় কমিটি কৃষকদের আকৃষ্ট করতে পাটের বিকল্প কোন লাভজনক ফসলের চাষকে খুঁজে পায়নি। এক্ষেত্রে ফিনলো কমিটির মন্তব্য ছিল, "The Committee have considered in detail the question of crops which can be grown instead of jute. They recognize that the solution of the problem in regard to any crop would be comparatively simple, if there were other crops of approximately equal value to which the farmer could turn, when any crop in the series available to him becomes unprofitable. Jute is normally an exceptionally good revenue crop, more profitable than ordinary staple crops, such as cotton, rice and wheat, and comparable with sugarcane and tobacco."[৬২]

সুতরাং ফিনলো কমিটি এবং ফাওকাস কমিটি উভয়ই পাটের বিকল্প লাভজনক চাষের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয় এবং একারণেই সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন সফল করতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের চিন্তা শুরু করে। প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিংশ শতকের বিশের দশকেই বাংলায় পাট চাষ সীমিত করার প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হয় এবং ১৯২৮ সালের শুরুতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের উপর মহলের পরামর্শে বাংলায় পাট চাষ সীমিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলায় প্রচারণা শুরু করে।[৬৩] অতঃপর বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সময় ময়মনসিংহের নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত পাট চাষ সীমিত করার লক্ষ্যে সরকারকে আইন প্রণয়নের পরামর্শ দেন। কিন্তু সরকার সে সময় তাঁর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং যুক্তি দেখায় যে এধরনের আইন তৈরীর কোন ভিত্তি নেই, এটা অবাস্তব এবং এধরনের আইন প্রণয়ন করলে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে। বরং এর পরিবর্তে কৃষকেরা

---

৬১. *Ibid.*
৬২. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934*, Vol. I, P. 10.
৬৩. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 7.

Dhaka University Institutional Repository

যেন নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাট চাষ সীমিত করে তার জন্য সরকার ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে।[৬৪] সরকারের এ প্রচারণার নীতিকে সমর্থন করে ১৯৩৪ সালের ফিনলো কমিটি অভিমত দেয় যে, আকস্মিকভাবে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় যাবার প্রয়োজন নেই বরং এর চেয়ে ভাল হবে আরও কার্যকরী প্রচারণা চালানো।[৬৫] পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে সরাসরি আইন প্রণয়ন সম্পর্কে ফিনলো কমিটির যুক্তি ছিল "There is therefor no justification for such revolutionary action as compulsory regulation of the jute crop by legistalive action."[৬৬] সুতরাং আইন প্রণয়ন না করে সরকার তার প্রচারণা অব্যাহত রাখে। কিন্তু ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাট চাষ হ্রাসে ব্যর্থ হয়। ফলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে বা হ্রাস করতে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৩৫ সালের ১৫ মে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় সরকারকে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের আহ্বান করে বলা হয়, "প্রকৃতপক্ষে পাট চাষ কমাইতে হইলে এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রণয়ন আবশ্যক হইবে, এবং বাধ্যতা ব্যতীত পাট চাষ হ্রাসের অন্য উপায় নাই।"[৬৭] একইভাবে ১৯৩৮ সালে গঠিত ফাওকাস কমিটিও সরকারকে সুপারিশ করে যে, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এটা সকল কৃষকদের স্বার্থে কোন ক্ষতি হবে না।[৬৮] শুধু তাই নয়, ফাওকাস কমিটি পাটের উৎপাদন, সরবরাহ এবং কৃষকদের মঙ্গলের উদ্দেশে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে তার সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে তিনটি পরামর্শ দেয়, (১) পাট উৎপাদনের জন্য জেলা ভিত্তিক নির্দিষ্ট ভূমি বন্টন করে দিতে হবে; (২) বন্টনকৃত নির্দিষ্ট অংশে পাট উৎপাদন কার্যকরী করা এবং এ আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করতে হবে এবং (৩) আইন বাস্ত বায়নে তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।[৬৯]

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে আইন করার উদ্দেশে ১৯৪০ সালের ১২ মার্চ বাঙ্গীয় আইন পরিষদে (Bengal Legislative Council) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী তমিজউদ্দিন খান 'The Bengal Jute Regulation Bill, 1940' নামে একটি বিল উত্থাপন করেন।[৭০] বিলটির উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী তমিজউদ্দিন খান আইন পরিষদে বলেন, "Honourable members of this House know, sir, that, with a view to adjust production to demand,

---

৬৪. *Ibid.*
৬৫. M. Mufakharul Islam, 'Bengal Agriculture During the Inter-War Depression', *op. cit.*, P. 518.
৬৬. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934*, Vol. I, P. 9.
৬৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ মে ১৯৩৫ (২৯ বৈশাখ ১৩৪২), পৃ. ৫।
৬৮. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (*Fawcus *Committee), 1938*, Vol. I, P. 34.
৬৯. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934*, Vol. I, P. 35.
৭০. *Bengal Legislative Cuncil Debates*, Official Report, Vol. I - No. 13, (Alipore : Bengal Government Printing Press, 1940), P. 275.

Dhaka University Institutional Repository

Government for several years past and been carrying on a propaganda for valuntary restriction of jute. The propaganda succeeded for a year or two, but later an it proved on the whole to be a failure, or atleast not as much of a success as was expected."[৭১] যাহোক, আইন পরিষদে উত্থাপিত বিলটি যাচাই-বাছাই করার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে[৭২] প্রেরণ করা হয়। অতঃপর দীর্ঘ আলোচনা ও যাচাই-বাছাই শেষে ১৯৪০ সালের ১৯ আগস্ট 'The Bengal Jute Regulating Act, 1940' নামে বিলটি আইন পরিষদে পাস হয় এবং তা আইনে পরিণত হয়।[৭৩] এ আইন দ্বারা স্থির করা হয় যে, বার্ষিক প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ করা হবে ঠিক কি পরিমাণ পাট উৎপাদন প্রয়োজন এবং নির্ধারিত সেই পরিমাণ পাটই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়।[৭৪] এম. মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সরকার অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে প্রচারণা অব্যাহত রাখে এবং ধানের মূল্য বৃদ্ধির জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তিনি আরও বলেন, যদিও এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে খাদ্য শস্যের কিছু মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু এর আশু ফল ছিল ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ।[৭৫] সুতরাং সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে সরকারের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন এবং অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায় যে, পাট চাষ হ্রাসের পরিবর্তে বরং পাট চাষ সম্প্রসারণে কৃষক শ্রেণী বেশি উৎসাহী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকের মতে পাট চাষ সম্প্রসারণে কৃষকেরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে নি। বরং কৃষকদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে পাট চাষ সম্প্রসারণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ মত সমর্থনকারীদের মতে দাদন/আগাম ব্যবস্থা পাট চাষ সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পাট চাষ সম্প্রসারণে দাদন ব্যবস্থা সমর্থনকারীদের মতে দাদন ব্যবসায়ীরা চাষীদের দাদন দিত এবং চাষীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার করিয়ে নিত যে পরের বছর তাঁকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট দিবে। এ শর্তে চাষীরাও দাদন নিতে বাধ্য হত। কারণ এ দাদনের টাকা দিয়ে চাষীরা প্রধানত জমিদারদের খাজনা পরিশোধসহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানের খরচ নির্বাহ করত। পার্থ চ্যাটার্জীর মতে এ প্রক্রিয়া পাট চাষ সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।[৭৬] কিন্তু সুগত বসুর মতে বিংশ শতকের শুরুতে দাদন প্রদানের প্রবণতা অনেক

---

৭১. *Ibid*, P. 373.

৭২. দ্রষ্টব্য, 'The Bengal Jute Regulation Bill, 1940' বিলটি ১২ সদস্য বিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। এই সিলেক্ট কমিটির সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী তমিজউদ্দিন খান, শচিন্দ্র নারায়ণ স্যানাল, ব্রোজেন্দ্র মোহন মিত্র বাহাদুর, ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিনহা বাহাদুর, রায় সাহেব ইন্দুভূষণ সরকার, ডব্লিউ. বি. জি. লাইডলা, খান সাহেব আবদুল হামিদ চৌধুরী, খান বাহাদুর রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, খান বাহাদুর এম. আবদুল করিম, বেগম হামিদ মহিন এবং মি. নলিড চন্দ্র দাস, *Bengal Legislative Cuncil Debates*, Official Report, Vol. I - No. 13, P. 376.

৭৩. Bengal Legislative Cuncil Debates, Official Report, Vol. I - No. 13, P. 408.

৭৪. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 8.

৭৫. *Ibid.*

৭৬. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit.*, P. 8.

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পায় এবং এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল পাট চাষ নিশ্চিতকরণ নয়, বরং সুলভ মূল্যে পাট ক্রয় করে লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা। বলার অপেক্ষা রাখে না এ ধরনের অভিযোগ সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে, পাটকল মালিক ও রপ্তানীকরকগণ আগাম হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল এবং এর ফলে পাট ব্যবসায়ে তাঁদের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে একথা ভাবার কোন কারণ নেই যে, পাট চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই পাটকল মালিক ও রপ্তানীকারকগণ বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করত। তাঁর মতে পাটকল মালিক ও রপ্তানীকারকগণ অর্থ সরবরাহ করত উৎপাদিত পাট ক্রয় করার জন্যে, আগাম এর জন্য নয়। প্রকৃত আগাম দেয়ার জন্যে পাটকল মালিক ও রপ্তানীকরকগণ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিল এ বক্তব্যের সমর্থনে কোন তথ্য উপস্থাপন করা যায় না।[৭৭]

অর্থাৎ আমাদের হাতে যেসব তথ্য রয়েছে তাতে উপরোক্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। ১৮৭৪ সালে সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে কর কমিশন (Kerr Commission) গঠন করে। কমিশন যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তা থেকে একথা বলা যায় যে, শক্তি প্রয়োগ করে পাট চাষ বৃদ্ধির অভিযোগটি সামগ্রিকভাবে সত্য নয়। কমিশন পাট চাষের সঙ্গে দাদন/আগাম ব্যবস্থার সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে অর্থলগ্নিকারক ও কৃষকদের মধ্যে কয়েক প্রকার চুক্তির নমুনা পান। যথাঃ

(১) কৃষকেরা নির্দিষ্ট একটা সুদে অর্থ গ্রহণ করে, তবে এর জন্য নির্দিষ্ট কোন ফসল ফলিয়ে দেবার কোন চুক্তি ছিল না।

(২) কৃষকেরা অর্থ ঋণ গ্রহণ করত নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তে যেমন, (ক) কৃষকেরা নির্দিষ্ট জমিতে পাট চাষ করিয়ে দেবে; (খ) অর্থলগ্নিকারককে সমুদয় পাট দিয়ে দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ফসল উঠানোর সময় যদি পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যবসায়ীরা কৃষকদেরকে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করবে এবং মূল্য পতনে কৃষকদেরকে ব্যবসায়ীদের সেই মূল্যে পুষিয়ে দিতে হবে; (গ) কৃষকদেরকে অঙ্গীকার করতে হত যে, অর্থলগ্নিকারককে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট দিতে হবে। কিন্তু যদি সে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট উৎপাদনে ব্যর্থ হয় তাহলে কৃষক সমসাময়িক বাজার দর অনুসারে বাকি টাকা লগ্নিকারককে ফিরিয়ে দিবে এবং (ঘ) অর্থলগ্নিকারক কৃষকদেরকে অর্থ দিত পাট বিনিময় হিসেবে। কিন্তু পাটের মূল্য স্থির হত মৌসুমের সর্বনিম্ন মূল্য অনুসারে।[৭৮]

---

৭৭. এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।

৭৮. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, PP. 8-9.

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং কর কমিশনের প্রাপ্ত কৃষকদেরকে দেওয়া সমস্ত ঋণই পাট উৎপাদনের শর্তে দাদন/আগাম হিসেবে পরিগণিত ছিল না। কর কমিশন ৬৪ জন কৃষকের উপর জরিপ চালিয়ে মাত্র ১৬ জন (শতকরা ২৫ ভাগ) কৃষককে পান যারা আগাম এর বিনিময়ে পাট দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। একইভাবে ৩৯ জন ব্যবসায়ীর উপর জরিপ চালিয়ে মাত্র ৫ জন (শতকরা ১২.৮২ ভাগ) ব্যবসায়ী পান যারা টাকা লগ্নি করে পাট পাওয়ার জন্য।[৭৯] অর্থাৎ আগাম ব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে পাট চাষের সম্পর্ক ছিল খুবই সীমিত পরিসরে। এমন কি বিংশ শতকের বিশের দশকের সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, অন্যতম পাট উৎপাদনকারী জেলা ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং রংপুরে আগাম দেওয়া হত সীমিত আকারে। এই রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে, আগাম গ্রহণের জন্য এই সব জেলায় অতিরিক্ত পাট চাষ তেমন বৃদ্ধি পায়নি। কুড়িগ্রামের সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কৃষকেরা মহাজনদের নিকট থেকে উচ্চহার সুদে ঋণ নিত এবং এই ঋণ পরিশোধের চুক্তি ছিল টাকার বিনিময়ে। অর্থাৎ এই ঋণের বিনিময়ে কৃষকেরা মহাজনদের নিকট পাট বিক্রির জন্য বাধ্য ছিল না। একইভাবে গাইবান্ধা ও জামালপুর মহাকুমার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় যে, আগাম নেওয়ার বিনিময়ে মহাজন বা ব্যবসায়ীদেরকে পাট দেওয়ার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে কোথাও কোথাও সীমিত পরিসরে পাট দেওয়ার শর্ত থাকলেও তা সর্বনিম্ন মূল্যেও নয়।[৮০]

১৯৩৮ সালে Bengal Jute Enquiry Committee (Fawcus Committee) পাট চাষীদের দাদন/আগাম দেবার ব্যাপারে জরিপ পরিচালনা করে। কমিটি রাজশাহী কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রারের বিবরণ থেকে জানতে পারে যে, ব্যাপারী, দালাল অথবা বেলারদের নিকট থেকে কৃষকেরা প্রতি বিঘায় ৫ মণ পাট দেবার শর্তে প্রতি বিঘায় ৫ টাকা আগাম গ্রহণ করত। এক্ষেত্রে কৃষকেরা সর্বনিম্ন মূল্যে পাট দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কারণ আগাম দাতারা কোন লাভ গ্রহণ করত না। একই ধরনের রিপোর্ট ছিল খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও নোয়াখালী জেলার ক্ষেত্রেও। অন্যদিকে বগুড়া জেলার একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, পাট চাষীদের মাত্র ২% প্রতিজ্ঞা করত আগাম এর বিপরীতে পাট দিবে।[৮১] তবে সরকারী অথবা বেসরকারী যাই হোক না কেন, পাট চাষীরা খুবই সীমিত আকারে বাধ্যবাধকতায় দায়বদ্ধ ছিল।

অর্থাৎ ১৮৭৪ ও ১৯৩৮ সালের পাট চাষ সম্পর্কিত প্রতিবেদনে দাদন/আগাম সম্পর্কে একই ধরনের তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব প্রতিবেদন রচিত হয় মহাকুমা অফিসার ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তদের দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এসব প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়

---

৭৯. *Ibid*, PP. 9.
৮০. *Ibid*
৮১. *Ibid*, P. 10.

Dhaka University Institutional Repository

যে এক শ্রেণীর কৃষক জমিদারদের খাজনা প্রদান এবং ছেলেমেয়েদের বিয়ে, ধর্মীয় উৎসব তথা বার্ষিকী অনুষ্ঠানসহ ইত্যাদি কারণে মহাজন বা পাট ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে এই শর্তে আগাম গ্রহণ করত যে, তাঁরা নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট উৎপাদন করে দিবে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বরং কৃষকদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কারণে মহাজন বা পাট ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ঋণ করত তাঁদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। একারণেই দাদন/আগাম ও ঋণকে সমর্থক ভাবার কোন কারণ নেই। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজকে পাট চাষে বাধ্য করা হয়নি। বস্তুত পাটের সিংহভাগ উৎপাদিত হয়েছিল স্বেচ্ছায়। অর্থাৎ আগাম এর বিনিময়ে খুবই সামান্য পরিমাণে পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সুগত বসুর মতে আগামকে আশ্রয় করে পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটেনি। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, পাট চাষীরা সীমিত পরিসরে হলেও পাট চাষের শর্তে আগাম নিত। কিন্তু এ আগাম এর কারণে চাষীদের পাট চাষ করতে শক্তি প্রয়োগ করা হত না।[৮২] সুতরাং প্রচুর তথ্য প্রাপ্তির পর একথা বলা যায় দাদন/আগাম ব্যবস্থা কোনভাবেই প্রমাণ করে না যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে পাট চাষ সম্প্রসারণে যদি কৃষকদেরকে বাধ্য করা না হয় তাহলে কৃষকেরা পাট চাষ সম্প্রসারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল কেন? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। কারণ পাট চাষ ছিল লাভজনক। ওমকার গোস্বামীর মতে পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল চাষীদের লাভের কারণে। তাঁর মতে, পাট চাষ করে চাষীরা তার একটা অংশ দিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করত এবং বাকি অংশ দিয়ে জমিদারদের খাজনা পরিশোধসহ অন্যান্য খরচ নির্বাহ করত। যেহেতু অন্যান্য ফসলের তুলনায় পাটের মূল্য কিছুটা ভাল ছিল তাই লাভের কারণেই চাষীরা পাট চাষ বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।[৮৩] আকবর আলী খানও একই ভাবে অভিমত দেন যে, ভাল মূল্য পাওয়ার কারণেই পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল।[৮৪] এ প্রসঙ্গে এম. মোফাখখারুল ইসলাম বলেন,

> "It is thus clear that all the cash loans were not in the nature of *dadan* and the incidence of dadni practices was limited. Moreover, all peasants who received *dadan* were not necessarily obliged to sell their produce at a price lower than the market price. It is also clear that though many of the peasants took to jute cultivation to meet their subsistence needs via the market,

---

৮২. Sugata Bose, *Agrarian Bengal, op, cit.*, PP. 75-76.

৮৩. Omkar Goswami, *op, cit.*, P. 71.

৮৪. Akbar Ali Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal 1890 - 1914 : A Neo Classical Analysis*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1982), PP. 15-16.

Dhaka University Institutional Repository

the majority of the peasant producers, especially those belonging to the middle and rich categories, took their production decisions out of their free will and in expectation of profit."[৮৫]

বস্তুত কৃষকেরা অন্যান্য ফসলের সঙ্গে পাট চাষকে মোটামুটিভাবে পার্থক্য করে বুঝতে পারে যে, পাট চাষ তাদের জন্য অন্যান্য ফসলের চাষের তুলনায় লাভজনক। ১৮৭৩ সালে সিরাজগঞ্জ ভেলায় কমিশনার E. McDonell বিভিন্ন ফসলের চাষের সঙ্গে পাট চাষের তুলনামূলক বিবেচনার ক্ষেত্রে কৃষকদের মূল্যায়ন সম্পর্কে বলেন, "The ryot gives his own and his household's time and labor, and that is all he can say; he compares the pecuniary returns from the various products which he is able to cultivate and decides accordingly."[৮৬] এখন প্রশ্ন হল অন্যান্য ফসলের সঙ্গে পাট চাষের তুলনার ক্ষেত্রে কৃষকদের মূল্যায়নের ভিত্তি কি ছিল এবং তা যথার্থ ছিল কিনা? ১৮৭৩ সালে গঠিত Bengal Jute Enquiry Committee (Hamilton-Kerr Committee) এর নিকট প্রদত্ত একটি রিপোর্টে ঢাকার কমিশনার কৃষকদের পাট চাষ মূল্যায়নের ভিত্তি এবং যতার্থতা সম্পর্কে বলেন, "At Present few *ryots* who have lands adapted for jute, sow more rice than will suffice for their own consumption, as jute is not only a more profitable but a safer crop than rice. It is not so liable to damage from either rains or floods, and is never totally destroyed as rice often is. Thus there is a double inducement to grown it in lieu of rice."[৮৭] সুতরাং তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য ফসলের চেয়ে পাট চাষ লাভজনক ছিল বলেই কৃষকেরা পাট চাষ সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়েছিল। এম. মোকাখখারুল ইসলাম এর মতে বাংলার কৃষক শ্রেণী পাট চাষে উৎসাহিত হয়েছিল কারণ পাট চাষ ছিল লাভজনক। তিনি আরও বলেন একথা সত্য যে, পাট চাষীরা তাঁদের ফসলের জন্যে ন্যায্য মূল্য পায়নি। গ্রামীণ পর্যায়ে ও কলকাতার বাজারে প্রচলিত পাটের মূল্যের মধ্যকার পার্থক্যই এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধান ও অন্যসব বিকল্প ফসলের চেয়ে পাট চাষ ছিল অপেক্ষাকৃত লাভজনক।[৮৮] ১৯২০ এর দশকের প্রথম দিকের একটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে, এক একর জমিতে পাট, আমন ও আউশ ধানের উৎপাদন থেকে কৃষকের মোট আয় হত যথাক্রমে ১৫৭, ৭৫ ও ৫১ টাকা।[৮৯] যদিও একথা সত্য যে পাট উৎপাদনে খরচ ছিল বেশী। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরেও ধরে নেয়া হয় যে পাট উৎপাদন করতে শতকরা ৫০ ভাগ

---

৮৫. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 12.

৮৬. *Bundle No. 1, File No. 7, No. 25, Progs. For July 1873*, P. 4.

৮৭. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873*, P. 5.

৮৮. এম. মোকাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বেশী খরচ হত, তবুও দেখা যায় পাট চাষ অপেক্ষাকৃত লাভজনক ছিল। অর্থাৎ দাদন ব্যবস্থা নয় বরং লাভজনক ছিল বলেই বাংলায় পাট চাষের সম্প্রসারণ ঘটে।

সুতরাং দাদন ব্যবস্থা পাট চাষ সম্প্রসারণে খুবই সামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। বরং বাস্তবতা ছিল এই যে, লাভের কারণেই কৃষকেরা পাট চাষ সম্প্রসারণে উৎসাহী হয়েছিল। তবে কৃষকেরা ছিল দরিদ্র শ্রেণীর এবং একারণে তাঁরা ঋণ গ্রহণ করত এবং তা প্রধানত পাট বিক্রি করেই শোধ করত। ১৮৮৯ সালে ঢাকা প্রকাশের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি মন্তব্য করেন যে, "দেশের অবস্থা দিন দিনই মন্দ হইতে চলিল। টাকায় ৩॥ পশরী ধান ও ১৩ সের চাউল বিক্রয় হইতেছে। জগদীশ্বর কি করিবেন বলিতে পারি না। দরিদ্রদিগের অবস্থা আরও খারাপ হইত, যদি পাটের বাজার এত চড়া না হইত। সমস্ত বৎসর ঋণ করিয়া এই পাটের খন্দে তাহারা শোধ করে।"[৯০] অর্থাৎ দেশের আর্থিক অবস্থা যখন খারাপ অবস্থায় নিপতিত হত তখন কৃষকদেও একমাত্র ভরসা স্থল ছিল পাট। সম্ভবত একারণেই কৃষকেরা পাট চাষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল। কারণ পাট চাষের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না, অন্যদিকে কৃষকেরা স্বাধীনভাবে পাট চাষ করে বরং লাভবানই হত। ১৮৭৫ সালে ঢাকা প্রকাশে 'পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়, "পাট উৎপাদনকারী কৃষকরা এ পর্য্যন্ত এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি স্বীকার করে নাই। প্রত্যুত তাহারা পাটের কৃষি করিয়া সবিশেষ লাভই করিয়াছেঃ যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষি ব্যবসায়ীদেগের অনেকে যে ধান্যোৎপাদনের অল্পতা করিয়া পাটের কৃষির প্রাচুর্য্য আরম্ভ করিয়াছে, বোধহয় অধিকতর লাভ দর্শনই তাহার একমাত্র কারণ।"[৯১] সুতরাং আর্থিকভাবে লাভের কারণেই কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাট চাষে আগ্রহী হয়েছিল এবং এর ফলে বাংলায় পাট চাষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

অর্থাৎ বাংলায় পাট চাষ সম্প্রসারণের পশ্চাতে কৃষক শ্রেণীর আর্থিক লাভই মূল কারণ ছিল। উপরন্তু পাট চাষে কৃষক শ্রেণীর আর্থিক নিশ্চয়তাও ছিল। এ কথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, ধানসহ অন্যান্য ফসলের চাষ করলেও পাট চাষই শেষ পর্যন্ত কৃষকদের দুর্দিনের সম্বল হয়ে দাঁড়াত। ১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা প্রকাশে ময়মনসিংহের প্রতিনিধি এক পত্রে মন্তব্য করেন, "এবার বর্ষার সহসা জলবৃদ্ধি ও অনবরত বৃষ্টিতে জল প্লাবন দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির আন্দোলনে, চাউলের বাজার অগ্নিমূল্য হইয়াছে। সহরে তবু ৩/০ টাকা ৩/৯০ আনা মণ পাওয়া যায়, কিন্তু মফস্বলে অনেক স্থানে টাকায় দশ সেরের অধিক চাউল মিলে না। কোন কোন স্থানে আশু ধান্যের ও অনেক স্থানে রোয়া, আমন, বাওরা ধানের ক্ষতি হইয়াছে। পাটের বাজার প্রায় সর্বত্রই ৪ টাকা। তাহাতেই গৃহস্থের রক্ষা।"[৯২] অর্থাৎ চরম

---

৯০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯সাল (৭ আশ্বিন ১২৯৬ সন), পৃ. ৪।
৯১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ নভেম্বর ১৮৭৫ সাল (৬ অগ্রহায়ণ ১২৮২ সন), পৃ. ৩৮৮।
৯২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ সাল (১৭ ভাদ্র ১২৯৬ সন), পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্দিনের সময়ও পাট চাষ কৃষকের মনে বেঁচে থাকার সাহস যুগিয়েছিল। এছাড়াও পাট চাষের প্রতি কৃষক শ্রেণীর আগ্রহী হয়ে ওঠার পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের জীবন যাপনের নূন্যতম প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। ফলে কৃষক শ্রেণী পাট চাষে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতিত সাধারণ সময়ে ধান উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকেরা সারা বছরের খাদ্যের নিশ্চয়তা করলেও পাট চাষের মাধ্যমেই জমিদারের খাজনা এবং পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করত। এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে পাট চাষ না করলে চাষীদের ধান ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই ধান বিক্রি করে জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতে হত এবং অল্প কিছু দিন পরেই বছরের বাকি দিনগুলির জন্য খাদ্য শস্য ক্রয় করতে হত। তাই তিনি বলেন প্রধানত কৃষকেরা প্রাথমিক প্রয়োজনানুসারে খাদ্য শস্য উৎপাদন করে বাড়তি খরচের জন্য পাট চাষকে বেছে নেয়। অর্থাৎ পাট চাষ করে কৃষকেরা তার একটা অংশ দিয়ে খাদ্য ক্রয় করত এবং অন্য অংশ দিয়ে অন্যান্য খরচ নির্বাহ করত।[৯৩] পাট চাষের উপর কৃষকদের খাজন পরিশোধ ও জীবন নির্বাহের অন্যান্য খরচ নির্ভর করত উল্লেখ করে K. D. Guha বলেন, "The Cultivators depend on the rice harvest for food as much as they depend on the sale proceeds of their jute to pay the rent of zamindars and to buy clothings and other bare necessaries of life."[৯৪] একারণেই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাণিজ্যিকভাবে পাট চাষের শুরু থেকেই কৃষকেরা পাট চাষে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছিল এবং বাংলায় পাট চাষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় পাট চাষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে সরকার ১৮৭৩ সালে Hamilton Anstruther এবং Hem Chunder Kerr কে নিয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট Bangal Jute Enquiry Committee গঠন করে এবং বাংলায় পাট চাষ সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করে। এ কমিটি Hamilton-Kerr Committee নামে পরিচিত।[৯৫] এ কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাট চাষের সমসাময়িক অবস্থা এবং ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান। ১৮৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলার লেঃ গভর্ণরের ব্যক্তিগত সচিব H. J. S. Cotton কর্তৃক প্রেরিত বাংলার সকল কমিশনার ও জেলা অফিসারদের নিকট সরকারী চিঠিতে Bengal Jute Enquiry Committee গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, (ক) পাট কি, পাটের বাংলা ও ইংরেজী নাম, পাট গাছের (পাতা ও ফুলসহ) বৈশিষ্ট্য, পাটের প্রকারভেদ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন শ্রেণীর পাট উৎপাদন করা লাভজনক; (খ) জেলাওয়ারী বর্তমান পাটের উৎপাদন, কোন কোন এলাকায় পাট চাষ ভাল হয়, পাট চাষ উপযোগী মাটি ও আবহাওয়া, পাট পচন প্রক্রিয়া; (গ) কাঁচা পাট বাজার

---

৯৩. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op, cit*., P. 4.

৯৪. *Report on the Industrial Survey of the District of Pabna, 1934*, P. 8.

৯৫. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Hamilton Anstruther - Hem Chunder Kerr Committee), 1873*, A Proceedings : Proceedings of the Department of Agriculture, Government of Bengal, 1873.

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী করণ এবং এ ব্যবস্থায় উন্নতির পরামর্শদান; (ঘ) পাটের বাজারদর, প্রত্যেক জেলা থেকে রপ্তানীকৃত পাটের পরিমাণ, উৎপাদন থেকে পাটকল ও রপ্তানি পর্যন্ত হাত বদল পদ্ধিয়া; (ঙ) পাট চাষের সম্প্রসারণ এবং পাটের বিকল্প তন্তু বিশিষ্ট গাছ সম্পর্কে তথ্য প্রদান ইত্যাদি।[৯৬]

Bengal Jute Enquiry Committee গঠনের উদ্দেশ্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাট চাষ সম্পর্কিত সার্বিক তথ্য জানার এবং ভবিষ্যতে এর উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই সরকার এ অনুসন্ধান পরিচালনা করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৭৩ সালে গঠিত Bengal Jute Enquiry Committee এর মাধ্যমে বাংলায় পাট চাষ সম্পর্কে যে অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পাট ছাড়াও আর কি কি উৎস হতে পাটের বিকল্প আঁশ পাওয়া যায় তা খুঁজে বের করা। সরকারের এ উদ্দেশ্য সফল করার নিমিত্তে দেশের সকল কমিশনার এবং জেলা অফিসারদের নিজ নিজ এলাকার পাটের বিকল্প উৎস থেকে আঁশ বা তন্তু খুঁজে বের করে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারের নির্দেশে সাড়া দিয়ে কমিশনার ও জেলা অফিসারগণ নিজ নিজ এলাকার পাটের বিকল্প উৎস থেকে আঁশ সম্পর্কে সরকারকে রিপোর্ট দেন (পরিশিষ্ট- ৩)। তাঁদের দেয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদার কারণে বাংলায় পাট চাষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে ঔপনিবেশিক সরকার বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য থেকে পাটের বিকল্প হিসেবে আঁশ সংগ্রহের চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁদের দেয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যেখানে পাট থেকে আঁশ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১০০%, সেখানে পাটের বিকল্প আঁশ বিশিষ্ট কৃষিজ পণ্য যেমন, Hibiscus esculentus (Dheros) থেকে প্রাপ্ত আঁশের পরিমাণ ছিল ১.৬৬%, Hibiscus abelmoschus (Kasturi) থেকে ১২.০৪%, Abutilon indicum (potari) থেকে ৮.৩৪%, Sansiviera zeylanica (Murva) থেকে .৩৯%, Musa Paradisica (Kach-Kela) থেকে .৬৮%, Sida rhombifolia (Berela) থেকে ৪.১০% এবং Pine-apple থেকে মাত্র .৬৩%। আঁশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ হার নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক ছিল না। কারণ পাট থেকে যেখানে ১০০ ভাগ আঁশ পাওয়া যেত সেখানে পাটের বিকল্প থেকে তার এক চতুর্থাংশও পাওয়া যেত না।[৯৭] শুধু তাই নয়, প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ হিসেব করলেও পাটের তুলনায় এসব কৃষিজ পণ্যের থেকে আঁশ প্রাপ্তির হার আরও যেশি হতাশ করে। সারণি- ৬ থেকে প্রতি একরে পাট এবং কয়েকটি পাটের বিকল্প আঁশ বিশিষ্ট কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ দেখে সহজেই বুঝা যায় যে, এসব কৃষিজ পণ্যের আবাদ কৃষকদের নিকট লাভজনক ছিল না। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ থেকে প্রাপ্ত আঁশের

---

৯৬. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 15, Progs. For April 1873*, PP. 1 - 2.

৯৭. *Final Report of the Agri-Horticultural Society of India on the Experimental Cultivation of certain Fibre-Yielding plants, 1887*, P. 2; *Bundle No. 5, File No. 69T-R, P.C. Collection 1, No. 25-26, October 1887*, PP. 2-4; *Bundle No. 27, File No.* $\frac{9-M}{1}$, *Nos. 37-46, May 1913*, P. 3; *Bundle No. 1, File No. VII, No. 40, Progs. For April 1873; Bundle No. 1, File No. VII, No. 19, Progs. For April 1873; Bundle No. 1, File No. 7, No. 54, Progs. For August 1873; Bundle No. 5, File No. 1319 Agri. P.C. Collection 1, No, 24, October 1887; Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873*, P. 4.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৬ ঃ পাটের বিকল্প আঁশ বিশিষ্ট কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ (প্রতি একরে)

Plannts	Mds.	S.	c.
Jute	14-16	0	0
Hibiscus abelmoschus (Kasturi)	12	17	0
Hibiscus esculentus (Dheros)	6	17	4
Abutilon indicum (Potari)	6	14	0
Sida rhombifolia (Berela)	5	19	8
Sansiviera zeylanica (murva)	0	24	12

Source: Final Report of the Agri-Horticultural Society of India on the Experimental Cultivation of certain Fibre-Yielding plants, 1887, P. 4; *Bundle No. 27, File No. 9-M/7, Nos. 37-46, May 1913*, P. 3; *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (Finlow Committee), 1934* , Vol. I, op, cit., P. 3; এম. মোফাখখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলার কৃষক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬।

পরিমাণ তুলনা করে আমরা বলতে পারি যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এসব কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। কারণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য লাভের বিষয়টি সব সময়ই প্রাধান্য পায়। তাই এসব কৃষিজ পণ্য পাটের বিকল্প হিসেবে আঁশ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চাষ করা সম্ভব ছিল না।

তারপরও পাটের বিকল্প উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতিপূর্বে এধরনের কোন উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এসে দেশে ও বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদার কারণেই সরকার এধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই সরকারের এ উদ্যোগ কিছুটা হলেও প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ সরকার অন্ততঃ প্রাথমিকভাবে হলেও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিল যে, পাট ছাড়াও বাংলায় উৎপন্ন আরও বেশ কিছু কৃষিজ পণ্য থেকে পাটের অনুরূপ আঁশ বা তন্তু পাওয়া সম্ভব, এমনকি এ আঁশ প্রয়োজনে ব্যবহার করাও সম্ভব। ১৮৭৩ সালে Ram Shunker Sen ঝিনাইদাহ থেকে Dakatia, Suchmukhi, Pine-apple এবং Koka সম্পর্কে বাংলার লেঃ গভর্ণরের ব্যক্তিগত সচিব H. Luttman Johnson কে দেয়া একটি প্রতিবেদনে বলেন, "The first is the fibre of the Dakatia Plant, extracted from the leaf, after beating the same on some hard substance and steeping it in water for 3 or 4 days, and then drying it in the sun. The fibre is rather long and robust, resembling horse hair or the sunn (hemp), and capable to being manufactured into ropes and textile fabrics of coarse kind."[৯৮] একই স্থানে প্রাপ্ত Suchmukhi থেকে আঁশ সংগ্রহের পদ্ধতিও সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা হয় এবং এর থেকে প্রাপ্ত আঁশ তুলনামূলকভাবে Dakatia থেকে

৯৮. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 19, Progs. For April 1873.*

Dhaka University Institutional Repository

সাদা ও সূক্ষ্ম এবং এর আঁশ দিয়ে কাপড় ও কাগজ তৈরী করা সম্ভব বলে উল্লেখ করা হয়।[৯৯] Suchmukhi সম্পর্কে আরও বলা হয়, "It is known to some females in these parts, who use it in Stringing beads worn on the neck and making waistbands."[১০০] এভাবে দেখা যায় যে, পাটের বিকল্প বিভিন্ন ধরণের কৃষিজপণ্য থেকে আঁশ পাওয়া যায় এবং এ আঁশ দিয়ে সাধারণ লোকেরা মাছ ধরার জাল, জুতা সেলাইসহ বিভিন্ন ধরণের কাজ করত।[১০১] তবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন এবং তা থেকে যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন সম্ভব ছিল না। কারণ এসব কৃষিজ পণ্য থেকে প্রাপ্ত আঁশের পরিমাণ ছিল পাটের তুলনায় খুবই সামান্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনও লাভজনক ছিল না।

অর্থাৎ দেশে ও বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদার কারণে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমনকারী ঔপনিবেশিক সরকার বাণিজ্যিক স্বার্থে পাটের বিকল্প উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। এর প্রধান কারণ ছিল এসব কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন কৃষকদের নিকট পাটের ন্যায় লাভজনক ছিল না। Agri-Honticultural Society of India এর ডেপুটি সেক্রেটারি Richard Blechynden মন্তব্য করেন যে, "It will be seen that the retting process gave a betteer outturn. The Society have arrived at the conclusion that the cultivation of Hibiscus, Abutilon, Sansiviera and Sida has no advantage over that of jute."[১০২] এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে, যেহেতু এধরনের পরীক্ষামূলক চাষের ফলাফল ইতিবাচক নয় এবং যন্ত্র দিয়ে পাট ভিন্ন অন্যান্য কৃষিপণ্যের আঁশ তৈরী করা বেশ জটিল ব্যাপার, তাই এধরণের পরীক্ষামূলক চাষ বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ।[১০৩] ১৯১৩ সালে Bengal Provincial Agricultural Association এর পক্ষ থেকেও একইভাবে পরীক্ষামূলক চাষের বিরোধীতা করে বলা হয়, যেহেতু পরীক্ষামূলক চাষ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক নয় এবং এসব কৃষিজ পণ্য থেকে যান্ত্রিকভাবে আঁশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপচয় হয় অনেক বেশি, তাই হয় চাষ বন্ধ করা উচিৎ অথবা উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত মেশিনের ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং তাহলেই কেবলমাত্র আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব।[১০৪] প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পাটের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাট চাষের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে ব্যর্থ হয়। অতঃপর পাটের বিকল্প উদ্ভাবনের জন্যও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচেষ্টা চলে কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা সফল হয়নি। এ প্রসঙ্গে এম. আজিজুল হক মন্তব্য করেন, "কিছু দিন

---

৯৯. *Ibid.*
১০০. *Ibid.*
১০১. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 40, Progs. For April 1873.*
১০২. *Ibid.*
১০৩. *Ibid*, P. 5.
১০৪. *Bundle No. 27, File No.* $\frac{9-M}{7}$, *Nos. 37-46, May 1913*, P. 3.

Dhaka University Institutional Repository

যাবত অনেক দেশেই পাটের বিকল্প উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু এ যাবত তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি; অন্তত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের মত কোন বিকল্প তন্তু তারা উদ্ভাবন করতে পারেনি। পাটের মত সস্তা ও উপকারী জিনিসের বিকল্প খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন হবে।"[১০৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাটের বিকল্প এসব কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন লাভজনক ছিল না বলেই কৃষকেরা বাণিজ্যিকভাবে তা উৎপাদনে উৎসাহী হয়নি। একারণে পাটের বিকল্প এসব কৃষিজ পণ্যের চাষের সম্প্রসারণ ঘটেনি। অন্যদিকে লাভজনক হওয়ায় কারণে কৃষকেরা পাট চাষ সম্প্রসারণে এগিয়ে এসেছিল। সুতরাং পাট চাষ লাভজনক ছিল বলেই বাংলায় পাট চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল।

---

১০৫. এম. নোফাখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলার কৃষক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পাট চাষ ও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা

ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখা যায় যে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় পাট চাষের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ এ সময় পাট চাষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান অধ্যায়ে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার পাট চাষ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। দু'টি পর্যায়ে এ আলোচনা করা হয়েছে প্রথমত, উনবিংশ শতকের প্রতিক্রিয়া এবং দ্বিতীয়ত, বিংশ শতকের প্রতিক্রিয়া।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার কৃষকেরা উত্তরোত্তর পাট চাষ বৃদ্ধি করতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল পাট চাষ অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক ছিল। অর্থাৎ পাট চাষ লাভজনক ছিল বলেই কৃষকেরা পাট চাষ সম্প্রসারণে উৎসাহীত হয়। কিন্তু একই সময়ে লক্ষ করা যায় যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ পাট চাষের বিরোধীতা শুরু করে। পাট চাষ সম্প্রসারণের বিরোধীতা করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ এবং তাঁদের মুখপত্র *ঢাকা প্রকাশ*[১] নামে একটি পত্রিকা। পাট চাষ সম্প্রসারণের বিরোধীতা করার ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তিগুলি ছিল,

(১) পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছে।

(২) পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে মশার উপদ্রব হেতু ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে এবং এর ফলে দেশে স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি ও অসংখ্য লোকের মৃত্যু হচ্ছে।

(৩) পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে কৃষক শ্রেণীর হাতে নগদ অর্থের সমাগম হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে উচ্চবিত্ত ও ভদ্রলোক শ্রেণীর সন্তানদের চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ পূর্বক তীব্র প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করছে।

(৪) পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে কৃষক শ্রেণী আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা কৃষিকাজ ছেড়ে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে কৃষিতে জনবল হ্রাস পাচ্ছে।

(৫) পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে আবাদি জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে।

---

১. দ্রষ্টব্য, উনবিংশ শতকে প্রতিষ্ঠিত *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, কিন্তু বিংশ শতকের বিশের দশকে এসে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। উল্লেখ্য *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশ হত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত অভিযোগসমূহ উত্থাপনের মাধ্যমে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে অনুকূল সাড়া দিয়ে দেশের কৃষক, জমিদার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারকে অর্থাৎ সামগ্রীকভাবে সমগ্র দেশবাসীকে পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

অতএব পাট চাষ বিরোধীদের প্রধান অভিযোগ ছিল পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছে। ১৮৭৪ সালের ৩০ আগস্ট *ঢাকা প্রকাশে* 'পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় কলামে পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হচ্ছে উল্লেখ করে বলা হয়ঃ

> "অনেকে অনুমান করিতেছেন, বাহুল্যরূপে পাটের কৃষি দুর্ভিক্ষেরও অন্যতম কারণ। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল ভূমিতে নিরবচ্ছিন্ন ধান্য উৎপাদিত হইত, তাহার অনেক ভূমিতে এখন পাট উৎপাদিত হইতেছে। এতদঞ্চলে এমন কৃষক প্রায় নাই, যে ব্যক্তি ন্যূনকল্পেও তাহার আবাদী ভূমির চতুর্থাংশ স্থানে পাট বপন না করিতেছে। কেহ কেহ তদপেক্ষাও অধিকাংশ ভূমিতে পাটের কৃষি আরম্ভ করিয়াছে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, সাভার ষ্টেশনের অনুপাতী কোন এক পল্লীগ্রামের কয়েকজন কৃষক তাহাদিগের যাবতীয় ভূমিতেই এবার পাট বপন করিয়া বসিয়াছে! ধান্য বপন করিবার নিমিত্ত একখানি ক্ষেত্রও অবশিষ্ট রাখে নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে 'ধানবাইন করিয়া যে লাভ পাওয়া যায় পাটের বাইনে তদপেক্ষা অধিকতর লাভ হইয়া থাকে, এবার চিনা অধিক পাওয়াতে এবং গত বৎসরের ধান্যও কিছু সঞ্চিত থাকাতে পেটের চিন্তা এক প্রকার দূর হইয়াছে, ইহার পর নিতান্ত আবশ্যক হইলে পাট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব, তাহার কিছু দিয়া বরং ধান কিনিয়া লইব, তথাপি আমাদিগের অনেক লাভ থাকিবে।' এক্ষণ বিবেচনা করা উচিৎ, যদি অধিকাংশ কৃষক এইরূপ মনে করিয়া ধান্যের কৃষির সংকোচ করণান্তর বিস্তৃতরূপে পাটের কৃষি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে দেশের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা, শস্যের অল্পতা নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ...অনেকের বিশ্বাস এই, পাটে এদেশ সমুৎসন্ন হইবে।"[২]

একইভাবে ১৮৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় 'পূর্ব্ববঙ্গে পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে পাট চাষ সম্প্রসারণের কারণে দুভিক্ষের উল্লেখপূর্বক বলা হয়ঃ

> "পূর্ব্ববঙ্গে পাটের কৃষি অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি এই কৃষি ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যখন এদেশের পাটের কৃষি ছিল না, দেশের

---

২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ আগস্ট ১৮৭৪ (১৫ ভাদ্র ১২৮১), পৃ. ৯৩ - ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

> কৃষক পাটের কৃষি লাভজনক নহে মনে করিয়াছে, তখন দেখা গিয়াছে, জমি সকল ধানের গাছে পূর্ণ; কৃষকের ঘরে রাশীকৃত ধান্য। এখন সেদিন নাই। এখন কেবল কৃষকের ঘর-দ্বার পাটময়। জমি সকল পাট গাছে পূর্ণ। বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পাটের কৃষি এত অতিশয্য ঘটিয়াছে যে, দেখলে অবাক হইতে হয়। যে চাষার এক কানি বই জমি নাই, তাহারও অর্দ্ধখানি বা সমস্ত খানি জমি প্রতিবৎসর পাট প্রসব করিতেছে। তারপর কৃষক মন্ডলীরও পাট কৃষির প্রতিই অত্যধিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পাটের কৃষিতে শুধু পুরুষই খাঁটিতেছে এমন নহে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া শ্রম ও যত্ন করিতেছে। আজকাল টাকায় দশ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। কৃষকগণ তাহাতেও ভীত হইতেছে না। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস পাটের কৃষি দ্বারা বেশ দশ টাকা পাইতে পাইব, ভয় কি, চিন্তা কি? টাকায় পাঁচ সের চাউল পাইলেও অনাহারে মরিব না। নিরক্ষর অপরিণামদর্শী কৃষকগণ এই অলীক বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ আনায়ান করিতেছে।"[৩]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় এধরণের অসংখ্য নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে পাট চাষ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। কিন্তু একটু পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় এসব বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ সামগ্রীকভাবে মোট আবাদযোগ্য জমির মাত্র ১০ শতাংশ জমি পাট চাষের আওতাধীন ছিল, যেখানে শীত ও বসন্তকালীন ধান চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ৮০ ভাগ।[৪] আকবর আলী খানের মতে পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তুলনামূলকভাবে কম লাভজনক বাণিজ্যিক ফসল যেমন নীল, আফিম, ইক্ষু, তামাক, তুলা প্রভৃতি ফসলের বিকল্প হিসেবে।[৫] প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ্য যে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অভিযোগ ছিল দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হল অর্থকরী ফসলের চাষ বৃদ্ধির কারণে খাদ্য শস্যের ভূমির হ্রাস। কিন্তু এ অভিযোগের বিপরীতে Peter Harnetty এর যুক্তি ছিল খাদ্য শস্যের ভূমি গ্রাস করে নয় বরং অর্থকরী ফসলের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল পতিত জমি চাষের আওতায় এনে।[৬] যদিও Peter Harnetty তাঁর যুক্তি প্রমাণের জন্য ভারতবর্ষের তুলা উৎপাদন অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর যুক্তিকে বাংলার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে বাংলায় অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট চাষের বৃদ্ধি ঘটেছিল পতিত জমি চাষের আওতায় এনে। অর্থাৎ পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল পতিত জমি ব্যবহার করে, খাদ্য শস্যের ভূমিকে ব্যবহার করে নয়। এমনকি কোন জাতীয় ঐতিহাসিকও নিশ্চিত করে

---

৩. ঢাকা প্রকাশ, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ (৩১ ভাদ্র), পৃ. ৫-৬।
৪. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee (*Fawcus *Committee), 1938*, Vol. I, P. 8.
৫. Akbar Ali Khan, *op. cit.*, PP. 51, 54, 55.
৬. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Akbar Ali Khan, *op. cit.*, PP. 17-57.

Dhaka University Institutional Repository

বলতে পারবে না যে, পাট চাষের আওতাধীন ভূমি খাদ্য শস্যের ভূমিকে গ্রাস করেছিল।[৭] অর্থাৎ পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে খাদ্যশস্য বিশেষ করে ধান চাষের ভূমির হ্রাস ঘটেছিল খুবই সামান্য একটি অংশের। সুতরাং এর পর কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না যে, পাট চাষ তথা পাট চাষ বৃদ্ধির কারণেই ধান চাষ হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া উনবিংশ শতকের শেষার্ধে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সঙ্গে পাট চাষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৬-৯৭ সালে বাংলায় বড় ধরণের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল অনাবৃষ্টি এবং এর ফলে শস্যহানি।[৮] B. M. Bhatia এর মতে ১৮৯৬-৯৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে শরৎকালীন ধান উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণেই বাংলায় এ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়।[৯] সুতরাং উনবিংশ শতকে বাংলায় পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান যুক্তি পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে ধান উৎপাদন হ্রাস এবং দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব সমর্থনযোগ্য নয়।

উনবিংশ শতকে গড়ে উঠা পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে পাট চাষ বিরোধীদের আরেকটি অভিযোগ ছিল পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে মশার উপদ্রব হেতু ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। এর ফলে দেশে স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে এবং অসংখ্য লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ১৮৭৪ সালের ৩০ আগস্ট *ঢাকা প্রকাশে* 'পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> "ইহা কেহই অবগত নহেন যে পাটের গাছগুলি কাটিয়া কয়েকদিন জলে রাখিতে এবং তাহা ভালরূপে পচাইয়া কাণ্ড (সলমী) হইতে ত্বকগুলি পৃথক করিতে হয়। পরে ঐ ত্বক হইতে পচা মাংশল ভাগ প্রক্ষালন দ্বারা পৃথক করিয়া ফেলিয়া উহার সারভাগ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়। পচাইবার নিমিত্ত যে পাট গাছগুলিকে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া রাখিতে হয়, তাহাকে 'পাট যাগ' দেওয়া কহে। স্রোতোজল অপেক্ষা বদ্ধ জলে শীঘ্র পাটের যাগ আসে বলিয়া হউক, অথবা অন্যরূপ সুবিধার নিমিত্তই বা হউক, সাধারণতঃ অপরিষ্কৃত স্রোতোজল অপেক্ষা পরিষ্কৃত বদ্ধ জলেই প্রায় পাটের যাগ দেওয়া হইয়া থাকে। ক্বচিৎ কোন অপরিষ্কৃত জলে উহা যাগ দেওয়া হইলেও তাহা এরূপ আবর্জ্জনাপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়া থাকে যে, অচিরেই তাহা পচিয়া জল বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয় এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই দুর্গন্ধ বিস্তারিত হইতে থাকে। স্রোতোবিহীন বদ্ধ জলেরত কথাই

---

৭. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 4.

৮. বাংলাপিডিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২।

৯. ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, B. M. Bhatia, *Famines in India 1860-65*, (New York : Asia Publishing House, 2nd Edition, 1967), PP. 239-250.

Dhaka University Institutional Repository

নাই। যাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই জানেন, উপর্য্যপরি পাটের যাগে স্রোতোহীন বদ্ধজল কেমন বিবর্ণ-বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয়। তদ্রুপ জলেই আবার সেই পচা পাট পুনঃ পুনঃ ধোওয়া হইতে থাকিলে উহা আরো অধিকতর পরিমাণে দূষিত হইয়া উঠে। অনভ্যাসী লোকের তখন সেই জলপান করা দূরে থাকুক, তাহার ত্রিসীমায় গমন করিতেও বিলক্ষণ কষ্ট অনুভব হয়। ফলতঃ যে জলে অধিক পরিমাণে পাট যাগ দেওয়া ও পাট ধোওয়া হয়, নিতান্ত বাধ্য না হইলে কদাপি কোনও ব্যক্তি সে জল পান কি অন্যকোনও কার্য্যে তাহার ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু যাহাদিগর গত্যন্তর নাই, তাহাদিগের না করিয়া উপায় কি? তদ্রুপ জলের ব্যবহার ও তাহার নিকটে বাস করিলে যে নিতান্তই পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, বোধ হয় না এ বিষয়ে কাহারো সংশয় জন্মিতে পারে। এতদাঞ্চল দিন দিনই নানা পীড়ার আকর হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বের ন্যায় প্রায় কেহই স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে না, বোধ হয় উক্তরূপ দূষিত জল ব্যবহার ও দীর্ঘকাল ঐ জলের আঘ্রাণ গ্রহণই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।"[১০]

এ মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাট চাষের কারণে মানুষের নানা রকম পীড়া হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। ১৮৯১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটিতে প্রচার করা হয় যে, 'এদেশে যখন এত পাট ছিল না, মেলেরিয়ার কথাও তখন বড় কেহ শুনে নাই।"[১১] অর্থাৎ পাট চাষের আগমনের কারণেই ম্যালেরিয়া রোগের আগমন ঘটেছে। ১৮৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটিতে 'পাটের কথা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে পাট চাষ বৃদ্ধির কারণেই ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তার করছে উল্লেখ করে বলা হয়, "যে হইতে এদেশে পাটের আবাদ বাহুল্য রূপে হইতেছে, সেই হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপটা বড় বাড়িয়া গিয়াছে। পাট পচানিতে জল বিস্বাদ ও দুর্গন্ধময় হয়; পাটের জল যেখানে, সেখানে মৎস্য যায় না। ইহাতে বোধ হয় পাটের জলে মাছের অপকার হয়; এবং এই জন্যই বোধ হয় এদেশ দিন দিন মৎস্যহীন হইতেছে। অন্য নানা দোষ আছে। থাকিলে কি হয়, আমরা পাট বিক্রয় করিয়া যখন টাকা হাতে পাই, তখন আমাদের কিছুই মনে থাকে না।"[১২]

কিন্তু মশার উদ্ভব ও মাছ ধ্বংসসহ অন্যান্য ক্ষতির কথা মাঝে মধ্যে উল্লেখ করা হলেও ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরোটা সময় ধরেই পত্রিকাটি প্রচার করতে থাকে যে, পাট চাষ বৃদ্ধির কারণেই দেশে ম্যালেরিয়াসহ নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। এমন কি পত্রিকাটি মাঝে মধ্যে এমন কথাও প্রচার করে যে, পাট চাষ বৃদ্ধিই মানুষের রোগ বৃদ্ধির মূল

১০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ আগস্ট ১৮৭৪ (১৫ ভাদ্র ১২৮১), পৃ. ৯৩-৯৪।
১১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ (১১ আশ্বিন ১২৯৮), পৃ. ৫।
১২. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ (৮ আশ্বিন ১২৯৫), পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ। ১৮৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব্ববঙ্গে পাটের কৃষি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়, "বস্তুত পাটের কৃষি দ্বারা দেশের নানা প্রকার অনিষ্ট হইতেছে। কৃষকগণ যখন পাট পচাইয়া থাকে তখন এক প্রকার দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, সেই দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হয় এবং নানা প্রকার পীড়া জন্মাইবার কারণ হইয়া থাকে।"[১৩] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনের এ প্রচারণা বিংশ শতকের ত্রিশের দশকেও চলতে থাকে। যদিও বিংশ শতকের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এবং সেখানে প্রধানত সরকার ও কংগ্রেস দল কৃষকদের স্বার্থে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচারণায় প্রধান ভূমিকা পালন করে, কিন্তু সে সময়ও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় পাট চাষের কারণে মশার উপদ্রব, রোগের বিস্তার ইত্যাদি প্রচারিত হয়। ১৯৩৫ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকা প্রকাশে বলা হয়, "নিম্নবঙ্গে যখন পাট লওয়া হয়, তখন পাট পচার দুর্গন্ধে গৃহস্থের গৃহে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে। অপর দিকে যখন আশ্বিনের মাঝামাঝি জল হ্রাস হইয়া যাইতে থাকে, সচল নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ তখন তেমন বিপন্ন হয় না। কিন্তু বিল, ঝিল, খাল, হাওর প্রভৃতি তীরস্থিত গৃহস্থেরা তখন মশার আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়ে। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহের গৃহস্থেরা এ সময় মশার হাত হইতে আত্মরক্ষা ও গবাদি রক্ষার জন্য সবিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন।"[১৪]

সুতরাং পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগ ছিল একমাত্র পাট চাষ ও পাট চাষ বৃদ্ধির কারণেই ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে এবং এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানী হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে মশার বংশ বিস্তার কিছুটা হলেও হয়ত বেড়েছিল একথা ঠিক। অর্থাৎ পাট চাষের সঙ্গে মশার উদ্ভব এবং ম্যালেরিয়া রোগের কিছুটা সংশ্লিষ্টতা থাকলেও আবশ্যিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। সুতরাং পাট চাষ ও পাট চাষ বৃদ্ধির ফলেই যে দেশে মশার উপদ্রব এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়েছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যে সব দেশে আদৌ কোন পাট চাষ হয় না দেখা গেছে সে সব দেশেও মশা তথা ম্যালেরিয়া রোগ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত ম্যালেরিয়াকে অনেকে উষ্ণমন্ডলীয় বা উপ-উষ্ণমন্ডলীয় রোগ বললেও কিন্তু আসলে তা সত্য নয়। অতীতে সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও উত্তর রাশিয়াতে ম্যালেরিয়ার মহামারী দেখা দেয়।[১৫] এমন কি ম্যালেরিয়া রোগের ইতিহাস থেকেও দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস উপকূল এবং জর্জিয়া-ক্যারোলিনা উপকূল এলাকায় ম্যালেরিয়ার উপস্থিতি ছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৩০ এর দশকেও আমেরিকা মহাদেশে বছরে ৬০-৭০ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। দক্ষিণ চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং এশিয়া মাইনরে ম্যালেরিয়া ছিল একটি অপ্রধান

১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ (৩১ ভাদ্র ১২৯৬), পৃ. ৫-৬।
১৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৫ (৬ পৌষ ১৩৪২), পৃ. ৩।
১৫. *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক রোগ। যতদুর জানা যায় ম্যালেরিয়া রোগের সর্বাধিক প্রাদুর্ভাব স্বল্প আর্দ্র অঞ্চলে ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় এবং সর্বনিম্ন মরু ও পার্বত্য অঞ্চলে।[১৬] অর্থাৎ পাট চাষ হয় না এমন সব এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ অতীতের ন্যায় উনবিংশ শতকেও একইভাবে বিদ্যমান ছিল। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় 'ম্যালেরিয়া কি দূর হইবে' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে বলা হয়, "গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ম্যালেরিয়ার মত মানুষের আর শত্রু নাই। এই ম্যালেরিয়াই পৃথিবীর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত করিয়াছে এবং আমরা যদি ইতিমধ্যেই অবহিত না হই তাহা হইলে অচির ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া উঠিবে। এই ভীষণ রোগ শুধু রোগীকে একটু কষ্ট দিয়াই ছাড়েনা, সাবধান না হইলে ইহাতে মৃত্যু অনিবার্য্য। একা ভারতবর্ষেই প্রতিবৎসর দশ লক্ষের অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় নষ্ট হয়। আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার অবস্থানও সাংঘাতিক।"[১৭] সুতরাং বলা যায় যে, পাট চাষের সঙ্গে অবশ্যই মশার উদ্ভব এবং ম্যালেরিয়ার আবশ্যিক কোন সম্পর্ক নেই। আর বাংলায় মশার উদ্ভব, বিস্তার এবং ম্যালেরিয়ার সঙ্গে পাট চাষ বৃদ্ধির পরোক্ষ কিছুটা ভূমিকা থাকলেও প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই। কারণ যদি তাই থাকত তাহলে যে সব জেলাসমূহে সবচেয়ে বেশি পাট চাষ হয় সে সব জেলাগুলিতেই ম্যালেরিয়া বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা পরিলক্ষিত হয় না। প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন সমসাময়িক সময়ের জেলা গেজেটীয়ার থেকে জানা যায় যে, পাট চাষ নয় বরং ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির বাহক এনোফিলিস মশার (Anopheles mosquito) বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলার পরিবেশগত সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সমসাময়িক সময়ে বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন, জেলার সেনেটারী কমিশনার, বিভিন্ন জেলায় গঠিত ড্রেনেজ কমিটি এবং জেলা গেজেটীয়ার সমূহের প্রতিবেদনে প্রধানত ১০ টি কারণকে এনোফিলিস মশার বংশ বিস্তার তথা ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়। যথাঃ

১. সাধারণ জলাশয় থেকে দূষিত/অপরিষ্কার খাবার পানি সংগ্রহ;
২. নোংরা পুকুর, ডোবা ও দিঘী;
৩. খাল, বিল, হাওড় ও বাওড়;
৪. জনসাধারণের প্রাচীন অভ্যাস;
৫. পানি নিষ্কাশনের অভাবে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও বৃষ্টির পানি জমে থাকা;
৬. অস্বাস্থ্যকর ও সেঁতসেঁতে পরিবেশ;
৭. বাড়ির আশেপাশের গাছপালা;

---

১৬. *প্রাগুক্ত।*
১৭. *বঙ্গবাণী*, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩-৩৪ (১৯২৬-২৭), পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ঘন বাঁশঝাড়;

৯. ঘনজঙ্গল এবং

১০. বাড়ির আশেপাশে ধান চাষ।[১৮]

উপরোক্ত ম্যালেরিয়া রোগের বাহক মশার বংশ বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে মশার বংশ বৃদ্ধি হলেও পাট চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে তার কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। বরং এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, পাট চাষের মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা হেতু সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মশার বংশ বিস্তার রোধে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে। L.S.S. O'Malley চব্বিশ পরগণা জেলাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে তারমধ্যে উত্তর ও পূর্ব ভাগের মধ্যে তুলনা করে দেখান যে, উত্তরাংশে পাট চাষ হয় না কিন্তু সেখানে মশার বংশ বৃদ্ধি তথা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব লক্ষনীয়, কিন্তু পূর্বাংশে পাট চাষ হলেও সেখানে জনসাধারণ ম্যালেরিয়া মুক্ত। তিনি জেলার উত্তরাংশ সম্পর্কে বলেন, "The north and central thanas of Habra, Deganga, Barasat, Dum-Dum and Tollygunge. The drinking water is here very bad, being derived mainly from tanks polluted by surface drainage; the drainage channels are blocked and there are numerous swamps, and the homesteads are surrounded by dense jungle, Malaria is very prevalent."[১৯]

অন্যদিকে জেলার পূর্বাংশ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল, "The eastern thanas of Baduria and Basirhat. The inhabitants are, for the most part, sturdy Mohammadans; the country is now healthy, and the main crop is jute, which yields a handsome profit to the cultivators."[২০]

---

১৮. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Jessore*, Calcutta, 1912, PP. 59-64; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Puri*, Calcutta, 1908, P. 128; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Bankura*, Calcutta, 1908, P. 81; L.S.S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers: Howrah*, Calcutta, 1909, PP. 55-56; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Patna*, Calcutta, 1907, PP. 80-81l; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Rajshahi*, Calcutta, 1916, P. 72; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Pabna*, Calcutta, 1923, P. 40; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Midnapore*, Calcutta, 1911), P. 76; J. Byrne, *Bengal District Gazetteers: Bhagalpur*, Calcutta, 1911, P. 60; J.C.K. Peterson, *Bengal District Gazetteers: Burdwan*, Calcutta, 1910, P. 76; J.N. Gupta, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Bogra*, Allahabad, 1910, PP. 52-53; J.E. Webster, *Eastern Bengal District Gazetteers: Tippera*, Allahabad, 1910, P. 34.

১৯. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: 24 Parganas*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1914), P. 86.

২০. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নোংরা নর্দমা, যন বনজঙ্গলসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট থাকলেও পাট চাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাট চাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সরাসরি কোন সম্পর্ক পাওয়া না গেলেও ধান চাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। L.S.S. O'Malley ধান চাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক উল্লেখপূবর্ক বলেন, "Anopheles mosquitoes, which transmit malaria, breed in the stagnant water of many of these tanks and also in the rice fields, while are likewise responsible for the Propagation of malaria. In the western Portion of the district malarial fevers are comparatively rare, owing to the undulating character of the land and the previous nature of the soil which lend themselve to efficient drainage."[২১]

তবে ধান চাষের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগের বাহক এনোফিলিস মশার বংশ বৃদ্ধির সম্পর্ক থাকলেও তা একক বা প্রধান কোন কারণ নয়। প্রধানত পরিবেশগত কারণেই এনোফিলিস মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটে এবং এর মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৯০৬ সালে হাওড়া জেলার সিভিল সার্জন Lieutenant Colonel F. J. Durury একটি প্রতিবেদনে এনোফিলিস মশার বংশ বৃদ্ধির কারণ ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে বলেন,

> "I have only one record of an investigation into the prevalence of malaria in a part of the district, viz., a report on its prevalence in the village of Raspur near Amta by Captain Ross, I.M.S., Deputy Sanitary Commissioner. In the autumn of 1905 there was a heavy mortality from fever along the banks of the Damodar in the neighbourhood of Amta. This outbreak was attributed by the villagers to flooding of the adjacent lands. Captain Ross visited Raspur and considered the question in the light of modern views as to the causation of malaria. He rejected the opinion that inundation of the land was the cause of the malarial fever, and attributed it to the presence in the village of a great number of small dobas surrounded by bamboo clumps and

২১. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Bankura*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1908), P. 81

Dhaka University Institutional Repository

dense undergrowth. These dobas form an ideal breeding ground for the anopheles mosquito, which carries the germs of malaria from the sick to the healthy. The same kind of conditions and found in many villages of the district, and on the introduction of a case of malarial fever into a village the disease is likely to spread."[২২]

অর্থাৎ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, পাট চাষ নয় বরং পরিবেশগত কারণেই মশার বংশ বিস্তার ঘটে এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগ একমাত্র পাট চাষ ও পাট চাষ বৃদ্ধির কারণেই ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানী হচ্ছে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। বরং *ঢাকা প্রকাশ* এবং তার সমর্থকদের প্রচার করা উচিৎ ছিল যে, ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথমেই পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সচেতনতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা যা আসতে পারে পাট চাষের মাধ্যমে। এধরণের কোন প্রচারণা করলে তা অবশ্যই যৌক্তিক হত কোন সন্দেহ নেই। কারণ পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই মশার বংশ বিস্তার রোধ এবং ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। যেমনটা বলেছেন *বঙ্গবাণী* পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনি তাঁর পত্রিকায় 'ম্যালেরিয়া কি দূর হইবে' শিরোনামে এক প্রবন্ধে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে বলেন, "ম্যালেরিয়া দূর করিবার একমাত্র উপায় মশক বংশের ধ্বংস সাধন করা। ইহারা সাধারণতঃ ডোবা, পুকুর, কূপ ইত্যাদি জলাভূমিতে ডিম পাড়ে এবং এই ডিম্বাবস্থায় ইহাদিগকে নষ্ট করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ।"[২৩] অর্থাৎ শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার পরিবেশগত উন্নয়ন সাধনকে ম্যালেরিয়া রোগ থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া রোগ থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে পাট চাষ হ্রাস অথবা পাট চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করার উপদেশ দেননি। একই রকম পরামর্শ দিয়েছেন বৃটিশ ভারতের সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা B. C. Allen. তিনি বলেন, "The houses are buried in groves of fruittrees and bamboos, which afford indeed a pleasant shade but act as an effective barrier to the circulation of the air, and increased the humidity of the already over humid atmosphere. The Civil Surgeon

---

২২. L. S. S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers : Howrah*, (Chlcutta : Bengal Secretaricat Book Depot, 1909), PP. 55-56.

২৩. বঙ্গবাণী, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩-৩৪ (১৯২৬-২৭), পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

has found that excellent results have attended the clearance of bamboo jungle in places where fever has been Particularly bad."[২৪]

অর্থাৎ বাড়ির আশেপাশের গাছপালা, বাঁশঝাড় ও ঘনজঙ্গল পরিষ্কার করে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করলে তথা পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটাতে পারলে অবশ্যই ম্যালেরিয়া রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এর সঙ্গে পাট চাষের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং ঊনবিংশ শতকের গড়ে উঠা পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনকারীদের অভিযোগ পাট চাষ ও পাট চাষ বৃদ্ধির কারণেই দেশে মশার উদ্ভব ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব এবং এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানী ঘটছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

পাট চাষ বিরোধীদের আরেকটি অন্যতম অভিযোগ ছিল পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হচ্ছে এবং এর ফলে তাঁদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ পূর্বক তীব্র প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগে তিনটি বিষয় উঠে এসেছিল যথা কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত হওয়া এবং চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ পূর্বক প্রতিযোগীতার সৃষ্টি। এসব অভিযোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছিল সন্দেহ নেই। আর সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়াও শিক্ষিত শ্রেণী চাকুরী ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ পূর্বক প্রতিযোগীতার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এসব অভিযোগ কিছুটা সত্য হলেও *ঢাকা প্রকাশে* পত্রিকার প্রচারণা ছিল তার থেকে অনেক বেশি অতিরঞ্জিত। ১৯০০ সালের ১৯ আগস্ট *ঢাকা প্রকাশের* এক সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়ঃ

> "সুলভ শিক্ষা কৃষি ও শিল্প কার্য্যের আর একটি বিঘ্ন। এ দেশের বিষয়ে অমনোযোগী গবর্ণমেন্ট মনে করেন, শিক্ষা লাভে চোখ মুখ ফুটিলেই এদেশীয়গণ নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিবে, কিন্তু এদেশের প্রকৃতি তাহার বিপরীত। যে কৃষকের পুত্র কলম ধরিয়াছে, সে আর কদাপি হাল ধরিতে চায় না, যে শিল্পীর পুত্র কাগজে লিখিতে শিখিয়াছে, সে কদাপি কাপড় বুনতে চায় না। এদেশে লেখা পড়া শিখিলেই বাবু সাজিতে হয়, ইহা চিরন্তন সামাজিক নিয়ম, এই নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া নিম্নশ্রেণীর কাজ করিবার প্রবৃত্তি অধিকাংশ লোকেরই হইতে পারে না। বরং কৃষ্ণদাস পাল প্রধান রাজনৈতিক হইতে পারেন, কিন্তু ভাল-শাঁখা বানাইতে পারেন না; মহেন্দলাল সরকার অতবড় ডাক্তার হইয়াও গো-জাতির শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই; রাজকৃষ্ণ রায় বড় কবি হইয়াও দুগ্ধ

২৪. B. C. Allen, *Assam District Gazetteers : Sylhet*, Vol. II, (Calcutta : The Caledonian Steam Printing works, 1905), P. 265

Dhaka University Institutional Repository

> হইতে বেশি পরিমাণে ঘৃত লাভের উপায় করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত কৃষি ও শিল্পজীবী যত লোক লিখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ বাবু সাজিয়াছে ভিন্ন নিজ ব্যবসায়ের কিছু মাত্র উন্নতি করিতে পারে নাই। এতদ্বারা একদিকে যেমন কৃষি শিল্পের হানি হইয়াছে, এবং সেই হানিতে দেশের ধন ক্ষয় হইতেছে, অপরদিকে তাহারা অনন্যোপায় ভদ্রবংশীয় দিগের ব্যবসায়ে ভাগ বসাইয়া তাহাদেরও অত্যন্ত কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছে।"[২৫]

এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা ছিল সারাজীবন শুধুমাত্র তারাই যেন ধনিক শ্রেণী হয়ে টিকে থাকতে পারে এবং কৃষক শ্রেণীর সন্তানেরা যেন কোন দিন শিক্ষিত হয়ে তাদের পেশায় প্রতিযোগীতা না করে। ১৮৭৪ সালের ২২ নভেম্বর *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় 'এতদ্দেশীয় লোকের বর্তমান অবস্থা' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে চাকুরীর প্রতি অনুৎসাহিত করে বলা হয়, "চাকরি ব্যবসায়ীদিগের ত আজিকালি দুরবস্থার পরিসীমা নাই। পূর্ব্বে চাকরিতে বিলক্ষণ উপার্জ্জন ছিল, এক্ষণকার ন্যায় ব্যয়সাধ্য বাহ্যাড়ম্বর না থাকাতে তখনকার চাকরিয়াদিগের সবিশেষ সচ্ছলতাও ছিল। তাহাই দর্শন করিয়া বোধ হয় ইদানীং বহুসংখ্যক লোক চাকরিতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এ ব্যবসায়ে এখন আর লাভ মাত্র নাই। পরাধীনতা ও শোনিত-শোষক পরিশ্রম মাত্রই উহার সার হইয়া উঠিয়াছে। আয় না থাকিলেও চাকরিয়াদিগকে বাধ্য হইয়া বিবিধ বিষয়ক ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। সুতরাং অর্থকষ্ট ও ঋণ ইহাদিগের অধিকাংশেরই সহচর অনুচর হইয়া উঠিয়াছে"।[২৬] অর্থাৎ কৃষকদের সন্তানেরা যেন শিক্ষিত হয়ে চাকুরীর প্রতি আকৃষ্ট না হয় সেজন্যই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক চাকুরী সম্পর্কে এধরনের নেতিবাচক প্রচারণা চলতে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এদেশের কৃষকেরা নিচু শ্রেণীর এবং তাঁদের কোনভাবেই শিক্ষার অধিকার নেই। অর্থাৎ কৃষকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলে আজীবন কৃষক হয়েই বেঁচে থাকতে হবে। সুতরাং এ অভিযোগের মাধ্যমে কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঈর্ষা ও হীনমানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল যা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পাট চাষ বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের মধ্যে আরেকটি ছিল এই যে, পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে দেশের কৃষক শ্রেণী আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় তাদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা কৃষি কাজ ছেড়ে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে। অভিযোগটি কতটুকু যৌক্তিক

---

২৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ আগষ্ট ১৯০০ (৩ ভাদ্র ১৩০৭), পৃ. ৪।
২৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ নভেম্বর ১৮৭৪ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৮১), পৃ. ৩৮৭-৩৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এধরনের অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৮৭৪ সালের ২২ নভেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* 'এতদ্দেশীয় লোকের বর্ত্তমান অবস্থা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

> "বাহ্য দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে এদেশীয় লোকের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়াই অনুভূত হয়। অধিকাংশ লোকের বাহ্য বেশ বিন্যাস ও পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য বিবিধ বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য্য-বহু ব্যয় সাধ্য ব্যাপারাদি সম্পাদনের অত্যনুরাগ-পরিণাম চিন্তা বিরহজনিত সর্ব্বকার্য্যে সমুৎসাহ, ইত্যাদি দর্শন করিলে সহসা কাহারও উপলব্ধি হয়, অধুনাতন লোক সকল পরম সুখ সাচ্ছন্দ্যেই কাল যাপন করিতেছে? ফলতঃ পূর্ব্বে যে সকল লোক নিতান্ত কুৎসিত ও মলিন বেশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন, অনুক্ষণ যৎসামান্য খাট ও মোটা কাপড় পরিয়া যেখানে সেখানে যাইতেন, সামান্য একজোড়া চটি জুতা পায় দিয়া বড় বড় দরবারে যাইতেও সঙ্কুচিত হইতেন না, বিলাস কাহাকে বলে তাহার লেশমাত্রও জানিতেন না, সামান্য মাদুর কি একখানি শতরঞ্চী, অধিক হইলে তদুপরি একখানি চাদর পাতা হইলেই যাঁহাদিগের আসনের একশেষ আড়ম্বর হইত, নিতান্ত ধনী ও অত্যধিক উপার্জ্জনশীল না হইলে বহু ব্যয়সাধ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে সাহস পাইতেন না, পাছে চিরদিন একভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারেন, পাছে বার্ষিকীক্রিয়া ভঙ্গ করিতে হয়, এই ভয়ে যে কোন ব্যয় সাধ্য বার্ষিক কার্য্য করিতেই যাঁহারা মহা ইতস্ততঃ করিতেন, সেই সমস্ত লোকের সন্তানেরাই আজিকালি সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত ভাবধারণ করিয়াছেন! সবিশেষ ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রতিদিন নিজের ও পরিবার বর্গের বেশটীকে বিলক্ষণ পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা পাইতেছেন। মূল্যবান দুই তিন সুট বিবিধ বস্ত্রে আপদমস্তক আবৃত করিতে না পারিলে অধুনাতন লোকের ভদ্রোচিত পরিচ্ছদই হইতেছে না। পদমূলে মর্জ্জা ত নিম্নভাগে বস্ত্রপাদুকা পরিয়া তাহার পর চাকচক্যশীল অতি মসৃণ মূল্যবান চড়া জুতা পায় দিতে না পারিলে ইঁহারা সামান্য ভদ্রসমাজে যাইতেও লজ্জিত হইতেছেন, বহুসংখ্যক বেঞ্চ ও টেবল প্রভৃতি না হইলে ইঁহাদিগের আসনের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না, অতিব্যয়সাধ্য ভোজ ও ক্রিয়াকলাপ এবং বিলাসাদি ইঁহাদিগের নিত্য ক্রিয়া প্রায় হইয়া উঠিতেছে, নিতান্ত অনাবশ্যক ব্যয়েও ইঁহারা বিমুখ হইতেছেন না। এইরূপ ভাবগতি দর্শন করিলে এমন মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে পূর্ব্বাকার লোকদিগের অপেক্ষা এখনকার লোকেরা নানা বিষয়েই সুখী।"[২৭]

---

২৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ নভেম্বর ১৮৭৪ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৮১), পৃ. ৩৮৭-৩৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পজীবীর সন্তানেরা শিক্ষা গ্রহণ করে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে। ১৯০১ সালের ১৭ মার্চ *ঢাকা প্রকাশে* ভদ্র হওয়ার পন্থাস্বরূপ শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলা হয়, "শ্রমজীবীর সন্তানদিগের অনায়াসে ভদ্র হইবার সখবশতঃ ছাত্র সংখ্য বাড়িয়াছে।"[২৮] *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার সঙ্গে একইভাবে সুর মিলিয়ে *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় কৃষক শ্রেণীর সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, "কৃষকের ছেলে শিক্ষিত হয়ে উঠলে, কৃষক বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে।"[২৯] এসব অভিযোগের সারকথা ছিল দেশের কৃষক শ্রেণী শিক্ষিত হয়ে অথবা অন্য পেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃষি কাজ ছেড়ে দিচ্ছে এবং এতে করে কৃষিতে জনবল হ্রাস পাচ্ছে যা কৃষির জন্য খুবই ক্ষতিকর।

সুতরাং পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগ ছিল পাট চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা হেতু কৃষক শ্রেণী শিক্ষিত হয়ে পূর্বপুরুষের পেশা কৃষি কাজ ছেড়ে ভদ্রলোকে পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে কৃষিতে জনবল হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু এ অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে যখন আদমশুমারী শুরু হয় তারপর পরবর্তী প্রতিটি আদমশুমারীতে দেখা যায় লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে কৃষিজীবীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯০১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় কৃষিতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭১.২৭ ভাগ জড়িত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলির সঙ্গে তা তুলনা করলে শীর্ষস্থানীয়।[৩০] আর ১৯২১ সালের আদমশুমারী থেকে জানা যায় কৃষিতে জড়িত মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৭.৩ ভাগ।[৩১] কৃষিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির এ হার দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির কারণে কৃষিতে কর্মসংস্থান সম্ভুলান সম্ভব ছিল না। কারণ ব্যাপক হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভূমির পরিমাণ ছিল নির্দিষ্ট। অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। সঙ্গত কারণেই কৃষি ভূমির উপর লোকসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ভূমিতে চাপ বৃদ্ধির কারণে কৃষক শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সঙ্কট শুরু হয়। ১৮৭৪ সালের ২২ নভেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভূমিতে কর্মসংস্থানের সঙ্কট উল্লেখপূর্বক বলা হয়, "যে গ্রামে যে পরিমাণ ভূমি ছিল, সকলই পত্তন হইয়া গিয়াছে, কিছুই পতিত পড়িয়া রয় নাই। অথচ দিন দিনই ভূমি পত্তনাকাঙ্ক্ষী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করিত, তাহার মৃত্যুর পর তদীয় বহুসংখ্যক

---

২৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ মার্চ ১৯০১ (৪ চৈত্র ১৩০৭), পৃ. ৪।
২৯. *বঙ্গবাণী*, প্রথম বর্ষ ১৩২৮-২৯ (১৯২১-২২ সাল), পৃ. ৭৮।
৩০. Census of India 1901, *Bengal*, *op. cit.*, P. 382;
৩১. Census of India 1921, *Bengal*, *op. cit.*, P. 380;

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানেরা ঐ ভূমি কিছু কিছু করিয়া বিভাগ করিয়া লইতেছে। যে ভূমি একজনে কর্ষণ করিত, সেই ভূমি ৫/৭ জন কি ১০ জনে বিভাগ করিয়া লইলে মাত্র তদুৎপাদ্য শস্যাদিতে তাহাদিগের সাচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে কেন?"[৩২] ১৮৭৪ সালের ঐ বক্তব্য থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষক শ্রেণীর জীবনযাপন যারপর নাই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু পরবর্তীকালে এ অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যখন লোকসংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯২১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কৃষিজীবী মানুষের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ২.২২ একর।[৩৩] বলার অপেক্ষা রাখে না এ সামান্য জমির উৎপাদন দিয়ে তাঁদের জীবন নির্বাহ সম্ভব ছিল না। একারণেই কৃষক শ্রেণীর একটি অংশ পেশা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল। এক্ষেত্রে যারা আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছল ছিল শুধুমাত্র তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে চাকুরী ও ব্যবসায়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। উনবিংশ শতকে এধরণের পেশা পরিবর্তনকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিংশ শতকে এ সংখ্যার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এদের মধ্য থেকে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শেণীর উদ্ভব ঘটে। কৃষক শ্রেণী থেকে উঠে আসা এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনকারীদের আরেকটি অভিযোগ ছিল পাট চাষ বৃদ্ধির কারণে উর্বর আবাদি জমি অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে। ১৮৯১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* 'পাটের আবাদ ও ঢাকাবাসীর সাবধানতা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলা হয়, "পাটের আবাদ দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষকেরা টাকার লোভে পাট বুনিয়া সারবান জমিগুলিকে উষর করিয়া তুলিতেছে।"[৩৪] একইভাবে ১৮৮৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'পাটের কথা' শিরোনামের অপর এক প্রবন্ধে বলা হয়, "যে ভূমিতে পাট আবাদ হয়, ঐ ভূমিগুলির উর্ব্বরা শক্তি নিতান্ত কমিয়া যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে বার পাট জন্মে, তাহার পরবর্ত্তী দুই তিন বৎসর ধান্যাদি শস্য একরূপ জন্মে না বলিলেই হয়।"[৩৫] এসব প্রচারণার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করা হয় পাট চাষের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে যে, এর ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে ফসল উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। এমনকি কৃষকদেরকে এও বলে সতর্ক করা হয়েছিল যে, এভাবে দীর্ঘদিন পাট চাষ করতে থাকলে

---

৩২. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ নভেম্বর ১৮৭৪ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৮১), পৃ. ৩৮৯।
৩৩. Census of India 1921, *Bengal*, *op, cit*., P. 382;
৩৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ (১১ আশ্বিন ১২৯৮), পৃ. ৪।
৩৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ (৮ আশ্বিন ১২৯৫), পৃ. ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

একসময় ফসল উৎপাদন বিশেষ করে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে এবং তখন দেশের লোক তীব্র খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। ১৮৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশের* সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "পাটের কৃষির প্রধান দোষ এই, উহাতে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে। যে সকল ভূমিতে পাট উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল ভূমিতে উপযুক্তরূপে ফাস দেওয়া হয় না, দেওয়ার দরকারও পড়ে না। কাজেই ফাসের অভাবে ভূমির উৎপাদন করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে। ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হীনতায় দেশ উৎসন্ন যাইবার একটি প্রধান কারণ। পন্ডিতেরা লোক গণনার দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, প্রতি ২০ (কুড়ি) বৎসরে লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে। কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়ে না। যদি তাহা না হয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা ফসল অধিক না জন্মে, তবে এই চিরবর্দ্ধনশীল লোক প্রবাহ কেমন করিয়া বহিবে? মানুষ কি খাইয়া বাঁচিবে?"[৩৬] অর্থাৎ পাট চাষের কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতকের এধরণের প্রচারণা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিংশ শতকেও পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৪ সালে মাসিক *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় শ্রীহৃষীকেশ সেন "কৃষকের দারিদ্র্য" শিরোনামে এক প্রবন্ধে বলেন, "যে জমিতে পাট হয় সে জমিতে পাট উঠিবার পর আর ধান চাষের সময় থাকে না। কাজেই সে জমিতে ফসল একটিই।"[৩৭]

পাট চাষ বিরোধী উপরোক্ত প্রচারণা থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে বাংলার ভূমির গঠন প্রকৃতি কি উক্ত অভিযোগকে সমর্থন করে? অর্থাৎ গঠন প্রকৃতি অনুসারে বাংলার মৃত্তিকা কি পাট চাষের অনুপযোগী ছিল যার ফলে পাট চাষে ভূমি অনুর্বর হয়ে যেত? দ্বিতীয়ত, পাট চাষের কারণে ভূমিতে বছরে মাত্র একটি ফসল উৎপন্ন হয়, এ অভিযোগই বা কতটুকু যৌক্তিক ছিল? প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাকৃতিক কারণে বিশেষত মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বিশেষ উপযোগী ছিল বলেই শুধুমাত্র বাংলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাটের চাষ করা হয়। গাঙ্গেয় বদ্বীপের নদীমার্তৃক দেশ হিসেবে বাংলার ভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানকার অধিকাংশ ভূমি গঠিত হয়েছিল পলিমাটি দ্বারা। সুগত বসুর মতে বাংলার মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি হল পলি গঠিত সমভূমি এবং অসংখ্য নদীবিধৌত হওয়ার নদীর বয়ে আনা পলিমাটি ছিল খুবই উর্বর।[৩৮] উল্লেখ্য প্রতিবছর নিয়মিত বন্যা হওয়ার কারণে বলা যায় প্রতিবছরই নদীর বয়ে আনা পলি দ্বারা বাংলার অধিকাংশ ভূমি উর্বর হয়ে উঠত। এ সম্পর্কে George Patterson বলেন, "More than half of the whole area of

---

৩৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ (৩১ ভাদ্র ১২৯৬), পৃ. ৫-৬।
৩৭. *বঙ্গবাণী*, ৩য় বর্ষ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১৩৩১ বং (১৯২৪সাল), পৃ. ৬২।
৩৮. Sugata Bose, Agrarian Bengal, *op, cit.*, P. 38.

Dhaka University Institutional Repository

Bengal is composed of the rich alluvium brought down by the rivers"[৩৯] অর্থাৎ বাংলার ভূমির উর্বরতা নির্ভর করে প্রধানত নদীর বয়ে আনা পলিমাটির উপর। এক্ষেত্রে নদীর চলমান প্রবাহ বন্ধ হলেই শুধুমাত্র ভূমি অনুর্বর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং পাট চাষের সঙ্গে জমির অনুর্বর হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। একারণেই উনবিংশ শতকে পাট চাষ বিরোধী প্রচারণায় পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে জমির অনুর্বর হওয়ার যে অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা গ্রহণযোগ্য ছিল না।

প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের উত্তরেও একইভাবে বলা যায় অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ গঠন প্রকৃতি অনুসারে বাংলার ভূমি ছিল খুবই উর্বর। বস্তুত ভৌগোলিক অবস্থনগত কারণেই বাংলার অসংখ্য নদ-নদীর বয়ে আনা পলি দ্বারা গঠিত উর্বর ভূমি এবং প্রাকৃতিক কারণেই বাংলা ছিল পাট উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। শুধু তাই নয়, নদ-নদী, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণে বাংলার ভূমি এতই উর্বর ছিল যে, একই ভূমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করাও সম্ভব ছিল। এ সম্পর্কে George Patterson বলেন, "The rivers which have made the soil annually enrich it, for the silt which they bring down when in flood and deposit over enormous areas is the best of all possible natural manures. The abundant rainfall and warm, damp atomsphere are also favourable to vegetation. All causes thus combine to make the province one of unusual natural wealth. The crops are heavy, and in many parts the land is cropped twice a year."[৪০] একইভাবে J. N. Gupta উল্লেখ করেন যে, অসংখ্য নদী বিধৌত বাংলার পলি গঠিত ভূমি এতই উর্বর ছিল যে এখানকার ভূমি বছরে দুই বা তিনটি ফসল উৎপন্ন হওয়ার উপযোগী ছিল।[৪১] একই ভূমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন সম্পর্কে তিনি বলেন, "Paddy is very often sown after jute, and where this is not done rabi crops, such as kahan, mustard, etc., are almost invariably grown. These latter crops are also sown in fields, which have yielded a crop of paddy before, and there are fields that produce jute, paddy, and kahan or karanchi in the same agricultural year."[৪২] অর্থাৎ বাংলার মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি অনুসারে ভূমি এতই উর্বর ছিল যে, একই ভূমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন

---

৩৯. George Patterson, *op. cit.*, P. 13.
৪০. *Ibid.*
৪১. J. N. Gupta, *op. cit.*, P. 58.
৪২. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

করা সম্ভব ছিল। সুতরাং পাট চাষ করলে একই বছরে অন্য কোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব নয়, এমনকি পরবর্তী দুই-তিন বছরও অনুর্বরতার কারণে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয় সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগসমূহ যৌক্তিক না হলে এধরণের অভিযোগ উত্থাপনের কারণ কি ছিল? সংক্ষেপে বলতে গেলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষকেরা পাট চাষ সম্প্রসারণে উৎসাহী হলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ পাট চাষের বিরোধীতা শুরু করে। অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের পাট চাষ সম্প্রসারণ পছন্দ হয়নি বলেই কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে এবং পাট চাষের বিরোধীতা করে। তবে কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ কৃষক শ্রেণীর আর্থিক স্বচ্ছলতাকে সুনজরে দেখতে পারেনি বলেই পাট চাষ বিরোধী প্রচারণা শুরু করে। অনেকের মতে পাট চাষ বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হীনমানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। অন্যদিকে বাংলার কৃষক শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। একারণেই অনেকে মনে করেন যে, পাট চাষের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণসহ কৃষক শ্রেণীর উন্নতিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে গড়ে উঠা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি সুনজরে দেখতে পারেনি। অর্থাৎ কৃষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পাট চাষ বিরোধীদের অভিযোগ উত্থাপনের কারণ ছিল সম্প্রদায়গত। বলার অপেক্ষা রাখে না এধরণের অভিযোগ সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত কারণেই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাট চাষ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

এখন প্রশ্ন হল পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় উনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে বরং নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। উনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার আহবান সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি এবং বিশেষ করে উনবিংশ শতকের আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দল তাঁদেরকে সমর্থন করেনি। ১৮৮৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর *ঢাকা প্রকাশে* রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে উনবিংশ শতকের আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতি দল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনে সাড়া দেয়ার জন্য আহ্বান করে বলা হয়, "আমরা

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত আছি; গগণ ফাটাইয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা করিতেছি; কিন্তু দেশের অবস্থা যে কি সেটুকুও দেখিতেছি না। কত দিক দিয়া যে কত সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইতেছে আমরা সে দিকের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতেছি না। বাঙ্গালীর মত এই অবিমৃষ্যকারী ও অপরিণামদর্শী জগতে আর নাই। যাহা হউক আমরা প্রার্থনা করি, যাহারা দেশের আশা ও ভরসার স্থল তাঁহারা সত্বর হউন। যাহাতে পাটের কল্যাণে দেশের শস্য রাশি উৎসন্ন না হয় তাহার উপায় করুন। ২ কোটি মণ পাটের পরিবর্ত্তে, দুই কোটি মণ না হউক এক কোটি মণ ধান্য উৎপন্ন হইলেও দেশের লোক খাইয়া বাঁচিতে পারে। তাই বলি এখনও সময় আছে, সত্বর হউন।"[৪৩] কিন্তু এ আহ্বানে তখন সাড়া দেয়নি কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ। প্রসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ্য যে, ঊনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করেছিল।

অন্যদিকে জমিদার শ্রেণীও ঊনবিংশ শতকের পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে বরং নীরব ভূমিকা পালন করেছিল। এমন কি অনেকে মনে করেন যে, জমিদার শ্রেণী পাট চাষের বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে হলেও উৎসাহিত করেছিল। কারণ পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণপূর্বক পাট চাষ হ্রাস পেলেই বরং জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হত। বস্তুত কৃষকদের পাট চাষ বৃদ্ধি ও ভাল মূল্য প্রাপ্তির উপর নির্ভর করত জমিদারদের নিয়মিত খাজনা আদায়। ১৮৯৭ সালের ৩ জানুয়ারি *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় জমিদার শ্রেণীর পাট চাষের বিরোধীতা না করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, "দেশীয় জমিদারগণ নিজ নিজ স্বার্থেই তৎপর, পাটের চাষে তাঁদের খাজনা আদায়ের কোন বিঘ্ন বাধা নাই, কাজেই ধান্য চাষের উপর তত লক্ষ্য নাই, গরীব প্রজারা খাইতে পায় আর না পায় তাতে বোধ হয়, তাঁদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"[৪৪] একইভাবে ১৮৯৭ সালের ২০ জুন *ঢাকা প্রকাশে* জমিদার শ্রেণীর পাট চাষের বিরোধীতা না করে বরং কৃষকদেরকে পাট চাষে উৎসাহিত করার কারণ উল্লেখপূর্বক বলা হয়, "জমিদারগণ নিজ নিজ প্রজাবর্গকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতেছে না বটে, কিন্তু এই টাকা আদায় করিবার জন্য ধান চাষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোষ্টার চাষের উন্নতিতেই যত্নবান দেখা যায়।"[৪৫] সুতরাং নিয়মিত খাজনা আদায়ের স্বার্থেই জমিদার শ্রেণী পাট চাষের বিরোধীতা না করে বরং নীরব ভূমিকা পালন করে, এমন কি তারা পাট চাষ বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে হলেও কৃষকদেরকে উৎসাহিত করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কৃষক শ্রেণীও তাঁদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থেই পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন।

---

৪৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ (৩১ ভাদ্র ১২৯৬), পৃ. ৬।
৪৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ (২০ পৌষ ১৩০৩), পৃ. ১০।
৪৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ২০ জুন ১৮৯৭ (৭ আষাঢ় ১৩০৪), পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়। বিংশ শতকের বিশের দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস পাট চাষ সীমিত করার প্রশ্নে প্রচারণা শুরু করে। অতঃপর বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রেক্ষাপটে পাটের মূল্য পতনকে প্রতিরোধ করে কৃষকদের পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিণ আন্দোলন গড়ে উঠে। পাট চাষ নিয়ন্ত্রিণ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল পাট চাষ সীমিত করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা। এ আন্দোলনে প্রধানত সরকার এবং কংগ্রেস দল পাট চাষ নিয়ন্ত্রিণে প্রচারণা চালায়। বিংশ শতকের পাট চাষ নিয়ন্ত্রিণ আন্দোলনের প্রধান যুক্তি ছিল,

১. অতিরিক্ত পাট চাষের ফলে কৃষকেরা পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বা সীমিত করে পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২. পাট চাষের বিকল্প হিসেবে ধান ও আখ চাষসহ অন্যান্য ফসলের চাষ করে কৃষকেরা বেশি লাভবান হতে পারবে।

কিন্তু বিংশ শতকের বিশের দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করলে একই সময়ে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা তার বিরোধীতা করে। অর্থাৎ পত্রিকাটি এ সময় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে পাট চাষের সম্প্রসারণে কৃষকদের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯২৮ সালের ২৫ মার্চ *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় একটি নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয় কলামে কংগ্রেস দলের বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র বসুর পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিরোধীতা করে বলা হয়, "সুভাষচন্দ্র যে সমাজের লোক সেই সমাজ পাটও চাষ করে না, ধানও চাষ করে না; জীবন ধারনের জন্য চাউল কিনিতে হয়। চাষীরা যদি পাট চাষ ছাড়িয়া পুনরায় ধান চাষ ধরে তবে চাহিদা অপেক্ষা ধানের উৎপন্ন বেশি হইবে, ধানের তথা চাউলের দর কমিয়া আসিবে, তাহাতে ভোগী সমাজের সুলভ মূল্যে খোড়াক জুটিবে কিন্তু উৎপাদক চাষীদের কি স্বার্থ? তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে।"[৪৬] অর্থাৎ *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা সুভাষচন্দ্র বসু তথা কংগ্রেসের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিরোধীতা করে। শুধু তাই নয়, পাটকে বাংলার একচেটিয়া কৃষি উল্লেখপূর্বক পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিরোধীতা করে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় বলা হয়ঃ

> "পাট বাংলার একচেটিয়া কৃষি। দেশের একটী কৃষি সম্পদকে নষ্ট বা বিলোপ করিতে চেষ্টা করা দেশদ্রোহীতা। চাষীরা পাট উৎপন্ন করে, তোমরা লেখাপড়া শিখিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া, পাটের চাহিদা বাড়াইয়া নূতন শিল্প সৃজনের চেষ্টা করিয়া দেশের সম্পদ বাড়াইবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে চাহ না; ভ্রান্ত যুক্তির মোহে কৃষককূলকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে সমাজের শ্রেণী বিশেষের

৪৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ মার্চ ১৯২৮ (১২ চৈত্র ১৩৩৪), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থের জন্য বড় রূপে ব্যবহার করিতে চাও? পাট চাষ বন্ধ করিতে ত উপদেশ দেওয়া হইল; বেশ এখন এই অর্থ, সমর্থ ও ভূমি কোন চাষে নিযুক্ত করা হইবে? ধানে? সুভাষ চন্দ্র তাহা উল্লেখ করেন নাই। কারণ তুলনা আলোচনায় তিনি তাহার মতামত কোন দ্রব্য পাটের মত লাভজনক দেখাইতে পারিবেন না ইহা তিনি বেশ জানেন। পাটের চাষ কমাইয়া নহে, পাটের চাহিদা বাড়াইয়াই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। একমাত্র ডান্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে এই বিপুল পৃথিবীর বহু বাজারে পাটের চাহিদা হয়, যাহাতে পাটক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগীতা উপস্থিত হয় সে ব্যবস্থার পরামর্শ সুভাষ চন্দ্র দেন নাই কেন? একচেটিয়া উৎপাদনের অধিকার ও সুযোগের সুবিধা বাঙ্গালার চাষী গ্রহণ করিতে পারে না, সুভাষ সে বিষয় একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়াছেন কি? উৎপাদক, চাষী ও রপ্তানীকারক কোম্পানীর মধ্যে যে 'ফড়িয়া' ও দালাল দল দুধের সরটুকু চুষিতেছে, সে বিষয় সুভাষ চন্দ্র নীরব কেন? সমবায় প্রণালীতে উৎপাদক সঙ্ঘ গঠিত করিয়া একবারে রপ্তানীর ব্যবসা চালাইতে পারিলে গরীব কৃষক উচিৎ মূল্য পায় সে ব্যবস্থা করিতে সুভাষ চন্দ্র অগ্রসর নহেন কেন? আদৎ কথা এই যে কৃষকের স্বার্থরক্ষা নহে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি নহে, বর্ত্তমান রাজনীতি বিলাসী দেশ প্রীতির আবরণে, আপন স্বেচ্ছাচারিতায় আত্মপ্রসাদ লাভ করাই চরম মনে করেন।"[৪৭]

সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা বিংশ শতকে কংগ্রেসের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিরোধীতার মাধ্যমে বরং পাট চাষ সম্প্রসারণকে সমর্থন করে। অর্থাৎ বিংশ শতকে পত্রিকাটি পাট চাষের সম্প্রসারণের পক্ষে অবস্থান নেয়। প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিংশ শতকে কংগ্রেসের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সময় কৃষক ও জমিদার শ্রেণী নীরব ভূমিকা পালন করেছিল।

---

৪৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিকভাবে বাংলায় পাট চাষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ক্রিমীয় যুদ্ধ, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিকভাবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু অভ্যন্তরীণভাবে পাটজাত পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ সালে বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় এবং এরপর অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অভ্যন্তরীণভাবেও কাঁচা পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ একদিকে আন্তর্জাতিক চাহিদা এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলায় উল্লেখযোগ্য হারে পাট চাষ বৃদ্ধি পায়।

বস্তুত উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যান্য ফসলের তুলনায় পাট চাষ লাভজনক ছিল বলেই কৃষকেরা পাট চাষের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পাট চাষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পাট চাষ বৃদ্ধির এই ধারা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে পাট চাষ লাভজনক হলেও কৃষকেরা পাটের ন্যায্যমূল্য পেত না। তারপরও পাট চাষ বাংলার কৃষকদের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এম. মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, "The main impetus behind increased production of jute was provided by the fact that this crop was more profitable than the alternative ones. Jute remained a more profitable crop even during the depression years of the 1930s. This was so despite the fact that for a variety of reasons the jute growers did not received a 'fair' price for their Produce. Thus, expansion of jute cultivation was a positive development in the agrarian life of the province."[১]

বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ইতিহাসে পাট চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যায় পাট চাষের মাধ্যমেই বাংলার কৃষক সমাজের একটি অংশ আর্থিক সচ্ছলতার স্বাদ পেয়েছিল। আর্থিক সচ্ছলতার এ ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত (এমনকি আজকের দিনেও) বাংলার কৃষক সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা। বিশেষ করে পূর্ববাংলার কৃষকদের ক্ষেত্রে কথাটি বেশি প্রযোজ্য ছিল। সাধারণত কৃষকেরা বিভিন্ন কারণে যেমন জমিদারের খাজনা পরিশোধ[২], বার্ষিক অনুষ্ঠান, বিয়ে প্রভৃতি খরচ মেটানোর জন্য ঋণ গ্রহণ করত। কিন্তু ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কৃষকদের সমস্যা ছিল তাঁদের জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হত তা দিয়ে তাঁদের সংসার

---

১. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 14.

২. *Ibid*, P. 8.

Dhaka University Institutional Repository

চালানোই কষ্টকর ছিল। ফলে কৃষকেরা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে পুনরায় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ত। এর সুদূরপ্রসারী ফল ছিল এই যে, একবার যে কৃষক ঋণ গ্রহণ করত তা পরবর্তীকালে পুরুষানুক্রমে চলতে থাকত। অন্যদিকে কৃষকেরা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ এ অভিযোগে মহাজনেরাও কৃষকদের ঋণ দিতে অপরাগতা জানাত। ফলে কৃষকেরা খাজনা পরিশোধসহ অন্যান্য খরচ নির্বাহ করতে পারত না। কিন্তু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় পাট চাষ শুরুর পর থেকে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। পাট চাষের কারণে কৃষকদের ঋণের চাপ কিছুটা হ্রাস পায়।[৩] শুধু তাই নয়, পাট চাষের মাধ্যমে কৃষকেরা সহজেই ঋণ শোধ করতে পারত বলে মহাজনেরাও কৃষকদের বিপদের সময় ঋণ দিত। ১৮৭৯ সালের ১৮ মে ঢাকা প্রকাশে ধান চাষ ও পাট চাষের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখপূর্বক পাট চাষের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বলা হয়, "ধান নষ্ট হয়ে অল্প উৎপাদন হলে সংসার খরচেই ব্যয়িত হয়, কিন্তু পাট অল্প হলেও তা বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে পারত কৃষকরা।"[৪] সুতরাং পাট চাষ বাংলা তথা পূর্ববাংলার ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জীবনে কিছুটা হলেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন আমল থেকেই বাংলা তথা পূর্ববাংলা একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত। যদিও বৃটিশ শাসনামলে বাংলার একটি অংশে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলা তথা কলকাতার আশেপাশে বেশ কিছু শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠে; কিন্তু অবশিষ্ট অংশ বিশেষ করে প্রধান পাট চাষ অঞ্চল পূর্ববাংলা পূর্বের ন্যায় কৃষি প্রধানই থেকে যায়। কৃষি প্রধান অঞ্চলের কৃষির উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে সেখানকার মানুষের বিশেষ করে কৃষক সমাজের উন্নতি অবনতি। প্রধান পাট চাষ অঞ্চল পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জনগণ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি প্রধান সমস্যা ছিল এই যে, বৃটিশ শাসনামলের শুরু থেকেই মুসলমানরা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা বিরোধী। মুসলমানদের নিকট থেকে বৃটিশদের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বৃটিশদের সঙ্গে মুসলমানদের বৈরী সম্পর্কের (একদিকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যেমন বৃটিশ পূর্ব শাসকগোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদেরকে তাঁদের শত্রু মনে করত, তেমনি মুসলমানরাও তাঁদের নিকট থেকে বৃটিশদের ক্ষমতা দখলের কারণে বৃটিশদের বিরোধী ছিল) কারণে মুসলমানরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় বৃটিশ শাসনামলের শুরু থেকেই বৃটিশ-মুসলিম বৈরী সম্পর্কের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। বৃটিশদের সমর্থনকারী হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায় বৃটিশদের অনুগ্রহ-আনুকূল্যের সুযোগ গ্রহণ করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে বৃটিশদের অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ে চাকুরী গ্রহণপূর্বক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বিভিন্ন পন্থায় সম্পদশালী হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ ছিল মুসলমান। পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায় একদিকে যেমন অধিক সম্পত্তির

---

৩. Dharma Kumar, *op, cit.*, P. 146.

৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ মে ১৮৭৯ (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬), পৃ. ১১৫।

অধিকারী ছিল (এমনকি পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদারও ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের), অন্যদিকে চাকুরী এবং ব্যবসায়েও ছিল তাদের একচেটিয়া অধিকার। যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ করে নিচু বর্ণের হিন্দু জনগণ উক্ত সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ছিল। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদে অধিকাংশই ছিল কৃষক শ্রেণীর। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাট চাষের মাধ্যমে কৃষক শ্রেণীর জীবনে যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তা মুসলমান কৃষক শ্রেণীর জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীআনন্দনাথ রায়ের মতে, পাট চাষ মুসলমান কৃষক শ্রেণীর (নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, "পাটে প্রচুর লাভ পাইয়া মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা ভাল। প্রত্যেকেই টিনের ঘরের ব্যবস্থা করিয়া ও গয়না তৈয়ার করিয়া আপনার উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে।"[৫] এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাট চাষের মাধ্যমে মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল। এম. মোফাখখারুল ইসলাম এর মতে, পাট চাষের কারণে বাংলায় (বিশেষত পূর্ববঙ্গীয় জেলাগুলিতে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে) একদিকে যেমন দরিদ্র কৃষকদের এক অংশের জীবনে কিছুটা সচ্ছলতা আসে, অপরদিকে তেমনি একটি ধনী কৃষক শ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হয়।[৬] ধনী কৃষক শ্রেণীর এ আর্থিক সচ্ছলতার কারণেই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে স্কুল কলেজে মুসলমান ছাত্র বৃদ্ধিই তার প্রমাণ। ১৯০৯-১০ সালের শিক্ষা বিবরণে দেখা যায় কলেজে মুসলমান ছাত্র বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫ জনের স্থলে হয়েছে ২৩০ জন এবং স্কুলের মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০০০ জন।"[৭] ১৯০৬-০৭ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলায় মুসলমান ছাত্র বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৬.৮ ভাগ এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩৫.১ ভাগে উন্নীত হয়।[৮] এভাবে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীকালেও তা অব্যাহত থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শিক্ষিত মুসলমানদের থেকে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা মুসলমানরা পরবর্তীকালে সরকারের নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে খান বাহাদুর, খান সাহেব [৯] প্রভৃতি উপাধি পান যা প্রমাণ করে মুসলমানরা সামাজিক ভাবে অনেক উপরে স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করে রাজনৈতিকভাবেও সচেতন হয়ে

---

৫. শ্রীআনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস : ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত*, ১ম খন্ড, (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৬), পৃ. ১৭।

৬. এম. মোফাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬।

৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১ জানুয়ারি ১৯১০, পৃ. ৬।

৮. এস. এম. রেজাউল করিম রেজা, '১৯৪৬ সালের নির্বাচন ঃ পূর্ব বাংলার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১৪১১ সন, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০০৪), পৃ. ২৭।

৯. দ্রষ্টব্য, ১৯২৭ সালের ২৫ জুলাই ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন বাহাদুর এক দরবার বসিয়ে মুসলমানদের মধ্য থেকে অক্কমজী ও সৈয়দ মোজ্জেম উদ্দীন হোসেনকে 'খান বাহাদুর' উপাধির সনদ প্রদান করেন এবং মৌলবী ওয়াহিদান নবী, মৌলবী আসরফ হোসেন, মৌলবী সামসুদ্দীন আহমেদ ও মৌলবী আবদুল জব্বার ভূঁইঞাকে 'খান সাহেব' উপাধির সনদ প্রদান করেন। এঁরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে উঠে আসা। দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ৩১ জুলাই ১৯২৭ (১৫ শ্রাবণ ১৩৩৪), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

উঠে এবং তাদের অনেকেই রাজনীতিতে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা মুসলমানরাই মুসলিম সম্প্রদায়ের এমন কি জাতীয়ভাবে নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[১০] এই মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে (এমনকি বাংলাদেশের অভ্যুদয়েও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং বাংলায় পাট চাষের মাধ্যমে মুসলমানরা যে আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে তার গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, উনবিংশ ও বিংশ শতকে যে পাট চাষ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে তার কোন প্রচারণায় উল্লেখযোগ্য কোন মুসলমান ব্যক্তিত্ব অথবা রাজনৈতিক নেতা অংশগ্রহণ করেনি। পাট চাষ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানরা ছিল নীরব ভূমিকায়। বরং বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে মুসলমান নেতারা পাটের মূল্য বৃদ্ধির দাবি করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ যে ২৫ দফা দাবি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে তার মধ্যে অন্যতম একটি ছিল পাটের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত।[১১] এছাড়াও শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে যে ১৪ দফা নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে তারমধ্যে অন্যতম ছিল পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করে পাটের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত।[১২] এমনকি ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফা নির্বাচনী ইশতাহার ঘোষণা করে, তার ৩ নং দফায় পাট সম্পর্কে বলা হয়, "পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনায়ন করে পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।"[১৩] উল্লেখ্য ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টি এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়। এটা প্রমাণ করে পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে পাট সংক্রান্ত ইস্যু কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পূর্ববাংলার জনগণের বিশেষ করে মুসলমান জনগণের নিকট পাট এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার মুল কারণ ছিল তাঁরা অধিকাংশ ছিল কৃষক শ্রেণীর এবং কৃষক শ্রেণী থেকে উঠে আসা এ রাজনৈতিক নেতারই পাট সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে নির্বাচনে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ মুসলমান নেতারা পাট চাষের প্রতি সচেতন ছিলেন এবং পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি অথবা পাটের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, পাট চাষ পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও মুসলিম নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

---

১০. এস. এম. রেজাউল করিম রেজা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।

১১. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim politics 1936-1947*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987), P. 59.

১২. *Ibid*, P. 60.

১৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, প্রথম খন্ড, (ঢাকা ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৩৭৩; আবু মোঃ সেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, '১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া', *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৮৭, মে-আগস্ট ২০০৩, (ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ২০০৩), পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ভূতীয়ত, উনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলায় পাট চাষ তথা পাট চাষ বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক ছিল এই যে, শুধুমাত্র পাট চাষের কারণেই বাংলা তথা পূর্ববাংলার বেশ কিছু স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর ফলে পূর্ববাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব বাংলার প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল যেমন বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থান পাটের উপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। K. D. Guha পাট চাষের মাধ্যমে পূর্ববাংলার পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, "Pabna took advantage of the new position because of the suitability of the local conditions for the cultivation of the best quality of jute and a very important agricultural industry sprang up in the district with Serajganj as the headquarters which at one time used to transact about 50 per cent of the total jute trade in Bengal and is now second only to Narayangunge of Dacca as a jute exporting station." [১৪]

শুধু তাই নয়, পাটের ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণেই পূর্ববাংলার চট্টগ্রাম বন্দর ও নারায়ণগঞ্জ বন্দর সহ অনেক স্থান গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা প্রকাশে নারায়ণগঞ্জ সম্পর্কে বলা হয়, "অধুনা নারায়ণগঞ্জের গুরুতর ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল, ইহা একটী অতি প্রধান বাণিজ্য নগরে পরিণত হইতে চলিল? বড় বড় সাহেব কোম্পানির কুঠী হইতেছে, রেলওয়ের রাস্তারও অনেক দূর হইয়া আসিল, এদিকে গবর্ণমেন্টও অনেকগুলি ভূমি সরকারী কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিলেন।"[১৫] অনেকের মতে নারায়ণগঞ্জ পাটের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে একদিকে রেল যোগাযোগ স্থাপন এবং অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরকে বাদ দিয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মিসবাহউদ্দিন খান নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন,

> "চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নের চিন্তা না করে চট্টগ্রামের স্থলে নারায়ণগঞ্জকে বাণিজ্যিক বন্দরে রূপান্তরিত করার চিন্তা ভাবনা কিছু লোকের ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে, নারায়ণগঞ্জকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে উন্নয়ন করা যায়। ... ১৮৭৫ সালে নারায়ণগঞ্জের কিছু ব্যবসায়ীর চাপে বাংলার সরকার হুগলী নদী জরিপকারক লে. লককে দিয়ে মেঘনা নদীর জরিপ করান। জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, মেঘনা নদী দিয়ে নারায়ণগঞ্জ আসতে প্রায় ৭০ মাইল পর্যন্ত কোনো জাহাজ ১৫ ফুট ড্রাফটের বেশি মাল নিয়ে চলাচল করতে পারবে না (যেখানে চট্টগ্রাম বন্দরে ২৪ ফুট ড্রাফটের জাহাজ নিরাপদে আসা যাওয়া

---

১৪. *Report on the Industrial survey of the District of Pabna, 1934*, P. i.

১৫. ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ (৭ ফাল্গুন ১২৮৯), পৃ. ৫৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারতো)। অতএব সরকার নারায়ণগঞ্জকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে ব্যবহার করার চিন্তা থেকে বিরত হলেন। অতঃপর সবাই সিদ্ধান্ত নেন যে মেঘনা অববাহিকার পশ্চাৎভাগের জন্য চট্টগ্রামই আন্তর্জাতকি বাণিজ্যের জন্য একমাত্র উপযুক্ত।"[১৬]

যদিও নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি কিন্তু এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নারায়ণগঞ্জ বন্দর ব্যবসায়ীদের নিকট কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম বন্দরকে বাদ দিয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৯০০ সালের ৫ আগস্ট ঢাকা প্রকাশের 'চট্টগ্রামের বাণিজ্য' শিরোনামের একটি প্রবন্ধের মন্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐ প্রবন্ধে বলা হয়, "চট্টগ্রামে যে পাটের আমদানী হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জাহাজের দ্বারা নারায়ণগঞ্জ বন্দর হইতে; এ বিষয়েও রেলের সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ এই যে, নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে চট্টগ্রাম রেলের সংযোগ না থাকায় জাহাজে মাল বোঝাই করিতে হয়। একবার বোঝাই করিয়া চান্দপুর রেল ষ্টেশনে নামানে উঠানে যে ব্যয় ও সময় লাগে তাহাতে একেবারে জাহাজ দ্বারাই চট্টগ্রামে পৌছান চলে। এ নিমিত্তই নারায়ণগঞ্জের মাল রেলে না দিয়া জাহাজের সাহায্যে চট্টগ্রামে পাঠান হয়।"[১৭] সুতরাং এ বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্যবসায়ীরা তাঁদের পাট একবার নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রামে এবং তারপর চট্টগ্রাম থেকে বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ খরচ না করে বরং একবারে নারায়ণগঞ্জ থেকে বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যেই নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। মিসবাহউদ্দিন খান 'স্থানীয় জলযানগুলো পাট বাণিজ্যে খুব বেশি নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসা যাওয়া করা'কেই চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।[১৮] অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠার পশ্চাতেও নারায়ণগঞ্জ বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং প্রধানত পাটের ব্যবসা বাণিজ্যের কারণেই নারায়ণগঞ্জ বন্দর অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও পাটের ব্যবসা বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুত ভৌগোলিক অবস্থান ও বন্দরে জাহাজ আগমনের সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কলকাতা বন্দরসহ অন্যান্য প্রায় সব বন্দর থেকেই অগ্রণী ছিল। মিসবাহউদ্দিন খান বলেন, যদিও আন্তর্জাতিক ও উপকূলীয় বাণিজ্যের জন্য ১৮৬২ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কর্ণফুলি নদী সংরক্ষণ ও নদীশাসনের জন্য কিছুই খরচ করা হয়নি, তারপরও দু'হাজার টনের জাহাজ অনায়াসে চট্টগ্রাম বন্দরে

---

১৬. মিসবাহউদ্দিন খান, *চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস (১৮৮৮-১৯০০)*, (ঢাকা ঃ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫), পৃ. ৬৬-৬৭।

১৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ আগস্ট ১৯০০ (২১ শ্রাবণ ১৩০৭), পৃ. ৪।

১৮. মিসবাহউদ্দিন খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আসতে ও বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারত।[১৯] এটা কলকাতা বন্দরের ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। তারপরও কলকাতা বন্দরে পাটের বাণিজ্য বেশি হত এবং একারণেই চট্টগ্রাম বন্দরে পাটের বাণিজ্য ধীরগতিতে বাড়তে থাকে। এককথায় বলতে গেলে চট্টগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল পূর্ববাংলার (বর্তমান বংলাদেশের) পাটের বাণিজ্য। বলা যায় পূর্ববাংলায়ই অধিকাংশ পাটের চাষ হত। কলকাতার সঙ্গে পূর্ববাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় এখানকার উৎপন্ন অধিকাংশ পাট নারায়ণগঞ্জ বন্দর হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে যেত এবং চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৮৮৯ সালে সর্বমোট ৪১ টি জাহাজ বিদেশে যাত্রা করে, তন্মধ্যে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে ২৫টি এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ৮টি জাহাজ পাট নিয়ে যায়। ১৮৯১-৯২ সালে সর্বমোট ৩৬টি জাহাজ বিদেশে যাত্রা করে যার মধ্যে যুক্তরাজ্য, নিউইয়র্ক, বোস্টন এবং হামবুর্গের উদ্দেশ্যে ১৯টি জাহাজ পাট নিয়ে যায়।[২০] এভাবে উনিশ শতকের শেষ দশ বছরে সর্বমোট ২৬২টি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করে এবং এ সমস্ত জাহাজের অধিকাংশই পাট বহন করে নিয়ে যায়।[২১] মিসবাহউদ্দিন খানের মতে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিদেশে পাট রপ্তানি আরও বাড়ত যদি বন্দরের সঙ্গে জলপথে, রেলপথে ও সড়ক পথে উন্নত ও নিশ্চিত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকত। তিনি আরও বলেন, প্রধান পাট চাষ জেলা সমূহের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অনেক পাট রপ্তানীকারকই নারায়ণগঞ্জসহ অনেক স্থান থেকে অভ্যন্তরীণ নৌপথে কলকাতায় পাট রপ্তানি করত।[২২] অর্থাৎ পূর্ববাংলার প্রধান পাট চাষ অঞ্চলের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের আরও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ থাকলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আরও অনেক বেশি জাহাজ বিদেশে পাট নিয়ে যেতে পারত। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে পূর্ববাংলার প্রধান পাট চাষ জেলাগুলির উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। অবশ্য এর একটি কারণও ছিল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সব সময় চাইত কলকাতা বন্দর দিয়ে দেশের সমস্ত আমদানি রপ্তানি হোক। কারণ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী ছিল কলকাতা। একারণে নিকটবর্তী বন্দর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই প্রধানত বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কলকাতা বন্দরকে একটু বেশি গুরুত্ব দিত। যাহোক, বিভিন্ন পণ্যের আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর খুব বেশি গুরুত্ব না পেলেও শুধুমাত্র পাট রপ্তানি করেই চট্টগ্রাম বন্দর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ী এবং বাংলা তথা পূর্ববাংলার জনগণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুতরাং পাটের আমদানি রপ্তানির কারণেই চট্টগ্রাম বন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এখানকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

---

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১, ৭৩।
২১. বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১-৭৬।
২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয় রেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যদিও ঊনবিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় রেল চালু হয়, কিন্তু ১৮৬২ সালের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলায় রেলপথ চালু হয়নি। ১৮৬২ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেল পথ প্রতিষ্ঠা পায় এবং রেলগাড়ী চালু হয়। অতঃপর ১৮৭১ সালে কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত অর্থাৎ কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। শুধু তাই নয়, ১৮৮৫ সাল নাগাদ ময়মনসিংহ-ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পর্যন্তও রেলপথ চালু হয়।[২৩] পূর্ববাংলায় রেল পথ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পূর্ববাংলায় রেলপথ প্রতিষ্ঠার কারণে এখানকার মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত পূর্ববাংলায় রেল প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাটের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে পূর্ববাংলার সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। কলকাতা থেকে পূর্ববাংলা পর্যন্ত যে রেলপথ চালু হয় তার গতিপথ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যে সব জেলাসমূহে অধিক পাট চাষ হত অথবা পাটের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, সে সব জেলাসমূহের সঙ্গেই রেলপথ সংযুক্ত করা হয়। যেমন নারায়ণগঞ্জ ছিল পাটের ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। একারণেই ১৮৮৫ সালে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের মধ্যকার ১০.২৫ মাইল রেলপথ নির্মাণ করে নারয়ণগঞ্জ-ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ চালু করা হয়।[২৪] রেল চালু হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ বন্দর যে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা ১৮৮৯ সালের নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে 'কাস্টমস পোর্ট' হিসেবে ঘোষণা থেকেই বুঝা যায়।[২৫] নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে রেল চালু হওয়ার পর এখানকার মানুষের জীবনেও আসে পরিবর্তন, তাদের মধ্যে দেখা দেয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ১৮৮৫ সালের ১৩ জানুয়ারি ঢাকা প্রকাশে বলা হয়, "নারায়ণগঞ্জ শহরটি নতুন নতুন শোভায় শোভিত হইতেছে। কয়েক দিবস যাবৎ ঢাকা পর্যন্ত রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে। নতুন স্টেশনগুলিতে যাইয়া দেখুন উহা নুতন নুতন লোকে আকীর্ণ বিশেষত ছাত্রমন্ডলী কেহবা নারায়ণগঞ্জ দর্শন করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে, কেহবা দর্শনার্থ ট্রেন হইতে নামিতেছে। বলা বাহুল্য, আমরা এই সুখজনক দৃশ্য দর্শনে নতুন আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি।"[২৬] শুধু নারায়ণগঞ্জই নয়, রেল প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার প্রায় প্রত্যেকটি স্থানেই বিশেষ করে পাট চাষ প্রধান জেলা সমূহে এধরণের প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যায়। এর প্রধান কারণ ছিল পাটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ীসহ সবার মধ্যেই একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। বস্তুত রেল প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। ঢাকা রিভিউতে পূর্ব

---

২৩. দ্রষ্টব্য, বাংলা তথা পূর্ববাংলায় রেলপথ বিস্তার সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Ian J. Kerr (ed.), *Railways in Modern India*, (New Delhi : Oxford University Press, 2001), PP. 126-146; M. B. K. Malik, *Hundred Years of Pakistan Railways*, (Karachi : Ministry of Railways and Communications, Government of Pakistan, 1962), PP. 1-16; দিলারুল সোহানী কবির, *পূর্ববাংলায় রেলওয়ের আগমন এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর এর প্রভাব, ১৮৮০-১৯৪৭*, পিএইচ. ডি. থিসিস (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১-১৪।

২৪. দিলারুল সোহানী কবির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭।

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

২৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ জানুয়ারি ১৮৮৫ (৬ মাঘ ১২৯১), পৃ. ৪৯০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় রেল প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববাংলার বিশেষ করে ঢাকার উন্নতি সম্পর্কে বলা হয়, প্রথমত, ঢাকার সার্বিক উন্নতি এবং পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন ঘটে; দ্বিতীয়ত, রেললাইন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়; তৃতীয়ত, ঢাকার প্রধান রেলওয়ে স্টেশন ফুলবাড়িয়াকে কেন্দ্র করে নতুন ঢাকার সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়; এবং চতুর্থত, ঢাকার যে সব এলাকার মধ্য দিয়ে রেলপথ বিস্তৃত হয় সে সমস্ত রেলপথের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন এলাকা গড়ে উঠে।[২৭]

অর্থাৎ রেলপথ প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলা তথা ঢাকার উন্মেষ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলা স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা হয় তার রাজধানী। বলা যায় ঢাকার এ উত্তরণে নিঃসন্দেহে রেলপথের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সুতরাং যদি বলা হয় শুধুমাত্র পাট চাষের মাধ্যমেই পূর্ববাংলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং পাটের ব্যবসা বাণিজ্যের কারণেই প্রধানত ঢাকার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল, তাহলেও বোধ হয় খুব বেশি বলা হবে না। যাহোক, পূর্ব বাংলার সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত রেল পথ চালু হওয়ার কারণে একদিকে পূর্ববাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়, অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পূর্ববাংলার (বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম বন্দর) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এককথায় পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে যোগাযোগ ব্যবস্থার এ উন্নয়নে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর সবকিছুর মূলে ছিল পূর্ববাংলায় পাট চাষের অগ্রগতি। অর্থাৎ পূর্ববাংলার পাট চাষ তথা পাট উৎপাদনই এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলায় পাট চাষ মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে প্রধান পাট চাষ অঞ্চল পূর্ববাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে উন্নয়ন সাধিত হয় তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত বৃটিশ শাসনামলের শুরু থেকেই বাংলার একটি অংশ বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হলেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে পূর্ববাংলা ও তার জনসাধারণের জীবনে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। চট্টগ্রাম বন্দর ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরসহ সমগ্র পূর্ববাংলা পশ্চাদভূমি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু পাট চাষের কারণেই পশ্চাদভূমি নামে পরিচিত পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে উন্নতির দ্বার উন্মোচিত হয়। সুতরাং পাট চাষ বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

২৭. *Dacca Review*, 1917-18, Vol. 7, Nos. 11 & 12, P. 126.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

(পরিশিষ্ট - ১. ক) ।। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে পাট সম্পর্কিত রচিত কবিতাসমূহঃ

১. পাটবস্ত্র সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়ঃ

"শ্রীকলৈরংশু পট্টানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ।"[১] (মনুসংহিতা, শ্লোক ৫। ১২০)

অর্থঃ আংশু পট্ট শ্রীফল দ্বারা এবং গৌর সর্ষপ দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্র শোধন করতে হবে।

২. পাটশাক সম্পর্কে রাজবল্লভে বলা হয়ঃ

"পাট্যশাকান্ত মধুরং দুর্জরং গুরুপাকি চ।"[২] (রাজবল্লভ)

৩. পাটবস্ত্র সম্পর্কে অমরকোষে বলা হয়ঃ

"স্যাজ্ জটাংশুকরোঃ নেত্রম্।"[৩] (অমরকোষ)

(পাট - নেত -স° = পট্টনেত্র > নেত্রম= পট্টবস্ত্র)

অর্থঃ এর গুণ মধুর, দুর্জর ও গুরুপাক।

(পরিশিষ্ট - ১. খ) ।। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাট সম্পর্কিত রচিত কবিতাসমূহঃ

১. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শূন্য পুরাণে বলা হয়ঃ

"সুনার কলসি নিল নেতর বসন।"[৪] (শূন্য পুরাণ)

২. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের তাম্বুলখণ্ডে বলা হয়ঃ

"কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহলী আওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর ॥"[৫]

(তাম্বুলখণ্ড - পাহাড়ী আরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীর্ণক ॥)

---

১. কাজী মোহাম্মদ মিছের, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮।
২. বিশ্বকোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০।
৩. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ঃ চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী*, প্রথমভাগ, (কলিকাতা ঃ কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৫), পৃ. ২৭১।
৪. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭১।
৫. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত), *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*, চণ্ডীদাস বিরচিত, (কলিকাতা ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পুণঃমুদ্রণ, ২০০০), পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়ঃ

"আতি বিভপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥"[৬]

(দানখণ্ড - পাহাড়ী আরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥)

৪. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়ঃ

"পরিধান তোর সুরঙ্গ পাটোল
ধিরে যাসি বাটে।
আর আদভূত দেখোঁ চন্দ্রাবলী
সিন্দূর সুর ললাটে ॥"[৭]

(দানখণ্ড - পাহাড়ী আরাগঃ ॥ রূপকং ॥)

৫. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়ঃ

"নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দূর।"[৮]

(দানখণ্ড - কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥)

৬. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়ঃ

"পিন্ধিলোঁ পাটের সাড়ী।
খোম্পাত উপর গুজরে ভ্রমর
তাহাত কাহ্নের ধাড়ী ॥"[৯]

(দানখণ্ড - ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥)

৭. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়ঃ

"শঙ্খ সম বান্ধি খোপা পাটোল পহিআঁ।
বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ ॥[১০]

(দানখণ্ড - রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥)

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়ঃ

"আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নঞি বিরহের কোল ॥"[১১]

(দানখণ্ড - ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥)

৯. পাটের নৌকা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের নৌকাখণ্ডে বলা হয়ঃ

"পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আক্ষার।
একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার ॥"[১২]

(নৌকাখণ্ড - পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ত্রকীণ্নক লগন ॥ লঘুশেখরঃ ॥)

১০. পাটের নৌকা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের নৌকাখণ্ডে বলা হয়ঃ

"পাঞ্চ পাটের নাঅ মহ্যায়িল বাএ।
নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ ॥"[১৩]

(নৌকাখণ্ড - রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥)

১১. পাটের নৌকা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের নৌকাখণ্ডে বলা হয়ঃ

"পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥"[১৪]

(নৌকাখণ্ড - গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥)

১২. পাট চাষ, পাটের দড়ি ও পাটের তৈরী শিকা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের ভারখণ্ডে বলা হয় ঃ

402468

"নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞি মাঝজলে থুইল।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক ভুলিল ॥
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুআ ॥

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥"[১৫]

(ভারখণ্ড - কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥)

১৩. ১৬ হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের যমুনাখণ্ডে বলা হয়ঃ

"হের বোল হাথ মোর পাটোল।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল ॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ ॥
তোর পাটোলের সুণ কথা।
সে মোহোর ঘৃতভাণ্ডের নাথা ॥"[১৬]

(যমুনাখন্ড - কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥)

১৪. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের যমুনাখন্ডান্তর্গত হারখণ্ডে বলা হয়ঃ

"যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
তম্বিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥"[১৭]

(যমুনাখন্ডান্তর্গত হারখণ্ড - মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥)

১৫. পাটবস্ত্র সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের বাণখণ্ডে বলা হয় ঃ

"পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকেঁ খচিল দুঈঁ পাশে।
বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ মুখে ল।"[১৮]

(বাণখণ্ড - আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥)

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

১৬. পাট ক্ষেত বা পাটের জমি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের বংশীখণ্ডে বলা হয়ঃ

"এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুইপাশে ॥"[১৯]
(বংশীখণ্ড - কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥)

১৭. পাটবস্ত্র সম্পর্কে ধর্ম্মমঙ্গলে বলা হয়ঃ

"পাট পাট ভেসে গেল পোদ্দারের কড়ি।"[২০]

(ধর্ম্মমঙ্গল - কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয় ॥)

১৮. পাটবস্ত্র সম্পর্কে বৈষ্ণব পদাবলীর সন্দর্শনে বলা হয়ঃ

"মাঝখীণ তনু, তরে ভাঁগি জায়ে জনু,
বিধি অনুশয়ে ভেল সাজি।
নীল পাটোর আনি, অতি সে সুদৃঢ় জানি,
যতনে সৃজিল রোমরাজি ॥"[২১]

(সন্দর্শন - ১)

১৯. পাটবস্ত্র সম্পর্কে বৈষ্ণব পদাবলীর বসন্তবিরহে বলা হয়ঃ

"হস্তিনী চিত্রিনী পদুমিনী নারী।
গোরী শামরী এক বুড়ী বারি ॥
বিবিধ ভাঁতি করলহি শিঙ্গার।
পরিধান পাটোর গীম ঝুল হার ॥"[২২]
(বসন্তবিরহ - ৪)

২০. পাটবস্ত্র সম্পর্কে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহে বলা হয় ঃ

"পটসূতি বুনি বুনি মোতি সরি কিনি কিনি
মোরে পিয়াএঁ গাথল হার।
লখে লেবি তহি হম হার গাথল
সে আবে তোড়ত গমার ॥"[২৩]
(বিরহ - ৬২)

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
২০. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪।
২১. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, কবি বিদ্যাপতি বিরচিত, (কলিকাতা : বসুমতি সাহিত্য মন্দির), পৃ. ৩৬।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

২১. পাটবস্ত্র সম্পর্কে অন্নদামঙ্গলের হর গৌরীরূপে বলা হয়ঃ

"আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে।"[২৪]

(হর গৌরীরূপ)

(পরিশিষ্ট - ১. গ)।। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে পাট সম্পর্কিত রচিত কবিতাসমূহঃ

১. পাট চাষ সম্পর্কে আবদুল সামাদ মিয়া তাঁর লোক কবিতায় বলেনঃ

"পাট আসিয়া যখন দেশেতে পৌঁছিল
পশ্চিমা এসে তখন দখল করিল
এখন তাদের হাতে দেখ পয়সা হইল
বাঙ্গালীরে তারা দেখ কিছু না বুঝিল
না পাইত খাইতে যারা ছাতুয়ার গুড়াঁ
বালামের ভাত খায়া খুজে দেখ তারা
না মিলে বাঙ্গালীর রেঙ্গুনের ভাত
বোবা হয়ে গেল দেখ বাঙ্গালীর জাত।"[২৫]

২. পাট চাষ সম্পর্কে আবেদ আলী মিয় তাঁর লোক কবিতায় বলেনঃ

বুঝলি না তুই বুড়ার বেটা, আবেদের কথা নয়কো ঝুটা
খেতে হবে পাটের গোড়া ছিক জানিস মো তাবা
মনে কয়োছো নিব টাকা
সে আশা তোর যাবে ফাঁকা
পাটিশের পয়া হবে তোর; ঋণে পড়বি ঠাসা
নিবি বটে টাকা ঘরে
পেটের দায়ে যাবে ফুয়ে
হিসেব করে দিখিস খাত, যতো খরচের নাশা।[২৬]

---

২৪. শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র বিরচিত, (কলিকাতা ঃ মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ,পুনর্মুদ্রণ , ১৯৯৭), পৃ. ৭০।
২৫. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩. পাট সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় প্রবাদঃ

"পাট কাটিতে তর সহে না।"[২৭] (১২৬৩ নং)

৪. পাট সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় প্রবাদঃ

"উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট, সাত পাথর আমানি যত পায় ভাত।"[২৮] (৫৯৪ নং)

৫. পাট সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় প্রবাদঃ

"একচির পান দু'চির হ'ল, সোনার পাটে ভাগ বসাল।"[২৯] (৬৮৬ নং)

৬. পাট সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় প্রবাদঃ

"ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধান ভানানী।"[৩০] (২৪১৭ নং)

৭. পাট সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় ছড়াঃ

"ধানের দালাল, পাটের কয়াল,
কড়া বাঁশের ধারী, পায়ে লাড়িচাড়ি।"[৩১]
(মিশ্র, ২৯৩ নং)

পরিশিষ্ট - ২

১৯০০-১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে পাট চাষের আওতাধীন জমি, পাটের উৎপাদন ও প্রতি একরে উৎপাদন

বৎসর	চাষের আওতাধীন জমি (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার বেল)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯০০-০১	২১৩৪	৬১৩৮	১১৫০
১৯০১-০২	১৯৯২	৪৪৯১	৯০২
১৯০২-০৩	২১০৪	৫৯০২	১১২২
১৯০৩-০৪	২৬০২	৬৩২৮	৯৭৩

২৭. রেভারেণ্ড জেমস লঙ, *প্রবাদমালা*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা ঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০), পৃ. ৫৭।
২৮. শ্রী সুশীলকুমার দে (সম্পাদিত), *বাংলা প্রবাদ ঃ ছাত্র ও চলতি কথা*, (কলিকাতা ঃ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৫২ বং), পৃ. ৩৯।
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।
৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।
৩১. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য ঃ প্রবাদ ও প্রবচন*, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

বৎসর	চাষের আওতাধীন জমি (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার বেল)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯০৪-০৫	২৯৫১	৮৪০০	১১৩৯
১৯০৫-০৬	৩১৩৬	৮৩৪৪	১০৬৪
১৯০৬-০৭	৩৬৫৯	৮৯৪৯	৯৭৮
১৯০৭-০৮	২৫২১	৫৫৫৫	৮৮১
১৯০৮-০৯	২৪৫৯	৬২৪৪	১০১৬
১৯০৯-১০	২৭৩৮	৭২৪৭	১০৫৯
১৯১০-১১	২৫৩৭	৮৬৯৮	১৩৭১
১৯১১-১২	২৪৫৬	৭৯৪০	১২৩৯
১৯১২-১৩	২৮৭৩	৯৩০৮	১২৯৬
১৯১৩-১৪	২০৮৬	৬৫০৬	১২৪৮
১৯১৪-১৫	২৩৫২	৭৪৩০	১২৬৪
১৯১৫-১৬	২৩৭৬	৭৮৫৪	১৩২২
১৯১৬-১৭	২২১৯	৬৩৪৯	১১৪৪
১৯১৭-১৮	২৪৫৯	৭৫৬৮	১২৩১
১৯১৮-১৯	২১৬৯	৫২৪৭	৯৬৮
১৯১৯-২০	২১৬৮	৫৩০৪	৯৭৯
১৯২০-২১	১৩১৬	৩৫৮৬	১০৯০
১৯২১-২২	১১৯৭	৩৫৩৩	১১৮১
১৯২২-২৩	২৪১২	৭৪৭১	১২৩৯
১৯২৩-২৪	২৩৬০	৭১৭৩	১২১৬
১৯২৪-২৫	২৬৮০	৭৩৩২	১০৯৪
১৯২৫-২৬	৩৩১৪	১০৬২৬	১২৮৩
১৯২৬-২৭	২৯২৯	৮৯৮৯	১২২৮
১৯২৭-২৮	২৬৬৭	৮৫০২	১২৭৫
১৯২৮-২৯	২৯৮৩	৯১৩৬	১২২৫
১৯২৯-৩০	৩০২৮	৯৮৭৭	১৩০৫
১৯৩০-৩১	১৫৯৭	৪৯৮১	১২৪৮
১৯৩১-৩২	১৮২১	৫৭৪৭	১২৬২
১৯৩২-৩৩	২১৪২	৭০৫৫	১৩১৭
১৯৩৩-৩৪	২৩২১	৭৬৪৪	১৩১৭
১৯৩৪-৩৫	১৮৯৮	৬৪৭৫	১৩৬৪
১৯৩৫-৩৬	২২২০	৭৯৪০	১৪৩১
১৯৩৬-৩৭	২১৬১	৬৯৭৬	১২৯১
১৯৩৭-৩৮	২৪৭৫	৫৮৪২	৯৪৪
১৯৩৮-৩৯	২৫০৪	৮২৪৮	১৩১৮
১৯৩৯-৪০	৪৯৩৮	১৪৬৮০	১১৮৯
১৯৪০-৪১	১৫৩৩	৪২৪৬	১১০৮
১৯৪১-৪২	২৭০৪	৮১৭৩	১২০৯
১৯৪২-৪৩	২১৪৬	৬০৭৭	১১৩৩
১৯৪৩-৪৪	১৬৯৪	৫৫২৫	১৩০৫
১৯৪৪-৪৫	২০৩৩	৬৭৭১	১৩৩২

Source : M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *op. cit.*, P. 17.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

বৈজ্ঞানিক নাম, দেশীয় নাম, আবাদ অঞ্চলের পরিমাণ, সবুজ গাছ, শুকনো তন্তু, প্রাপ্ত আঁশের হার ঃ

Name of plant		Area	Green Plant	Dry Fibre	Percentage of Fibre
Botanical	Vernacular	Sqft.	Ibs.	Ibs.	
1. Hibisus abelmoschus (Musk malow)	Kasturi	20,000	3,320	400	12.04
2. Abutilon indicum	Potari	27,600	3,860	322	8.34
3. Sida rhombifolia	Berela	10,400	2,560	105	4.10
4. Hibiscus esculentus	Dheros, Bhindi	3,640	2,581	43	1.66
5. Musa paradisica (Plantain)	Kach-Kela	...	436	3	0.68
6. Pine-apple	...	...	158	1	0.63
7. Sansiviera zeylanica	Murva	1,330	380	1½	0.39
8. Abroma augusta	Ulat Kambal	...	...	...	...
9. Anona squamosa	Nona	...	...	...	...
10. Bæhmeria nivea	...	...	...	...	...
11. Crotalaria	Sunn, hemp	...	...	...	...
12. Canabis sativa	Ganja	...	...	...	...
13. Linum usitatiassimum	Mushina	...	...	...	...
14. Agave Americana	...	...	...	...	...
15. American aloe	...	...	...	...	...
16. ...	Suchmukhi	...	...	...	...
17. ...	Dakatia	...	...	...	...
18. ...	Koka	...	...	...	...
19. ...	Flax	...	...	...	...
20. ...	Rhea	...	...	...	...
21. ...	Sonai	...	...	...	...

Source : Final Report of the Agri-Horticultural Society of India on the Experimental Cultivation of certain Fibre-Yielding plants, 1887, P. 2; Bundle No. 5, File No. 69T-R, P.C. Collection 1, No. 25-26, October 1887, PP. 2-4; Bundle No. 27, File No. $\frac{9-M}{7}$, Nos. 37-46, May 1913, P. 3; Bundle No. 1, File No. VII, No. 40, Progs. For April 1873; Bundle No. 1, File No. VII, No. 19, Progs. For April 1873; Bundle No. 1, File No. 7, No. 54, Progs. For August 1873; Bundle No. 5, File No. 1319 Agri. P.C. Collection 1, No, 24, October 1887; Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873, P. 4.

পরিশিষ্ট - ৪

পাট চাষের আওতাধীন জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ

সমগ্র বাংলায়

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯২০	২১৬৮	৫৩০৪	২৬০২	৬৩৬৪	৯৭৮
১৯২১	১৩১৬	৩৫৮৬	১৫৭৯	৪৩০৪	১০৯০

Dhaka University Institutional Repository

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯২২	১১৯৭	৩৫৩৩	১৪৩৬	৪২৪০	১১৮১
১৯২৩	২৪১২	৭৪৭১	২৮৯৫	৮৯৬৫	১২৩৯
১৯২৪	২৩৬০	৭১৭৩	২৮৩২	৮৬০৮	১২১৬
১৯২৫	২৬৮০	৭৩৩২	২৮৬৭	৭৮৪৫	১০৯৫
১৯২৬	৩৩১৪	১০৬২৬	৩৫৪৬	১১৩৭০	১২৮৩
১৯২৭	২৯২৯	৮৯৮৯	৩১৩৪	৯৬১৮	১২২৮
১৯২৮	২৬৬৭	৮৫০২	২৮৫৪	৯০৯৮	১২৭৫
১৯২৯	২৯৮৩	৯১৩৬	৩১৯২	৯৭৭৫	১২২৫
১৯৩০	৩০২৮	৯৮৭৭	২৭৫৬	৮৯৮৯	১৩০৫
১৯৩১	১৫৯৭	৪৯৮১	১৮৬৮	৫৮২৭	১২৪৮
১৯৩২	১৮২১	৫৭৪৭	২১৩১	৬৭২৪	১২৬২
১৯৩৩	২১৪২	৭০৫৫	২৫০৬	৮২৫৪	১৩১৭
১৯৩৪	২৩২১	৭৬৪৪	২৭১৬	৮৯৪৪	১৩১৭
১৯৩৫	১৮৯৮	৬৪৭৫	২২২১	৭৫৭৬	১৩৬৪
১৯৩৬	২২২০	৭৯৪০	২৫৭৫	৯২১০	১৪৩১
১৯৩৭	২১৬১	৬৯৭৬	২৫০৭	৮০৯২	১২৯১
১৯৩৮	২৪৭৫	৫৮৪২	২৮৭০	৬৭৭৭	৯৪৪
১৯৩৯	২৫০৪	৮২৪৮	২৯০৪	৯৫৬৭	১৩১৮
১৯৪০	৪৯৩৮	১৪৬৮০	৩৬০৪	১০৭১৭	১১৮৯
১৯৪১	১৫৩৩	৪২৪৬	১৬৫৫	৪৫৮৫	১১০৮
১৯৪২	২৭০৪	৮১৭৩	২৯২০	৮৮২৭	১২০৯
১৯৪৩	২১৪৬	৬০৭৭	২৩১৮	৬৫৬৩	১১৩৩
১৯৪৪	১৬৯৪	৫৫২৫	১৮৩০	৫৯৬৭	১৩০৫
১৯৪৫	২০৩৩	৬৭৭১	২১৯৫	৭৩১৩	১৩৩৩

রাজশাহী বিভাগ

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯২০	৬৩৫	১৫৭৩	৭৬২	১৮৮৭	৯৯০
১৯২১	৩৮১	৯১৭	৪৫৭	১১০১	৯৬৪
১৯২২	৩৯৮	১১৮৯	৪৭৭	১৪২৭	১১৯৬
১৯২৩	৬৭৬	১৯৩৭	৮১১	২৩২৫	১১৪৭
১৯২৪	৬৮৫	২৩১৭	৮২২	২৭৮১	১৩৫৩
১৯২৫	৭৫৯	২০৮৩	৮১২	২২২৮	১০৯৮
১৯২৬	৯৫১	৩০৩৮	১০১৭	৩২৫০	১২৭৮
১৯২৭	৮৪৩	২৪৮১	৯০২	২৬৫৪	১১৭৭
১৯২৮	৭৫৯	২৩৪৩	৮১২	২৫০৭	১২৩৫
১৯২৯	৮৪৪	২৬৫৪	৯০৩	২৭৪৪	১২১৬
১৯৩০	৮২০	২৫২৬	৭৪৬	২২৯৯	১২৩২
১৯৩১	৪৩৮	১৩৯৭	৫১৩	১৬৩৪	১২৭৪
১৯৩২	৫১৫	১৫৭৫	৬০৩	১৮৪২	১২২৩
১৯৩৩	৬৩১	২০৪১	৭৩৮	২৩৮৮	১২৯৪
১৯৩৪	৬৩৯	২১৪৭	৭৪৮	২৫১২	১৩৪৪
১৯৩৫	৫০৫	১৬৮০	৫৯১	১৯৬৫	১৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯৩৬	৫৮৪	২০৭১	৬৭৭	২৪০২	১৪২০
১৯৩৭	৫৯৭	১৯২৬	৬৯৩	২২৩৫	১২৯০
১৯৩৮	৬৯২	১৪২৮	৮০২	১৬৫৬	৮২৬
১৯৩৯	৬৮৬	২০৬৯	৭৯৬	২৩৯৯	১২০৬
১৯৪০	১৬১৩	৪৮৩১	১১৭৮	৩৫২৭	১১৯৮
১৯৪১	৫২১	১৪২২	৫৬২	১৫৩৬	১০৯২
১৯৪২	৮৯১	২৬৪৯	৯৬২	২৮৬১	১১৯০
১৯৪৩	৭২০	১৮৭২	৭৭৮	২০২২	১০৩৯
১৯৪৪	৫৮৯	১৯২০	৬৩৬	২০৭৩	১৩০৪
১৯৪৫	৭০৬	২৩৪৭	৭৬৩	২৫৩৪	১৩২৯

ঢাকা বিভাগ

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯২০	১০৩৯	২৬২৯	১২৪৭	৩১৫৫	১০১২
১৯২১	৬৩৫	১৮৯২	৭৬২	২২৭০	১১৯২
১৯২২	৫২৬	১৬২০	৬৩১	১৯৪৪	১২৩৩
১৯২৩	১১৭৮	৩৮৮৩	১৪১৩	৪৬৫৯	১৩১৯
১৯২৪	১১২২	৩৪১১	১৩৪৭	৪০৯৩	১২১৬
১৯২৫	১২০১	৩২৬৮	১২৮৫	৩৪৯৬	১০৮৯
১৯২৬	১৪৮২	৫১৪৫	১৫৮৬	৫৫০৫	১৩৮৯
১৯২৭	১৩৩৪	৪২৩৫	১৪২৭	৪৫৩১	১২৭০
১৯২৮	১২৬২	৪০৯৯	১৩৫০	৪৩৮৬	১২৯৯
১৯২৯	১৪১৮	৪৩৬৩	১৩১৭	৪৬৬৯	১২৩১
১৯৩০	১৪৯৩	৫১২১	১৩৫৯	৪৬৬০	১৩৭২
১৯৩১	৮০৪	২৪৬০	৯৪১	২৮৭৮	১২২৪
১৯৩২	৯০১	২৯০৭	১০৫৪	৩৪০১	১২৯১
১৯৩৩	১০১৩	৩৩৯৮	১১৮৫	৩৯৭৬	১৩৪২
১৯৩৪	১১৩৪	৩৮৭৬	১৩২৭	৪৫৩৫	১৩৬৭
১৯৩৫	৯১৬	৩৩৫০	১০৭২	৩৯২০	১৪৬৩
১৯৩৬	১০৭৫	৪০৪৬	১২৪৭	৪৬৯৩	১৫০৬
১৯৩৭	১০২১	৩২৮৯	১১৮৪	৩৮১৫	১২৮৯
১৯৩৮	১২৩১	৩১২৪	১৪২৮	৩৬২৪	১০১৫
১৯৩৯	১২৬৪	৪৪০৩	১৪৬৬	৫১০৭	১৩৯৪
১৯৪০	১৯৪৭	৫৯১৩	১৪২১	৪৩১৬	১২১৫
১৯৪১	৫৯৯	১৬৩৮	৬৪৭	১৭৬৯	১০৯৩
১৯৪২	১১৪২	৩৪৯০	১২৩৩	৩৭৬৯	১২২৩
১৯৪৩	৮৮৮	২৬২৯	৯৫৯	২৮৩৯	১১৮৪
১৯৪৪	৬৬৯	২১৮৮	৭২৩	২৩৬৪	১৩০৮
১৯৪৫	৮০৩.	২৭০৮	৮৬৭	২৯২৫	১৩৪৯

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগ

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯২০	২৫৫	৪৭০	৩০৬	৫৬৪	৭৩৯
১৯২১	১৫৮	৪২৬	১৮৯	৫১১	১০৮২
১৯২২	১৫৯	৪৭৯	১৯০	৫৭৫	১২০৮
১৯২৩	৩১৭	১০০৭	৩৮১	১২০৯	১২৭০
১৯২৪	৩০২	৭৪৬	৩৬৩	৮৯৫	৯৮৭
১৯২৫	৩৭৪	১০১৪	৪০০	১০৮৫	১০৮৪
১৯২৬	৪২২	১২৯৬	৪৫২	১৩৮৭	১২২৮
১৯২৭	৩৭৫	১১৩৭	৪০১	১২১৭	১২১২
১৯২৮	৩১৮	১১১৪	৩৪১	১১৯২	১৪০০
১৯২৯	৩৭১	১১১৩	৩৯৭	১১৯১	১১৯৯
১৯৩০	৩৭২	১২১২	৩৩৯	১১০৩	১৩০২
১৯৩১	১৬৮	৫২৩	১৯৭	৬১২	১২৪৪
১৯৩২	২১৫	৭৩৯	২৫১	৮৬৫	১৩৭৭
১৯৩৩	২৩৩	৭৯৪	২৭৩	৯২৯	১৩৬২
১৯৩৪	৩০৯	৮৮৭	৩৫৫	১০৩৮	১১৭০
১৯৩৫	২৩৬	৭০৮	২৭৬	৮২৯	১১৯৯
১৯৩৬	২৭০	১০০০	৩১৪	১১৬০	১৪৮০
১৯৩৭	২৫৫	৯০৫	২৯৬	১০৫০	১৪১৮
১৯৩৮	২৭৮	৭১৮	৩২৩	৮৩২	১০৩১
১৯৩৯	২৯২	১১০৬	৩৩৮	১২৮৩	১৫১৬
১৯৪০	৫৬৭	১৮৩১	৪১৪	১৩৩৭	১২৯৩
১৯৪১	১৫৭	৪২৬	১৬৯	৪৬০	১০৮৬
১৯৪২	২৭৮	৯২৪	৩০১	৯৯৮	১৩২৭
১৯৪৩	১৯৭	৬১১	২১২	৬৬০	১২৪৪
১৯৪৪	১৫৮	৫৭০	১৭১	৬১৬	১৪৪২
১৯৪৫	১৯০	৬৮৬	২০৫	৭৪০	১৪৪৬

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯২০	১৯০	৪৮৯	২২৮	৫৮৭	১০২৯
১৯২১	১১৩	২৭৫	১৩৫	৩২৯	৯৭৫
১৯২২	৯৬	২০৬	১১৫	২৪৮	৮৬২
১৯২৩	২১২	৫৭৫	২৫৪	৬৯০	১০৮৮
১৯২৪	২৩০	৬৬০	২৭৬	৭৯২	১১৪৬
১৯২৫	৩০২	৮৪০	৩২৩	৮৯৯	১১১৩
১৯২৬	৩৯৪	১০০৪	৪২২	১০৭৪	১০১৯
১৯২৭	৩২০	৯৪৯	৩৪২	১০১৫	১১৮৬
১৯২৮	২৭৯	৮০২	২৯৯	৮৫৮	১১৫০
১৯২৯	৩০৪	৯৫০	৩২৫	১০১৭	১২৫০
১৯৩০	২৯৬	৮৭৫	২৬৯	৭৯৬	১১৮২
১৯৩১	১৫৬	৫০০	১৮৩	৫৮৫	১২৮২

Dhaka University Institutional Repository

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯৩২	১৬০	৪২৭	১৮৭	৫০০	১০৬৯
১৯৩৩	২১৯	৬৫৯	২৫৬	৭৭১	১২০৪
১৯৩৪	২০৬	৬১২	২৪১	৭১৭	১১৮৯
১৯৩৫	২১৬	৬৬১	২৫৩	৭৭৩	১২২৪
১৯৩৬	২৯৫	৭১৯	৩০০	৮৩৪	১১১১
১৯৩৭	২৫৭	৭৬০	২৯৮	৮৮২	১১৮৩
১৯৩৮	২৪৩	৪৭৭	২৮২	৫৫৩	৭৮৬
১৯৩৯	২৩৮	৬০৪	২৭৬	৭০০	১০১৪
১৯৪০	৬৮৮	১৭৪১	৫০২	১২৭১	১০১২
১৯৪১	২১৮	৬৫১	২৩৬	৭০৩	১১৯২
১৯৪২	৩৩৭	৯৫৪	৩৬৪	১০৩০	১১৩৩
১৯৪৩	২৯৫	৮৪৫	৩১৯	৯১২	১১৪৫
১৯৪৪	২৩৮	৭২১	২৫৭	৭৭৯	১২১১
১৯৪৫	২৮৬	৮৭৭	৩০৯	৯৪৭	১২২৭

বর্ধমান বিভাগ

বছর	সরকারী হিসেবে (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	সংশোধিত (হাজার একর)	সংশোধিত উৎপাদন (হাজার টন)	প্রতি একরে উৎপাদন (পাউন্ড)
১৯২০	৫০	১৪২	৬০	১৭০	১১৪৩
১৯২১	৩১	৭৬	৩৭	৯২	১০০১
১৯২২	১৯	৩৯	২৩	৪৭	৮২৬
১৯২৩	৩০	৬৯	৩৬	৪৩	৯১০
১৯২৪	২০	৪০	২৪	৪৮	৭৯০
১৯২৫	৪৪	১২৮	৪৭	১৩৭	১১৬০
১৯২৬	৬৫	১৪৩	৭০	১৫৩	৮৭৯
১৯২৭	৫৭	১৮৭	৬১	২০০	১৩১৪
১৯২৮	৪৯	১৪৪	৫২	১৫৪	১১৭৮
১৯২৯	৪৬	১৪৫	৪৯	১৫৫	১২৬৩
১৯৩০	৪৭	১৪৩	৪৩	১৩০	১২১৯
১৯৩১	৩০	১০১	৩৫	১১৮	১৩৪৩
১৯৩২	৩১	৯৯	৩৬	১১৬	১২৮৮
১৯৩৩	৪৬	১৬২	৫৪	১৯০	১৪১১
১৯৩৪	৩৯	১২২	৪৬	১৪৩	১২৫৫
১৯৩৫	২৫	৭৬	২৯	৮৯	১২১৯
১৯৩৬	৩২	১০৪	৩৭	১২০	১২৯৭
১৯৩৭	৩০	৯৫	৩৫	১১০	১২৬৮
১৯৩৮	৩১	৯৬	৩৬	১১১	১২৩৩
১৯৩৯	২৪	৬৬	২৮	৭৭	১০৯৮
১৯৪০	১২২	৩৬৪	৮৯	২৬৫	১১৯১
১৯৪১	৩৮	১১০	৪১	১১৯	১১৫৯
১৯৪২	৫৬	১৫৬	৬১	১৬৮	১১১২
১৯৪৩	৪৬	১২০	৫০	১৩০	১০৪৩
১৯৪৪	৪০	১২৫	৪৩	১৩৫	১২৬১
১৯৪৫	৪৮	১৫৫	৫২	১৬৭	১২৯৫

Source : M. Mufakharul Islam, Bengal Agriculture 1920-1946, *op, cit.*, PP. 226- 230.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস (PRIMARY SOURCES) ঃ

১. BENGAL SECRETARIAT RECORDS :

ক. *'A' Proceedings* : Proceedings of the Department of Agriculture, Government of Bengal.

1. Bundle No. 1, File No. VII - No. 1, Progs. For April 1873.
2. Bundle No. 1, File No. VII - No. 2, Progs. For April 1873.
3. Bundle No. 1, File No. VII - No. 3, Progs. For April 1873.
4. Bundle No. 1, File No. VII - No. 4, Progs. For April 1873.
5. Bundle No. 1, File No. VII - No. 5, Progs. For April 1873.
6. Bundle No. 1, File No. VII - No. 6, Progs. For April 1873.
7. Bundle No. 1, File No. VII - No. 12, Progs. For April 1873.
8. Bundle No. 1, File No. VII - No. 15, Progs. For April 1873.
9. Bundle No. 1, File No. VII - No. 16, Progs. For April 1873.
10. Bundle No. 1, File No. VII - No. 19, Progs. For April 1873.
11. Bundle No. 1, File No. VII - No. 20, Progs. For April 1873.
12. Bundle No. 1, File No. III - No. 1, Progs. For April 1873.
13. Bundle No. 1, File No. III - No. 3, Progs. For April 1873.
14. Bundle No. 1, No. 54, Mymensingh, 10 May 1873.
15. Bundle No. 1, No. 280, Indian Office, London, 26 June 1873.
16. Bundle No. 1, File No. 27 - No. 4, Progs. For July 1873.
17. Bundle No. 1, File No. 27 - No. 5, Progs. For July 1873.
18. Bundle No. 1, File No. 28 - No. 1, Progs. For July 1873.
19. Bundle No. 1, File No. 28 - No. 2, Progs. For July 1873.
20. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 23, Progs. For June 1873.
21. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 25, Progs. For July 1873.
22. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 25-28, Progs. For July 1873.

Dhaka University Institutional Repository

23. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 26, Progs. For July 1873.
24. Bundle No. 1, File No. 7 - Nos. 27-28, Progs. For July 1873.
25. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 29, Progs. For July 1873.
26. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 30, Progs. For July 1873.
27. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 31, Progs. For July 1873.
28. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 32, Progs. For July 1873.
29. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 33, Progs. For July 1873.
30. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 34, Progs. For July 1873.
31. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 35, Progs. For July 1873.
32. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 36, Progs. For July 1873.
33. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 37, Progs. For July 1873.
34. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 38, Progs. For July 1873.
35. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 39, Progs. For July 1873.
36. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 42, Progs. For July 1873.
37. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 44, Progs. For July 1873.
38. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 47, Progs. For July 1873.
39. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 49, Progs. For July 1873.
40. Bundle No. 1, File No. 7 – Cir. No. 50, Progs. For July 1873.
41. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 51, Progs. For July 1873.
42. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 52, Progs. For July 1873.
43. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 53, Progs. For July 1873.
44. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 6, Progs. For August 1873.
45. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 54, Progs. For August 1873.
46. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 55, Progs. For August 1873.
47. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 56-57, Progs. For August 1873.
48. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 58, Progs. For August 1873.
49. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 59, Progs. For August 1873.
50. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 69-70, Progs. For September 1873.
51. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 70, Progs. For September 1873.
52. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 80, Progs. For September 1873.

Dhaka University Institutional Repository

53. Bundle No. 1, File No. 7 - No. 81, Progs. For October 1873.
54. Bundle No. 2, No. 438, E. F. Collection II, No. 34, March 1875.

খ. *'A' Proceedings* : Proceedings of the Financial Department: Agriculture, Government of Bengal.

1. Bundle No. 2, No. 1, P. C. Collection III, Nos. 1-2, January 1875.
2. Bundle No. 2, P. C. Collection III, Nos. 1-3, January 1875.
3. Bundle No. 2, No. 250, P. C. Collection III, No. 3, January 1875.
4. Bundle No. 2, No. 7, P. C. Collection III, Nos. 4-5, January 1875.
5. Bundle No. 2, Cir. No. 12, P. C. Collection III, No. 7, January 1875.
6. Bundle No. 2, No. 1619, E. F. Collection II, No. 35, March 1875.
7. Bundle No. 2, No. 716A, E. F. Collection II, Nos. 36-37, March 1875.
8. Bundle No. 2, No. 1011, E. F. Collection II, No. 42, March 1875.
9. Bundle No. 2, Cir. No. 1, P. C. Collection IV, No. 8, April 1875.
10. Bundle No. 2, P. C. Collection IV, No. 9, April 1875.
11. Bundle No. 2, No. 462, E. F. Collection II, No. 155, December 1875.

গ. *'A' Proceedings* : Proceedings of the Revenue Department: Agriculture, Government of Bengal.

1. Bundle No. 5, No. 1319, P. C. Collection I, No. 24, October 1887.
2. Bundle No. 5, No. 69 T-R, P. C. Collection I, Nos. 25-26, October 1887.
3. Bundle No. 5, No. 3772-658, MIS. Collection I, No. 305, December 1887.
4. Bundle No. 6, No. 3772-658, File $\frac{9-A}{1}$, Nos. 1 to 3, November 1891.
5. Bundle No. 6, File $\frac{7-R}{19}$, Nos. 60-62, December 1891.

Dhaka University Institutional Repository

6. Bundle No. 6, File $\frac{7-R}{12}$, Nos. 79-81, November 1892.
7. Bundle No. 7, File $\frac{9-A}{1}$, Nos. 8-10, August 1893.
8. Bundle No. 7, File $\frac{7-R}{15}$, Nos. 16-17, January 1894.
9. Bundle No. 7, File $\frac{9-A}{1}$, Nos. 10 to 15, June 1894.
10. Bundle No. 8, File $\frac{7-R}{14}$, Nos. 1-4, November 1895.
11. Bundle No. 8, File $\frac{9-A}{1}$, Nos. 4 to 9, February 1896.
12. Bundle No. 8, File $\frac{7-R}{18}$, Nos. 1-4, October 1896.

২. OFFICIAL PRINTED RECORDS :

1. *Bengal Legislative Council Debates,* Official Report, Vol. I, (Alipore : Bengal Government Printing Press, 1940).
2. *Bengal Legislative Council Debates,* Official Report, Vol. 2, (Alipore : Bengal Government Printing Press, 1940).

৩. CENSUS REPORT :

1. *Census of India 1881*, Report of the Census of Bengal, Part I, Vol. I, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1883).
2. *Census of India 1891, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories*, Vol. V, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1893).
3. *Census of India 1901*, The Lower Provinces of Bengal and their Mendatories, Vol. VIB, Part III, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1902),
4. *Census of India 1911*, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim, Report, Vol. V, Part I, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1913).

Dhaka University Institutional Repository

5. *Census of India 1911, Bengal*, Vol. V, Part II, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1913).

6. *Census of India 1921*, Bengal, Report, Vol. V, Part I, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923),

7. *Census of India 1921*, Bengal, Report, Vol. V, Part II, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923).

8. *Census of India 1931, Bengal & Sikkim*, Report, Vol. V, Part I, (Calcutta: Central Publication Branch, 1933).

9. *Census of India 1931, Bengal & Sikkim*, Vol. V, Part II, (Calcutta : Bengal Central Publication, 1932).

10. *Census of India 1941, Bengal*, Vol. V, (Simla : Government of India Press, 1942).

৪. JUTE ENQUIRY COMMTTEE'S REPORT :

1. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Hamilton - Kerr Committee), 1873, Proceedings of the Department of Agriculture, Government of Bengal, 1873.

2. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Finlow Committee), 1934, Vol. I, (Alipore : Bengal Government Press, 1934).

3. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee* (Fawcus Committee), 1938, Vol. I, (Alipore : Bengal Government Press, 1940).

৫. REPORTS OF MISCELLANEOUS COMMITTEES AND COMMISSIONS :

1. *Season and Crop Report of Bengal.*

2. *Annual Report of the Department of Land Records and Agriculture, Bengal, 1890-1891*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1891).

Dhaka University Institutional Repository

3. *Annual Report of the Department of Land Records and Agriculture, Bengal, for the year ending 31 March 1892*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1892).

4. *Agricultural Statistics of the Lower Provinces of Bengal, 1891-1892 : Department of Land Records and Agriculture, Bengal*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1893).

5. *Annual Agricultural Report of the Department of Land Records and Agriculture, Bengal, for the year ending 31 March 1893*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1893).

6. *Agricultural Statistics of the Lower Provinces of Bengal for 1892-1893 : Department of Land Records and Agriculture, Bengal*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1894).

7. *Annual Agricultural Report of the Department of Land Records and Agriculture, Bengal, for the year ending 31 March 1895*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1895).

8. *Agricultural Statistics of the Lower Provinces of Bengal for 1893-1894 : Department of Land Records and Agriculture, Bengal*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1895).

9. *Annual Agricultural Report of the Department of Land Records and Agriculture, Bengal, for the year ending 31 March 1896*, (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1896).

10. *Royal Commission on Agriculture in India : Abridged Report*, (Bombay : Government Central Press, 1928)

11. *Report on the Industrial Survey of the District of Pabna,* 1934, (Alipore : Bengal Government Press, 1936).

12. *Final Report of the Agri-Horticultural Society of India on the Experimental Cultivation of certain Fibre-Yielding Plants*, 1887.

13. *Annual Report of the Pakistan Jute Association*, Ist July 1961 to 30th June 1962.

14. *Annual Report of the Pakistan Jute Association*, Ist July 1964 to 30th June 1965.

Dhaka University Institutional Repository

৬. PUBLICATIONS OF THE GOVERNMENT OF UNDIVIDED INDIA :

1. *Imperial Gazetteer of India*, Bengal, Provincial Series, Vol. I, (Calcutta : Superintendent of Government Printing, 1909).

2. *Imperial Gazetteer of India*, Balasor to Biramganta, Vol. II, (Calcutta : Superintendent of Government Printing, 1909).

3. *The Imperial Gazetteer of India*, Argaon to Bardwan, Vol. VI, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : At The Clarendon Press, Oxford, New Edition, 1908).

4. *The Imperial Gazetteer of India*, Bareilly to Berasia, Vol. VII, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : At The Clarendon Press, Oxford, New Edition, 1908).

5. *The Imperial Gazetteer of India*, Berhampore to Bombay, Vol. VIII, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : At The Clarendon Press, Oxford, New Edition, 1908).

6. *Imperial Gazetteer of India*, Coondapoor to Edwardesabad, Vol. XI, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : At The Clarendon Press, Oxford, New Edition, 1908).

7. *The Imperial Gazetteer of India*, Mahbubabad to Moradabad, Vol. XIV, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : At The Clarendon Press, Oxford, New Edition, 1908).

8. *The Imperial Gazetteer of India*, Berhampore to Bombay, Vol. XVII, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, (London : At The Clarendon Press, Oxford, New Edition, 1908).

Dhaka University Institutional Repository

9. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1917-18 : Political, Social & Economic Developments* (A Report Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. I, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

10. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1919 : Political, Social & Economic Developments* (A Report Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. II, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

11. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1920 : Political, Social & Economic Developments* (A Report Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. III, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

12. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1921-22 : Political, Social & Economic Developments* (A Report Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. IV, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

13. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1922-23 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 &6 Geo. V., Chap. 61), Vol. V, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

14. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1923-24 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 &6 Geo. V., Chap. 61), Vol. VI, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

15. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1924-25 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 &6 Geo. V., Chap. 61), Vol. VII, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

Dhaka University Institutional Repository

16. L. F. Rushbrook Williams, *India in 1925-26 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 &6 Geo. V., Chap. 61), Vol. VIII, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

17. J. Coatman, *India in 1927-28 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 &6 Geo. V., Chap. 61), Vol. X, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

18. J. Coatman, *India in 1928-29 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 &6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XI, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

19. *India in 1929-30 : Political, Social & Economic Developments* (A Statement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XII, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

20. *India in 1930-31 : Political, Social & Economic Developments* (A Staement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XIII, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

21. *India in 1931-32 : Political, Social & Economic Developments* (A Staement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XIV, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

22. *India in 1932-33 : Political, Social & Economic Developments* (A Staement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XV, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

Dhaka University Institutional Repository

23. *India in 1933-34 : Political, Social & Economic Developments* (A Staement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XVI, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

24. *India in 1934-35 : Political, Social & Economic Developments* (A Staement Prepared for Presentation to Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of the Government of India Act 5 & 6 Geo. V., Chap. 61), Vol. XVII, (Delhi : Anmol Publications, 1985).

25. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Birbhum to Cocanada, Vol. III, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1885).

26. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Cochin to Ganguria, Vol. IV, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1885).

27. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Ganjam to Indi, Vol. V, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1885).

28. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, India, Vol. VI, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1886).

29. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Indore to Kardong, Vol. VII, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1886).

30. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Karens to Madnagarh, Vol. VIII, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1886).

31. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, India, Madras to Multai, Vol. IX, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1886).

32. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, India, Multan to Palhalli, Vol. X, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1886).

33. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India, India*, Pali to Ratia, Vol. XI, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1886).

Dhaka University Institutional Repository

34. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Sirohi to Zumkha, Vol. XIII, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1887).

35. W.W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Index, Vol. XIV, (London : Trubner & Co., Second Edition, 1887).

36. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of the 24 Parganas and Sundarbans*, Vol. I, (London : Trubner & Co., 1875)

37. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Goalpara (Including the Eastern Dwars), The Garo Hills, The Naga Hills, The Khasia and Jaintia Hills, Sylhet and Cachar*, Vol. II, (London : Trubner & Co., 1879).

38. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Nadia and Jessore*, Vol. II, (London : Trubner & Co., 1877).

39. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Midnapur and Hugli*, Vol. III, (Including Howrah), (London : Trubner & Co., 1876)

40. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Bardwan, Bankura and Birbhum*, Vol. IV, (London : Trubner & Co., 1877).

41. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Dacca, Bakargang, Birbhum and Maimansinh*, Vol. V, (London : Trubner & Co., 1877).

42. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Chittagong Hills Tracts, Chattagong, Noakhali, Tipperah and Hill Tipperah*, Vol. VI, (London : Trubner & Co., 1876).

43. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Maldah, Rangpur and Dinajpur*, Vol. VII, (London : Trubner & Co., 1876).

44. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Rajshahi and Bogra*, Vol. VIII, (London : Trubner & Co., 1876).

45. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal* : Districts of Murshidabad and Pabna, Vol. IX, (London : Trubner & Co., 1876).

Dhaka University Institutional Repository

46. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Darjiling and Jalpaiguri and State of Kuch Behar*, Vol. X, (London : Trubner & Co., 1876).

47. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Gaya and Shahabad*, Vol. XII, (London : Trubner & Co., 1877).

48. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Tirhut and Champaran*, Vol. XIII, (London : Trubner & Co., 1877).

49. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Bhagalpur and the Santal Parganas*, Vol. XIV, (London : Trubner & Co., 1877).

50. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Monghyr and Purniah*, Vol. XV, (London : Trubner & Co., 1876).

51. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Hazaribagh and Lohardaga*, Vol. XVI, (London : Trubner & Co., 1877).

52. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Singbhum Disrict, Tributary States of Chutia Nagpur and Manbhum*, Vol. XVII, (London : Trubner & Co., 1877).

53. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal* : Districts of Cuttack and Balasor, Vol. XVIII, (London : Trubner & Co., 1877).

54. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Puri and the Orissa Tributary States*, Vol. XIX, (London : Trubner & Co., 1877).

55. J.N. Gupta, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Bogra*, (Allahabad : The Pioneer Press, 1910).

56. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Darjeeling*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1907).

57. L.S.S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers : Hooghly*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1912).

Dhaka University Institutional Repository

58. L.S.S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers : Howrah*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1909).

59. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Jessore*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1912).

60. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Khulna*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1908).

61. G.E. Lambourn, *Bengal District Gazetteers : Malda*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1918).

62. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Midnapore*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1911).

63. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Murshidabad*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1914).

64. J.H.E. Garrett, *Bengal District Gazetteers : Nadia*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1910).

65. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Pabna*, (Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1923).

66. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Rajshahi*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1916).

67. J.A. Vas, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Rangpur*, (Allahabad : The Pioneer Press, 1911).

68. B.C. Allen, *Assam District Gazetteers : Sylhet*, (Calcutta : The Caledonian Steam Printing Works, 1905).

69. J.E. Webster, *Eastern Bengal District Gazetteers : Tippera*, (Allahabad : The Pioneer Press, 1911).

70. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : 24 Parganas*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1914).

Dhaka University Institutional Repository

৭. PUBLICATIONS OF THE GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN :

1. S.N.H. Rizvi (ed.), *East Pakistan District Gazetteers : Dacca,* Government of East Pakistan, Services and General Administration Department, (Dacca : Officer on special Duty, S. & G. A. Department Incharge, East Pakistan Government Press, 1969).

2. S.N.H. Rizvi (ed.), *East Pakistan District Gazetteers : Sylhet*, Government of East Pakistan, Services and General Administration Department, (Dacca : Officer on special Duty, S.&G.A. Department Incharge, East Pakistan Government Press, 1970).

3. S.N.H. Rizvi (ed.), *East Pakistan District Gazetteers : Chittagong*, Government of East Pakistan, Services and General Administration Department, (Dacca : Officer on special Duty, S. & G. A. Department Incharge, East Pakistan Government Press, 1970).

4. A. K.M. Ghulam Rabbani (ed.), *Hand Book of Economic Indicators of East Pakistan 1965*, (Dacca : East Pakistan Bureau of Statistics, Government of East Pakistan, 1965).

৮. PUBLICATIONS OF THE GOVERNMENT OF BANGLADESH :

1. Ashraf Siddiqui (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Dinajpur*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Cabinet Affairs, Establishment Division, (Dacca : Special Officer, Bangladesh Government Press, 1972).

2. Ashraf Siddiqui (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Rajshahi*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Cabinet Affairs, Establishment Division, (Dacca : Special Officer, Bangladesh Government Press, 1976).

3. Ashraf Siddiqui (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Kushtia*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Cabinet Affairs, Establishment Division, (Dacca : Special Officer, Bangladesh Government Press, 1976).

Dhaka University Institutional Repository

4. Muhammad Ishaq (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Chittagong Hill Tracts*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Cabinet Affairs, Establishment Division, (Dacca : Officer on Special Duty, Establishment Division Incharge, Bangladesh Government Press, 1976).

5. Nurul Islam Khan (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Rangpur*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establishment Division, (Dacca : Officer-in-Charge, Bangladesh Government Press, 1977).

6. Nurul Islam Khan (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Comilla*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establishment Division, (Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1977).

7. Nurul Islam Khan (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Noakhali*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establishment Division, (Dacca : Officer-in-Charge, Bangladesh Government Press, 1977).

8. Nurul Islam Khan (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Faridpur*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establishment Division, (Dacca : Officer - in - Incharge, Bangladesh Government Press, 1977).

9. Nurul Islam Khan (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Mymensingh*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establishment Division, (Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1978).

10. K.G.M. Latiful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Khulna*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1978).

11. K.G.M. Latiful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Jessore*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1979).

Dhaka University Institutional Repository

12. K.G.M. Latiful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Bogra*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1979).

13. K.G.M. Latiful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Jessore*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1979).

14. Md. Habibur Rashid (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Bakerganj*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dacca : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1981).

15. Major General (Retired) M.A. Latif (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dhaka : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1982).

16. Major General (Retired) M.A. Latif (ed.), *Bangladesh District Gazetteers : Tangail*, Government of the People's Republic of Bangladesh, Establishment Division, (Dhaka : Superintendent, Bangladesh Government Press, 1982).

৯. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ঃ

১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২)।

২. শেখ মাকসুদ আলী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর ঢাকা (প্রকৃতিক ও আর্থ সামাজিক ইতিহাস)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা :বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৩)।

৩. মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ লতিফ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বাখরগঞ্জ (বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার পুনর্বিন্যাসের পূর্ব বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৮৪)।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মেজর জেনারেল (অবঃ) এম.এ লতিফ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : পটুয়াখালী (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা পুনর্বিন্যাসের পূর্ব বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৮৬)।

৫. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : রংপুর (বর্তমান রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনির হাট ও নীলফামারী জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০)।

৬. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : পাবনা (বর্তমান পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ ইতিবৃত্ত)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : উপ- নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০)।

৭. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : টাংগাইল*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : উপ - নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০)।

৮. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : কুষ্টিয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১)।

৯. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : দিনাজপুর (বর্তমান দিনাজপুর ও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১)।

১০. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (বর্তমান ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলার আর্থ - সামাজিক, রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক বিবরণ)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, (ঢাকা : উপ- নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯২)।

১০. সমসাময়িক দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহ ঃ

১. *ঢাকা প্রকাশ* : ১৮৬৩, ১৮৬৪, ১৮৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭০, ১৮৭২, ১৮৭৩, ১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৮, ১৮৭৯, ১৮৮০, ১৮৮১, ১৮৮২, ১৮৮৪, ১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৮৮, ১৮৮৯, ১৮৯১, ১৮৯২, ১৮৯৪, ১৮৯৫, ১৮৯৬, ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯, ১৯০০, ১৯০১, ১৯১৩, ১৯২০, ১৯২৫, ১৯২৭, ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

২. *আর্য্যদর্শন* (সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচনা) :
- ২য় খন্ড (১২৮২),
- ৩য় খন্ড (১২৮৩),
- ৪র্থ খন্ড (১২৮৪)।

৩. *বঙ্গবাণী* (সচিত্র মাসিক পত্রিকা) : ১৩২৮-১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩১, ১৩৩২-১৩৩৩, ১৩৩৩-১৩৩৪।

৪. *সাধনা* (মাসিক পত্রিকা), ২য় বর্ষ, ১৩২৭।

দ্বৈতীয়িক উৎস (SECONDARY SOURCES) ঃ

১. INTERNATIONAL AND NATIONAL ENCYCLOPEDIA :

1. *The New Encyclopædia Britannica*, Macropædia, Vol. 9, (U.S.A : The University of Chicago, 15th Edition, 1976).

2. *The New Encyclopædia Britannica*, Micropædia, Vol. V, (U.S.A : The University of Chicago, 15th Edition, 1976).

3. *The Encyclopedia American*, International Edition, Vol. 16, (U.S.A : Grolier Incorporated, 1983).

4. *Banglapedia : National Encyclopedia of Bangladesh*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2oo4).

২. PRINTED BOOKS :

1. M. Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946 : A Quantitative Study*, (New Delhi : S. Chand & Co. Pvt. Ltd., 1978).

2. A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal 1900-1939*, (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1982).

Dhaka University Institutional Repository

3. Sultan Hafeez Rahman, *Evolution of Jute Policies and a Jute Policy model for Bangladesh*, (Dhaka : The Bangladesh Institute of Development Studies, 1984).

4. *Marketing of Jute in East Pakistan,* Prepared by A Research Team of the Dacca University Socio- Economic Research Board, (Dacca : The Dacca University Socio- Economic Research Board, 1961).

5. *Industrial Fibres : A Review of Production, Trade and Consumption Relating to Wool, Cotton, Man-made Fibres, Silk, Flax, Jute, Sisal and other Hemps, Mohair, Coir and Kapok*, Compiled in the Commodities Division of the Commonwealth Secretariat, (London : The Commonwealth Secretariat, 1968).

6. Jute Annual 1933 : The International Annual of the Jute Industry, Third Year, (London : British Continental Press Ltd., 1933).

7. Rakibuddin Ahmed, *The Progress of the Jute Industry and Trade 1855-1966*, (Dacca : Pakistan Central Jute Committee, 1966).

8. C. R. Depnath, *Ready Reckoner of Jute Goods*, (Calcutta : Geeta Debnath, 1972).

9. George Patterson, *Geography of India : Physical, Political and Commercial*, Part II, India in Provinces and States, (London : The Christian Literature Society for India, 1909).

10. Geo. G. Chisholm, *Handbook of Commercial Geography*, (London : Longmans, Green and Co. Ltd., 1928).

11. Lionel W. Lyde, *A Short Commercial Geography*, (London : A. & C. Black Ltd., Fifth Edition, 1919).

12. C. H. Grant, *Commercial Geography*, (London : Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.).

13. O. J. R. Howarth, *A Commercial Geography of the World : The Oxford Geographies*, (London : At the Clarendon press, Oxford, Second Edition, 1921).

Dhaka University Institutional Repository

14. E. G. R. Taylor, *Production and Trade : A Geographical Survey of all the Countries of the World*, (London : George Philip & Son Ltd., 1930).

15. L. Dudley Stamp, *An Intermediate Commercial Geography : Commodities and World Trade*, Part - I, (London : Longmans, Green and Co., Fifth edition, 1934).

16. L. Dudley Stamp, *An Intermediate Commercial Geography : The Economic Geography of the Leading Countries*, Part - II, (London : Longmans, Green and Co., Fourth Edition, 1934).

17. Vera Anstey, *The Economic Development of India*, (London : Longmans, Green & Co., 1929).

18. Omkar Goswami, Industry, Trade, and Peasant Society : The Jute Economic of Eastern India, 1900-1947, (Delhi : Oxford University Press, 1991).

19. Sugata Bose, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Great Britain : Cambridge University Press, 1986).

20. Anil Chandra Banerjee, *The Agrarian System of Bengal 1793-1955*, Vol. 2, (Calcutta : K.P. Bagchi & Company, 1981).

21. Sunil Sen, *Agrarian Relations in India*, (Calcutta : West Bengal State Book Board, 1985).

22. Sunil Sen, *Peasant Movements in India : Mid-nineteenth and Twentieth Centuries*, (Calcutta : K.P. Bagchi & Company, 1982).

23. Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India 1556-1707*, (New Delhi : Oxford University Press, Second Revised Edition, 1999).

24. Asok Sen (et al.), *Perspectives in Social Sciences 2 : Three Studies on the Agrarian Structure in Bengal 1850-1947*, (Calcutta : Centre for Studies in Social Sciences, 1982).

Dhaka University Institutional Repository

25. Akbar Ali Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal 1890- 1914 : A Neo Classical Analysis*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh,1982).

26. Mushirul Hasan & Nariaki Nakazato (ed.), *The Unfinished Agenda : Nation-Building in South Asia*, (New Delhi : Manohar Publishers & Distributors, 2001).

27. Kamrunnesa Islam, *Aspects of Economic History of Bengal, C. 400-1200 A.D.*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1984).

28. B. M. Bhatia, Famines in India 1860-65, (New York : Asia Publishing House, 2nd Edition, 1967).

29. Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, Vol. 2, (Great Britain : Cambridge University Press, 1983).

30. Karl J. Pelzer, *Population and Land Utilization : An Economic Survey of the Pacific Area*, Part I, (New York : Institute of Pacific Relations, International Secretariat and Publications Office, 1941).

31. N. Pal, *Some Social and Economic Aspect of Land System of Bengal*, Calcutta, 1929.

32. B. B. Ghosh, *Indian Economics and Pakistani Economics*, (Calcutta : A. Mukherjee and Company Ltd., 1949).

33. G. B. Jathar (et al.), *Indian Economics: A Comprehensive and Critical Survey*, Vol. Two, (Humphrey Milford : Oxford University Press, 1941).

34. S. M. Akhtar, *Economics of Pakistan*, (Lahore : The Publishers United Ltd., 1951).

35. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

36. Abdullah Yusuf-Ali, *Life and Labour of the People of India*, (London : John Murray, 1907).

Dhaka University Institutional Repository

37. J. F. Royle, Essay on the Productive Resources of India, (London : Wm. H. Allen and Co., 1840).

38. M. B.K. Malik, Hundred Years of Pakistan Railways, (Karachi : Ministry of Railways and Communications, Government of Pakistan, 1962).

39. Ian J. Kerr (ed.), Railways in Modern India, (New Delhi : Oxford University Press, 2001).

৩. JOURNALS :

1. M. Mufakharul Islam, 'Aspects of Jute Cultivation in Undivided Bengal', *Research Network Program (RNP) of Contemporary Economics Series*, No. 2001-01, (Japan : Graduate School of Economics Hitotsubashi University, Tokyo).

2. Md. Wazed Ali, 'Jute Cultivation in Bengal 1870-1914', *The journal of The Institute of Bangladesh Studies*, Vol. III, 1978, Rajshahi University.

৪. বিশ্বকোষ ও জাতীয় জ্ঞানকোষ ঃ

১. শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *বিশ্বকোষ*, একাদশ ভাগ, (কলিকাতা : ইউ সি বসু এন্ড কোম্পানী, ১৩০৭)।

২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৫ম খন্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

৫. বাংলা সাহিত্য ঃ

১. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত), *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*, চন্ডীদাস-বিরচিত, (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০০০)।

২. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, বিদ্যাপতি-বিরচিত, ২য় খণ্ড, বসুমতি সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র-বিরচিত, (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭)।

৪. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ঃ চণ্ডীমঙ্গল- বোধিনী, প্রথম ভাগ, (কলিকাতা : কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৫)।

৫. রেভারেণ্ড জেমস লঙ, *প্রবাদ মালা*, প্রথম খন্ড, (কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৮৬৮)।

৬. শ্রীসুশীলকুমার দে (সম্পাদিত), *বাংলা প্রবাদ : ছড়া ও চলতি কথা*, (কলিকাতা : রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, ১৩৫২)।

৭. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য : প্রবাদ ও প্রবচন*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)।

৬. বিভিন্ন জেলার ইতিহাস ঃ

১. শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, (কলিকাতা : ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেস, ১৯১০)।

২. শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, (কলিকাতা : শ্রী যামিনীমোহন রায়, ১৩১৯)।

৩. শ্রী রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, চতুর্থ খন্ড, (পাবনা : শ্রী রাধারমণ সাহা, গোবিন্দ প্রেস, ১৩৩৩)।

৪. শ্রী রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, পঞ্চম খন্ড, (পাবনা : শ্রী রাধারমণ সাহা, গোবিন্দ প্রেস, ১৩৩৩)।

৫. শ্রী রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ষষ্ঠ খন্ড, (পাবনা : শ্রী রাধারমণ সাহা, গোবিন্দ প্রেস, ১৩৩৩)।

৬. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, (বাকেরগঞ্জ : আহবায়ক, বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রকল্প, জেলা প্রশাসক, ১৯৯০)।

৭. কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বৃহত্তর বাকেরগঞ্জের ইতিহাস*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২)।

৮. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, (ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৩)।

Dhaka University Institutional Repository

৯. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর - খুলনার ইতিহাস : বৃহত্তর যশোর - খুলনা জেলার বিবরণ*, প্রথম খন্ড, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১)।

১০. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর - খুলনার ইতিহাস : বৃহত্তর যশোর - খুলনা জেলার বিবরণ*, দ্বিতীয় খন্ড, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১)।

১১. মোঃ আবদুল আজিজ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, (সিলেট : বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ, ১৯৯৭)।

১২. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, পূর্বাংশ, (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০২)।

১৩. মুহঃ মমতাজুর রহমান (সম্পাদিত), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস : রাজশাহী বিভাগ ইতিহাস - ঐতিহ্য*, (রাজশাহী : সম্পাদনা পরিষদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়,১৯৯৮)।

১৪. এ. এফ. এম. আবদুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬)।

১৫. রাজীব হুমায়ুন, *সন্দ্বীপের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা : সন্দ্বীপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, ১৯৮৭)।

৭. প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঃ

১. এম. মোফাখখারুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলার কৃষক* , (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)।

২. মুনতাসীর মামুন, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২)।

৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩)।

৪. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঃ ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯)।

৫. নারিয়াকি নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা ১৮৭০-১৯১০*, (ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

৬. ছায়া দাশগুপ্ত (অনুবাদিকা), *ভারতে কৃষি সম্পর্ক ১৭৯৩-১৯৪৭*, (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫)।

Dhaka University Institutional Repository

৭. শ্রী হৃষীকেশ সেন, *বাঙলার কৃষকের কথা*, (চন্দননগর : প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ১৩৩১)।

৮. শান্তিপ্রিয় বসু, *বাংলার চাষী*, (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬)।

৯. শ্রী সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, *জমি ও চাষ*, (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২)।

১০. নীহার রঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০)।

১১. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, আধুনিক যুগ, (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১, ৩য় সংস্করণ)।

১২. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, (ঢাকা : নূরজাহান রহিম,১৯৭৬)।

১৩. মতিলাল মজুমদার, *পূর্ব ভারতের ফসল*, (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১)।

১৪. আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)।

১৫. তেসলিম চৌধুরী, *মধ্যযুগের ভারত : মুঘল আমল (১৫২৬ - ১৭০৭)*, (কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬)।

১৬. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১০ম সংস্করণ, ২০০২)।

১৭. আনোয়ারুল হক (ভাষান্তর), *বিভাগপূর্ব বংলার রাজনীতি ও সমাজ*, (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৮)।

১৮. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা : সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী-৮২*, দ্বিতীয় খন্ড,১৮৩০ - ১৮৪০, (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩৪০)।

১৯. শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, *ছোটদের বুক অব নলেজ*, (কলিকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৭৫)।

২০. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, *ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থব্যবস্থার ভিত্তি*, (কলকাতা ঃ কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৯)।

২১. মিসবাহউদ্দিন খান, *চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস ১৮৮৮-১৯০০*, (ঢাকা ঃ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

৮. গবেষণামূলক প্রবন্ধ ঃ

১. এম. মোকাখখারুল ইসলাম, 'ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় পাট চাষ,' *ইতিহাস ঃ সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে...*, (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ২০০৪)।

২. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, '১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া, *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা- ৮৭, মে-আগস্ট ২০০৩ (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ২০০৩)।

৩. দিনাক সোহানী কবির, *পূর্ববাংলায় রেলওয়ের আগমন এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর এর প্রভাব, ১৮৮০-১৯৪৭*, পিএইচ. ডি. থিসিস (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. এস. এম. রেজাউল করিম রেজা, '১৯৪৬ সালের নির্বাচন ঃ পূর্ববাংলার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,' *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১৪১১ সন, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০০৪)।